BANGLADESH ACCREDITATION COUNCIL

ষষ্ঠ বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৪-২০২৫

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
ষষ্ঠ বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৪-২০২৫

প্রকাশক:
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি)
বিএসএল অফিস কমপ্লেক্স-২ (তৃতীয় তলা)
১ মিন্টো রোড, রমনা, ঢাকা-১০০০
ফোন: +৮৮০-২-২২২২২৪১৮৩
ফ্যাক্স: +৮৮০-২-২২২২২৪১৬৫
ই-মেইল: bac.gov.bd@gmail.com
ওয়েব: https://www.bac.gov.bd

বিএসি প্রকাশনা নম্বর- ০৬

© সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত:
প্রকাশকের অনুমতি ব্যতিরেকে এই বার্ষিক প্রতিবেদন বা এর কোনো অংশ মুদ্রণ বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশ/ব্যবহার করা যাবে না।

মুদ্রণ:
নতুনধারা প্রিন্টিং প্রেস
৩১৪/এ, এলিফ্যান্ট রোড (কাঁটাবন ঢাল), ঢাকা -১২০৫
মোবাইল: +৮৮ ০১৭১১ ০১৯৬৯১, +৮৮ ০১৯১১ ২৯৪৮৫৫

প্রধান সম্পাদক

প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

উপদেষ্টা

জনাব ইসতিয়াক আহমদ
পূর্ণকালীন সদস্য, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম শাহি আলম
পূর্ণকালীন সদস্য, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

প্রফেসর ড. গুলশান আরা লতিফা
পূর্ণকালীন সদস্য, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

প্রফেসর ড. এস, এম, কবীর
পূর্ণকালীন সদস্য, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

ষষ্ঠ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত কমিটি

প্রফেসর ড. গুলশান আরা লতিফা, সভাপতি
সদস্য (বহিঃসম্পর্ক, গবেষণা ও প্রকাশনা), বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

প্রফেসর নাসির উদ্দীন আহাম্মেদ, সদস্য
পরিচালক (অ্যাক্রেডিটেশন), বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

প্রফেসর গৌতম চন্দ্র রায়, সদস্য
পরিচালক (অর্থ, পরিকল্পনা ও আইসিটি), বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

জনাব মোহাম্মদ তাজিব উদ্দিন, সদস্য
পরিচালক (কিউএ এন্ড এনকিউএফ), বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

ড. রীতা পারভীন, সদস্য
উপপরিচালক (বহিঃসম্পর্ক, গবেষণা ও প্রকাশনা), বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

জনাব মোহাম্মদ আবু জাফর, সদস্য
উপ-পরিচালক (কাউন্সিল ও প্রশাসন), বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

জনাব স্নিগ্ধা বাউল, সদস্য
উপপরিচালক ও একান্ত সচিব (চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর), বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

জনাব আবিদুর রহমান, সদস্য সচিব
সহকারী পরিচালক (বহিঃসম্পর্ক, গবেষণা ও প্রকাশনা), বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

“উচ্চ শিক্ষার আসল পরিচয় মস্তিষ্কে তথ্য সঞ্চয়ের মধ্যে নয়, বরং কীভাবে শেখা যায় সেই অনন্য দক্ষতা অর্জনের মধ্যেই তা প্রকাশ পায়।” (অনূদিত)

-অ্যাডাম গ্রান্ট

সূচিপত্র

মুখবন্ধ ix

১ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ১

- ১.১ ভূমিকা ১
- ১.২ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর গঠন পদ্ধতি ২
- ১.৩ কাউন্সিল গঠন ৩

২ গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন ৮

- ২.১ রূপকল্প ৮
- ২.২ অভিলক্ষ্য ৮
- ২.৩ উদ্দেশ্যাবলি ৯
- ২.৪ মূল্যবোধ ৯

৩ কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি ১০

৪ কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ ১০

৫ কাউন্সিলের উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ ১১

৬ কাউন্সিলের জনবল ১১

- ৬.১ বিধিবদ্ধ পদে কর্মরত কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, পূর্ণকালীন সদস্যবৃন্দ ও সচিব ১১
- ৬.২ কাউন্সিলের সৃষ্ট পদে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী ১২
- ৬.৩ কাউন্সিলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ কার্যক্রম ১২

৭ কাউন্সিলের কার্যক্রমসমূহ ১২

- ৭.১ কাউন্সিল সভা ১২
  - ৭.১.১ ১৮তম কাউন্সিল সভা ১২
  - ৭.১.২ ১৯তম কাউন্সিল সভা ১৪

৮ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ১৪

- ৮.১ অ্যাক্রেডিটেশন বিভাগ ১৪
  - ৮.১.১ অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কর্মশালা ১৫
  - ৮.১.২ অ্যাকাডেমিক অডিটরগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিকরণে প্রশিক্ষণ ২০
  - ৮.১.৩ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিনিময় কর্মশালা ২২
  - ৮.১.৪ ‘উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ’ কর্মশালা ২০
  - ৮.১.৫ Institutional Quality Assurance Cell (IQAC)-এর শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিকরণের জন্য প্রশিক্ষণ ২৩
  - ৮.১.৬ বিএসি কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা ২৪

৮.১.৭ অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম ২৪

৮.১.৭.১ অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্তির অভিপ্রায় (Intent to Apply) ২৪

৮.১.৭.২ অ্যাক্রেডিটেশনের লক্ষ্যে আবেদন দাখিল ২৪

৮.১.৭.৩ বহিঃস্থ গুণগত মান নিরূপণ (External Quality Assessment) সংক্রান্ত কার্যক্রম ২৪

৮.২ কিউএ অ্যান্ড এনকিউএফ (QA & NQF) বিভাগ ২৬

৮.২.১ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি এবং শিক্ষাবিদগণের সাথে মতবিনিময় ২৬

৮.২.২ উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক বিষয়ক কর্মশালা ২৭

৮.২.৩ Outcome Based Education (OBE) Curriculum পর্যালোচনা বিষয়ক কর্মশালা ২৮

৮.২.৪ Teaching Learning and Assessment (TLA) বিষয়ক কর্মশালা ২৯

৮.২.৫ Concepts, Issue, and Significance of General Education বিষয়ক কর্মশালা ২৯

৮.২.৬ উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিপালন শীর্ষক কর্মশালা ৩০

৮.২.৭ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক মতবিনিময় সভা ৩১

৮.২.৮ বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিপালন শীর্ষক কর্মশালা ৩২

৮.২.৯ Outcome Based Education (OBE) Curriculum পর্যালোচনা বিষয়ক কর্মশালা ৩৩

৮.২.১০ Teaching Learning and Assessment (TLA) বিষয়ক কর্মশালা ৩৪

৮.২.১১ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আইকিউএসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৬ষ্ঠ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ৩৫

৮.২.১২ উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিপালন বিষয়ক কর্মশালা ৩৬

৮.২.১৩ GED (General Education): Concepts, Significance and Selection of Courses বিষয়ক কর্মশালা ৩৬

৮.২.১৪ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আইকিউএসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৭ম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স ৩৭

৮.২.১৫ "Motivational Workshop on Bangladesh National ৩৮

Qualifications Framework (BNQF)” শীর্ষক কর্মশালা

৮.২.১৬ “Motivational Workshop on Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF)” শীর্ষক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা ৩৮

৮.২.১৭ Credit Accumulation and Transfer Guidelines প্রস্তুতকরণ ৩৯

৮.৩ বহি:সম্পর্ক, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ ৩৯

৮.৩.১ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশন এজেন্সিসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং সম্পর্ক স্থাপন ৩৯

৮.৩.১.১ আন্তর্জাতিক কনফারেন্স/সেমিনার/সভায় অংশগ্রহণ ৪০

৮.৩.১.১.১ Asia-Pacific Quality Network (APQN) এর বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ ৪০

৮.৩.১.১.২ South Asia Deep Dialogue on Transnational Education শীর্ষক উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ ৪০

৮.৩.১.১.৩ ‘An Introduction to International Quality Review’ শীর্ষক ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ ৪১

৮.৩.১.১.৪ ‘International Accreditation: Senior Leadership Perspectives’ শীর্ষক ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ ৪২

৮.৩.১.১.৫ “An Introduction to International Programme Accreditation” শীর্ষক ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ ৪২

৮.৩.২ গবেষণা কার্যক্রম ৪৩

৮.৩.২.১ গবেষণা প্রকল্প ২০২৩–২০২৪ ৪৩

৮.৩.২.২ গবেষণা প্রকল্প ২০২৪–২০২৫ ৪৪

৮.৩.২.২.১ গবেষণা প্রকল্পের ‘চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন’ কর্মশালা ৪৫

৮.৩.২.৩ গবেষণা প্রকল্প ২০২৫-২০২৬ ৪৬

৫.৭.১.১.৪ International Accreditation: Senior Leadership Perspectives’ শীর্ষক ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ ৩৯

৫.৭.১.১.৫ “An Introduction to International Programme Accreditation” শীর্ষক ওয়েবিনারে

অংশগ্রহণ
৮.৩.৩ ডায়ারি, ডেস্ক ক্যালেন্ডার ও পঞ্চম বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ ৪৭
৮.৩.৪ গ্রন্থাগার ৪৭
৮.৪ কাউন্সিল ও প্রসাশন বিভাগ ৪৮
৮.৪.১ কাউন্সিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান ৪৮
৮.৪.১.১ কাউন্সিলে কর্মচারীদের অংশগ্রহণে “পরিবেশ সংরক্ষণ ও সচেতনতা” বৃদ্ধি শীর্ষক কর্মশালা ৪৮
৮.৪.১.২ কাউন্সিলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে “দুর্নীতি রোধ ও দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা আনয়ন” শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন ৪৮
৮.৪.১.৩ অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন ৪৯
৮.৪.১.৪ 'নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালন' শীর্ষক আলোচনা সভা ৫০
৮.৪.২ অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও ক্রয় ৫১
৮.৪.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি ক্রয় ও সংগ্রহ ৫১
৮.৪.৩.১ সফট্ওয়্যার ও ডাটাবেজ ৫১
৮.৪.৩.২ কম্পিউটার আনুষঙ্গিক ৫২
৮.৪.৪ অফিস আসবাবপত্র ক্রয় ও সংগ্রহ ৫২
৮.৪.৫ যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও মেরামত ৫২
৮.৪.৬ পণ্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহ (সাধারণ) ৫২
৮.৪.৭ প্রশিক্ষণ ও সেমিনার/কনফারেন্স ৫৩
৮.৪.৮ পণ্য ও সেবা সংগ্রহ (মেরামত ও সংরক্ষণ) ৫৩
৮.৪.৯ গবেষণা খাতে ব্যয় ৫৩
৮.৪.১০ অন্যান্য খাতে ব্যয় ৫৩
৮.৪.১১ ভান্ডার ৫৩
৮.৪.১২ পরিবহন সুবিধা ৫৩
৮.৫ অর্থ, পরিকল্পনা ও আইসিটি বিভাগ ৫০
৮.৫.১ বার্ষিক বাজেট বিবরণী ৫৪
৮.৫.২ অর্থ প্রাপ্তি ও পরিশোধ ৫৫
৮.৫.৩ এনডাউমেন্ট ফান্ড ৫৬
৮.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান ২০২৫ ৫৭

৮.৭ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ৫৭

৮.৮ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ৫৮

৮.৯ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ৫৯

৮.১০ তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ৬০

৯ আলোকচিত্রে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ৬১

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-ক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত অ্যাকাডেমিক অডিটরগণের তালিকা ৬৪

পরিশিষ্ট-খ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্তির অভিপ্রায় ব্যক্ত করে আবেদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা ৬৯

পরিশিষ্ট-গ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য আবেদন দাখিলকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা ৭০

পরিশিষ্ট-ঘ ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত এবং বাস্তবায়িত ৫টি গবেষণা প্রকল্প ৭১

পরিশিষ্ট-ঙ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এনডাউমেন্ট ফান্ড নীতিমালা, ২০২৩ ৭২

পরিশিষ্ট-চ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (কর্মচারী) প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল প্রবিধানমালা, ২০২৫ ৭৬

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এর ২২(২) ধারা অনুযায়ী প্রতি অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ড, হিসাব-নিকাশ, প্রাসঙ্গিক তথ্য-উপাত্ত, পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষণসমূহ সন্নিবেশিত করে প্রস্তুতকৃত বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট পেশ করা কাউন্সিলের অন্যতম আইনগত দায়িত্ব। এই আইনগত ও নৈতিক দায়িত্ব পালনের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ষষ্ঠ বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২৪-২০২৫ প্রণয়ন করেছে। বর্তমান প্রতিবেদনে অর্থবছরের সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম, প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ, অর্জন ও অভিজ্ঞতার একটি বিস্তৃত ও সচিত্র রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে, যা দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন ও গুণগত রূপান্তরের চলমান প্রয়াসের এক অনন্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মাধ্যমে উন্নত, প্রযুক্তিগতভাবে সক্ষম ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক গড়ে তোলা আজকের সময়ে রাষ্ট্রীয় অগ্রাধিকার। পরিবর্তিত বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে গ্র্যাজুয়েটদের টিকে থাকা, প্রতিযোগিতামূলক আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে সফলতা অর্জন এবং শিল্প, সেবা ও কৃষি খাতসহ নানা ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হলে জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ, দক্ষতার নিয়মিত নবায়ন এবং নতুন জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা অপরিহার্য। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এই প্রেক্ষাপটে উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে সঙ্গতিপূর্ণ করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। দেশের মোট ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৫টি অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম অ্যাক্রেডিটশেনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে আবেদন করেছে (Intent to Apply) এবং ২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩টি অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে আবেদন করেছে। এছাড়া ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের Accreditation Committee ও Expert Committee গঠন করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি একাডেমিক প্রোগ্রামের বহিঃস্থ গুণগত মান নিরূপণ প্রতিবেদন (EQA Report) প্রাপ্ত হয়েছে, যা পরবর্তী কাউন্সিল সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত মোট ১০৬ জন বিশিষ্ট অধ্যাপককে অ্যাকাডেমিক অডিটর হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে, যার মধ্যে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৪৫ জন নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

৪৬ জন IQAC এর পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালককে ১২ দিনব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একই সঙ্গে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ-কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। সারাদেশের মোট ২,৬৯৬ জন শিক্ষককে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত এ সকল শিক্ষক প্রাতিষ্ঠানিক মানোন্নয়ন ও গুণগত সংস্কৃতি গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন।

উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে গবেষণার গুরুত্ব বিবেচনা করে 'বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গবেষণা নীতিমালা, ২০২২' অনুসারে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৫টি গবেষণা প্রকল্প অনুমোদন ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গবেষণা ফলাফল ও জ্ঞান বিনিময় কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে Proceedings of the Workshop on Research Project 2024 প্রকাশ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগ ও অংশীদারিত্ব বৃদ্ধির জন্য কাউন্সিল ২টি আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছে এবং আন্তর্জাতিক কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সংস্থাগুলোর সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে ৩টি ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। তদুপরি, বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় HEAT প্রকল্পের সাথে MoU স্বাক্ষর এ বছরের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত হবে।

প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে রাজস্বখাতভুক্ত সরাসরি নিয়োগযোগ্য ১৩ ক্যাটাগরির ৪৬টি পদে নিয়োগ সম্পন্ন হওয়ার পর পদত্যাগ বা যোগদানে অসম্মতির কারণে সৃষ্ট কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩) এর ৩টি শূন্য পদে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১ অনুসারে অস্থায়ী নিয়োগ প্রদান

করা হয়েছে।

আমি বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের অংশীজন, দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ, গবেষক, সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যাঁরা মূল্যবান পরামর্শ ও সহযোগিতার মাধ্যমে কাউন্সিলের কার্যক্রমকে সমৃদ্ধ ও সুসংহত করেছেন। একই সঙ্গে কাউন্সিলের সকল সদস্য, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই যাঁরা নিষ্ঠা, সততা ও পেশাগত দক্ষতার মাধ্যমে ষষ্ঠ বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২৪-২০২৫ সময়মতো প্রস্তুত করে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, ষষ্ঠ বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২৪-২০২৫ এর মাধ্যমে সকল অংশীজন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কর্মকাণ্ড, অগ্রগতি ও উল্লেখযোগ্য অর্জন সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা লাভ করবেন এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ও নীতিনির্ধারণে এ প্রতিবেদন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

ষষ্ঠ বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২৪-২০২৫

১. বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

১.১ ভূমিকা

মানুষের অগ্রগতির সবচেয়ে বড় উপকরণ হলো তার শিক্ষা। যথোপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া কোন দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। একটি দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন, জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রসার এবং উন্নত ও সভ্য জাতি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার জন্য শিক্ষার সম্প্রসারণের বিকল্প নেই। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষা উল্লেখযোগ্যভাবে বিকশিত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে কয়েকটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। তবে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে এ ব্যবস্থা দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে ৫৬টিরও বেশি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, ১১৬টিরও বেশি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং অসংখ্য সংযুক্ত কলেজ রয়েছে, যেখানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৭(খ) এর আলোকে রাষ্ট্র, শিক্ষাকে সমাজের প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। একইসাথে ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রদর্শন ও বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের স্বপ্নপূরণে নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি) উচ্চ শিক্ষায় গুণগতমান নিশ্চয়তার জাতীয় সংস্থা হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৭ এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়। আইনটি ২০১৭ সালের ২১ মার্চ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয় এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করে। উক্ত আইনের আলোকে উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে দেশের সরকারি ও বেসরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা কার্যক্রমকে অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের জন্য ২০১৮ সালের ২৬ আগস্ট তারিখে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এসব প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি প্রোগ্রাম অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য প্রস্তুত আছে। এছাড়া ২৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১২টি প্রোগ্রাম অ্যাক্রেডিটেশনের লক্ষ্যে আগ্রহ ব্যক্ত করে আবেদন করেছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কাউন্সিল ইতোমধ্যে ১০৬ জন একাডেমিক অডিটরকে নিয়োগ প্রদান করেছে।

উচ্চ শিক্ষাকে মানসম্পন্ন ও লক্ষ্য-কেন্দ্রিক করতে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (BNQF) বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সকল সরকারি ও বেসরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা কার্যক্রমকে BNQF এর আলোকে উচ্চ শিক্ষার কারিকুলাম উন্নয়ন ও সংস্কার অতীব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৭ এ বর্ণিত ১০(জ) ধারা অনুযায়ী ফ্রেমওয়ার্কের লেভেল ৭-১০ বাস্তবায়নের কাজ ২০২২ সাল থেকে শুরু করা হয়েছে। এর অনুবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে কাউন্সিল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রমসমূহের অ্যাক্রেডিটেশন আবেদনের যোগ্যতা হিসেবে BNQF এর নিয়মসমূহের প্রতিপালন আবশ্যক করেছে।

শিক্ষার্থীদের এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয় অথবা এক প্রোগ্রাম থেকে অন্য প্রোগ্রামে অর্জিত ক্রেডিট সহজে স্থানান্তরের জন্য একটি সমন্বিত ও গ্রহণযোগ্য ট্রান্সফার পলিসি Credit Transfer and Accumulation (CAT) গাইডলাইনস প্রস্তুত করা হচ্ছে যা শিক্ষায় ধারাবাহিকতা এবং আজীবন শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। CAT গাইডলাইনস BNQF এর বিভিন্ন উপখাতের একটি সুনির্দিষ্ট শিক্ষাগত পথ নির্ধারণ করে যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার গন্তব্য নির্ধারণ করতে পারবে এবং যার ফলে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও নমনীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। BNQF প্রতিপালন এবং অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের প্রতিটি শিক্ষার্থী দক্ষ, সৃজনশীল ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন যোগ্য নাগরিক বা পরিপূর্ণ মানব সম্পদে

পরিণত হবে প্রত্যাশা করা যায়।

কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমের উন্নয়ন ও বিস্তার কাউন্সিলের অন্যতম আইনগত দায়িত্ব। উচ্চ শিক্ষার কারিকুলাম, পাঠদান ও শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতির বর্তমান অবস্থা নিরূপণ এবং এর গুণগতমান উন্নয়নে করণীয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে গবেষণার গুরুত্ব অপরিসীম। নিয়ত পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ শিক্ষাকে গ্রহণযোগ্য করার স্বার্থে অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (BNQF) হালনাগাদ করা অপরিহার্য। কাউন্সিলকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত নতুন জ্ঞান আহরণ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।

কাউন্সিলের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করা। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গবেষণা নীতিমালা, ২০২২ অনুসরণক্রমে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫টি গবেষণা প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে যা উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখবে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরেও যথাপদ্ধতি অনুসরণক্রমে গবেষণা প্রকল্প অনুমোদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। ইতোমধ্যে ২০২২-২৩ ও ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সমাপ্তকৃত গবেষণা সমন্বয়ে Proceedings of the Workshop on Research Project 2023 ও Proceedings of the Workshop on Research Project 2024 প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সমাপ্তকৃত গবেষণা প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে Proceedings of the Workshop on Research Project 2025 প্রস্তুতের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৭ এর ১০(ছ) ধারা অনুযায়ী আন্তঃরাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক সংস্থাসমূহের সাথে পারস্পরিক আলোচনা ও সহায়তার মাধ্যমে অ্যাক্রেডিটেশনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক সংস্থাসমূহের সাথে সমঝোতা স্মারক চুক্তি সম্পন্ন করছে এবং আর্ন্তজাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৭ এর ২২ ধারা মোতাবেক প্রত্যেক অর্থবছর শেষে উক্ত অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যবিবরণী সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করে সরকারের নিকট পেশ করার বিধান রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক ২০২৪-২৫ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যাবলীর বিবরণ সম্বলিত ষষ্ঠ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

১.২ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর গঠন পদ্ধতি

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এ বর্ণিত বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের গঠন পদ্ধতি অনুসরণ করে ধারা ৬ এর উপধারা অনুযায়ী-

১. চেয়ারম্যান, ০৪ (চার) জন পূর্ণকালীন সদস্য এবং ০৮ (আট) জন খণ্ডকালীন সদস্য সমন্বয়ে কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে;

২. উপ-ধারা (১)-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ধারা ৮ এর বিধান অনুযায়ী পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ০৩ (তিন) জন অধ্যাপক এবং সরকারের প্রশাসনিক কার্যে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন (সাবেক সচিব) ০১ (এক) জনকে সরকার কর্তৃক চার বছরের জন্য পূর্ণকালীন সদস্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে;

৩. উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কাউন্সিলের ০৮ (আট) জন খণ্ডকালীন সদস্য আইনে বিধৃত নির্ণায়ক পদ্ধতি অনুসরণে নিয়োগ করা হয়েছে;

৪. ধারা ৯ (১) অনুসরণে চেয়ারম্যান ও পূর্ণকালীন সদস্যগণের সদস্য পদের মেয়াদ তাঁদের নিয়োগের তারিখ হতে ০৪ (চার) বছর এবং খণ্ডকালীন সদস্যগণের সদস্য পদের মেয়াদ তাঁদের নিয়োগের তারিখ হতে ০২ (দুই) বছর;

৫. এবং ধারা ১২ (১) মোতাবেক সরকার কর্তৃক ০১ (এক) জনকে কাউন্সিলের সচিব হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং তিনি ১২ (২) ধারায় বিধৃত দায়িত্ব পালন করছেন।

১.৩ কাউন্সিল গঠন

	চেয়ারম্যান	
ক্রমিক নং	**নাম**	**মেয়াদকাল**
১.	প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ প্রাক্তন ডিন, বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	২৬ আগস্ট ২০১৮ - ০৮ আগস্ট ২০২২
২.	প্রফেসর ড. মোঃ গোলাম শাহি আলম (দায়িত্বপ্রাপ্ত) প্রাক্তন ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ এবং কো-অর্ডিনেটর, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	৯ আগস্ট ২০২২ - ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২
৩.	প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ প্রাক্তন ডিন, বিজ্ঞান অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা এবং সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	২১ সেপ্টেম্বর ২০২২ - অদ্যাবধি

পূর্ণকালীন সদস্য

ক্রমিক নং	নাম	মেয়াদকাল
১.	জনাব ইসতিয়াক আহমদ সাবেক সচিব, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	১৯ জুন ২০১৯ - ১৮ জুন ২০২৩ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ - অদ্যাবধি
২.	প্রফেসর ড. মো: গোলাম শাহি আলম প্রাক্তন ডিন, ভেটেরিনারি অনুষদ এবং কো-অর্ডিনেটর, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর, সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট	১৯ জুন ২০১৯ - ১৮ জুন ২০২৩ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ - অদ্যাবধি
৩.	প্রফেসর ড. গুলশান আরা লতিফা সাবেক চেয়ারম্যান, প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশ জুওলজিক্যাল সোসাইটি	১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ - অদ্যাবধি
৪.	প্রফেসর ড. এস. এম. কবীর মার্কেটিং বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	২৬ জুন ২০১৯ - ২৫ জুন ২০২৩ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ - অদ্যাবধি

খণ্ডকালীন সদস্য

ক্রমিক নং	কাউন্সিলের আইনের ধারা	ধারার ব্যাখ্যা	নাম	মেয়াদকাল
১.	৬ (৩) (ক)	ইউজিসি কর্তৃক মনোনীত উক্ত কমিশনের একজন পূর্ণকালীন সদস্য	প্রফেসর ড. হাসিনা খান সদস্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা	০৫ নভেম্বর ২০২৩ -২ সেপ্টেম্বর ২০২৪
			প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সদস্য, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ঢাকা	২৬ অক্টোবর ২০২৪- অদ্যাবধি
২.	৬ (৩) (খ)	সরকার কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন কর্মচারী	জনাব খালেদা আক্তার অতিরিক্ত সচিব(বিশ্ববিদ্যালয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	২১ ডিসেম্বর ২০২৩- ১ জানুয়ারি ২০২৫
			জনাব নুরুন আখতার অতিরিক্ত সচিব(বিশ্ববিদ্যালয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ - অদ্যাবধি
৩.	৬ (৩) (গ)	সরকার কর্তৃক স্বীকৃত অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজ অব বাংলাদেশ এর প্রেসিডেন্ট বা তদ্‌কর্তৃক মনোনীত উক্ত অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য	প্রফেসর ড. আবদুল মান্নান চৌধুরী অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত নির্বাহী পরিষদের সদস্য	২১ অক্টোবর ২০২৩ - অদ্যাবধি
৪.	৬ (৩) (ঘ)	সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন স্বীকৃত বিদেশি কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সংস্থার একজন কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিশেষজ্ঞ	Dr. Jagannath Patil Adviser, NAAC (National Assessment and Accreditation Council), Bengaluru, India	৯ জানুয়ারি ২০২৪ - অদ্যাবধি
৫.	৬ (৩) (ঙ)	সরকার কর্তৃক মনোনীত বিষয় সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী সংস্থার একজন প্রতিনিধি	প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন সদস্য, অ্যাসোসিয়েশন অব প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি সরকার কর্তৃক মনোনীত পেশাজীবী সংস্থার প্রতিনিধি	৯ জানুয়ারি ২০২৪ - অদ্যাবধি
৬.	৬ (৩) (চ)	বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত একজন চিকিৎসা শিক্ষাবিদ	প্রফেসর ডা: মো: শারফুদ্দিন আহমেদ ভাইস চ্যান্সেলর, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	৩১ অক্টোবর ২০২৩ - ১০ নভেম্বর ২০২৪
			প্রফেসর ডা: মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম (প্রেসিডেন্ট, বিএমএন্ডডিসি এবং সাবেক	১১ নভেম্বর ২০২৪- অদ্যাবদি

ক্রমিক নং	কাউন্সিলের আইনের ধারা	ধারার ব্যাখ্যা	নাম	মেয়াদকাল
			অধ্যাপক,পেডিয়াট্রিকসার্জারি,বিএসএমএমইউ)	
৭.	৬ (৩) (ছ)	সরকার কর্তৃক মনোনীত শিক্ষা প্রশাসন অভিজ্ঞ একজন শিক্ষানুরাগী	প্রফেসর হাবিবুল হক খন্দকার, পিএইচডি সোশ্যাল সায়েন্স বিভাগ, জায়েদ ইউনিভার্সিটি, আবুধাবি, সংযুক্ত আরব আমিরাত	৯ জানুয়ারি ২০২৪ - অদ্যাবধি
৮.	৬ (৩) (জ)	সরকার কর্তৃক মনোনীত তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন ব্যক্তি	প্রফেসর ড. এম. লুৎফর রহমান প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, কম্পিউটার বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং উপাচার্য, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।	৯ জানুয়ারি ২০২৪ - অদ্যাবধি
সচিব (সংযুক্ত)				
প্রফেসর এ. কে. এম. মুনিরুল ইসলাম				

চেয়ারম্যান

প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ

পূর্ণকালীন সদস্য

জনাব ইসতিয়াক আহমদ

প্রফেসর ড. মো: গোলাম শাহি আলম

প্রফেসর ড. গুলশান আরা লতিফা

প্রফেসর ড. এস. এম. কবীর

২. গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা ও টেকসই উন্নয়ন

পরিবর্তনশীল বিশ্ব এবং ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে গুণগত শিক্ষা বা মানসম্মত শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও জীবনব্যাপী শিক্ষা লাভের সুযোগ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (SDG) অন্যতম অভীষ্ট। SDG-এর ৪নং অভীক্ষায় (গুণগত শিক্ষা) লক্ষমাত্রাসমূহ যে ১১টি সূচক দ্বারা পরিমাপ করা হয় সেখানে শিক্ষার সকল বৈষম্য দূর করে টেকসই উন্নয়ন ও বিশ্ব নাগরিকত্বের জন্য শিক্ষা গ্রহণ এবং উন্নয়নশীল দেশে যোগ্য শিক্ষকের সরবরাহ বাড়ানোর বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত।

নতুন প্রজন্মকে মানসম্পন্ন যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৭ সালে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন প্রণীত হয়। শিক্ষাকে অর্থবহ করার জন্য শিক্ষাকে সমাজের সাথে সম্পৃক্ত করে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু করেছে। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল Outcome Based Education (OBE) কারিকুলাম প্রণয়ন বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গুণগতমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাউন্সিল এ পর্যন্ত দেড় শতাধিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও সেমিনারসহ বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে আইকিউএসির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষকদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, উচ্চ শিক্ষায় প্রমিত মানের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিএনকিউএফ প্রতিপালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে কর্মশালার আয়োজন। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এবং ফলপ্রসূ শিক্ষণ-শিখন ও মূল্যায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত একাডেমিক ডিসিপ্লিন/প্রোগ্রামসমূহ অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের জন্য বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও শিক্ষকগণের প্রশিক্ষণসহ একাডেমিক অডিটরদের মনিটরিং কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

বিএনকিউএফ বাস্তবায়ন ও অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন ডিসিপ্লিন/প্রোগ্রামসমূহের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণের জন্য গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা অপরিহার্য। সে লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গবেষণা নীতিমালা ২০২২ অনুসরণ করে ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে ২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে মোট ২৩টি গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করেছে।

এছাড়াও আন্তঃরাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে পারস্পারিক আলোচনা ও সহায়তার মাধ্যমে অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কাজ করে যাচ্ছে।

২.১ রূপকল্প

উচ্চ শিক্ষায় কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশনের মাধ্যমে একাডেমিক উৎকর্ষ অর্জনের লক্ষ্যে একটি বিশ্বাসযোগ্য ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সংস্থায় পরিণত হওয়া।

২.২ অভিলক্ষ্য

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল নিবেদিত থাকবে:

১. আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সংক্রান্ত রীতি অনুযায়ী শুদ্ধাচার, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও বিশ্বাসযোগ্যতার সাথে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে উত্তম চর্চা নিশ্চিত করে বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান সম্পর্কে অংশীজনদের আস্থাবৃদ্ধি সাধন;

২. উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড (Standard), স্ব-নিরূপণ (Self-assessment) প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন এবং প্রতিপালন (Compliance) পরিবীক্ষণের (Audit) মাধ্যমে অংশীজনদের আস্থা অর্জন;

৩. দেশের টেকসই আর্থসামাজিক উন্নয়নে বৃহত্তর অবদান রাখার নিমিত্ত উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড বাস্তবায়নে সক্ষমতা অর্জনে সহযোগিতা প্রদান।

২.৩ উদ্দেশ্যাবলি

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য অর্জনের প্রধান উদ্দেশ্যাবলি হবে নিম্নরূপ:

১. জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি আস্থাভাজন কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সংস্থা হিসেবে সেবা প্রদান;

২. উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও একাডেমিক প্রোগ্রাম পর্যায়ে ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন ও অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড পরিগ্রহণ (Adaptation) সহজিকরণ;

৩. উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্ব-নিরূপণ এবং অভ্যন্তরীণ কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সংস্কৃতির বিকাশের জন্য উত্তম চর্চার আচরণবিধি, নির্দেশাবলি ও মানদণ্ড সরবরাহ;

৪. অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি ও অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য উচ্চ শিক্ষা কমিউনিটিকে উদ্বুদ্ধ করতে পরামর্শ, সেবা প্রদান, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও কনফারেন্স আয়োজন এবং অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য তৈরি করার লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বিনির্মাণ;

৫. অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড বাস্তবায়ন ও উত্তরোত্তর গুণগত মানোন্নয়ন কাজে নিয়োজিত শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসকদের মেন্টরিং ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সেবা প্রদান;

৬. বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণ, একাডেমিক নিরীক্ষণ ও অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড কঠোরভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে শুদ্ধাচার ও জবাবদিহিতা এবং উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও জনসাধারণকে আশ্বস্ত করা;

৭. আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট আস্থাভাজন অ্যাক্রেডিটেশন সংস্থা এবং কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স নেটওয়ার্কসমূহের সাথে সহযোগিতা স্থাপন ও যোগাযোগ অব্যাহত রাখা; এবং

৮. একটি সক্ষম ও টেকসই সাংগঠনিক কাঠামো অক্ষুণ্ন রাখা।

২.৪ মূল্যবোধ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল নিম্নবর্ণিত মূল্যবোধের ভিত্তিতে কার্যাবলি পরিচালনা করে:

শুদ্ধাচার: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দায়িত্ব পালনের সকল ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার কৌশলকে গুরুত্ব দেয়;

পেশাদারিত্ব ও নৈতিকতা: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব এবং নৈতিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেয়;

আন্তরিকতা ও অঙ্গীকার: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আন্তরিকতা ও অঙ্গীকারকে গুরুত্ব দেয়;

স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতাকে প্রাধান্য দেয়;

প্রতিপালন: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও কার্যপদ্ধতি প্রতিপালনকে গুরুত্ব দেয়;

বেঞ্চমার্কিং: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আন্তর্জাতিক বেঞ্চমার্কিং, উদ্ভাবন ও অব্যাহত উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়;

বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, সংস্কৃতি এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের জীবন ও মর্যাদাকে সকলের উর্ধ্বে স্থান দেয়;

সহযোগিতা ও সহায়তা: জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক আস্থাভাজন কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সংস্থার সাথে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহায়তাকে গুরুত্ব দেয়।

৩. কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

২০১৭ সালে প্রণিত আইনের ধারা ১০ মোতাবেক কাউন্সিলের দায়িত্ব ও কার্যাবলি হবে নিম্নরূপ:

(ক) উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কনফিডেন্স সার্টিফিকেট বা, ক্ষেত্রমত, অ্যাক্রেডিটেশন সার্টিফিকেট প্রদান, স্থগিত বা বাতিলকরণ;

(খ) উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের উচ্চ শিক্ষা কার্যক্রম অ্যাক্রিডিটকরণ;

(গ) কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রত্যেক ডিসিপ্লিনের জন্য পৃথক পৃথক অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি গঠন;

(ঘ) কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত অ্যাক্রেডিটেশন ও কনফিডেন্স সার্টিফিকেট প্রদানের শর্তাবলি নির্ধারণ;

(ঙ) যৌক্তিক কারণে কোনো প্রতিষ্ঠান বা উহার অধীন কোনো ডিগ্রি প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন ও কনিফডেন্স সার্টিফিকেট শুনানীঅন্তে বাতিলকরণ;

(চ) অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে উৎসাহ সৃজনসহ উক্ত কার্যক্রমের উন্নয়ন, বিস্তার, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন এবং অ্যাক্রেডিটেশন সম্পর্কিত তথ্যবহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) আন্তঃরাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সহিত পারস্পারিক আলোচনা ও সহায়তার মাধ্যমে অ্যাক্রেডিটেশনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন এবং

(ঝ) সরকার কর্তৃক নির্দেশিত বা কাউন্সিল কর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত অন্যান্য কার্যসম্পাদন।

৪. কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ণ অর্জনসমূহ (২০২৪-২০২৫)

(ক) উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশনের লক্ষ্যে অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি, একাডেমিক অডিট ও বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণের জন্য ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪৫ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে অর্ন্তভুক্ত করে মোট ১০৬ জন একাডেমিক অডিটর নির্বাচন;

(খ) উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রোগ্রামসমূহের অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কর্মশালার আয়োজন;

(গ) ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে দেশের মোট ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৫টি অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে অভিপ্রায় (Intent to Apply) ব্যক্ত করে আবেদন;

(ঘ) ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশনের লক্ষ্যে ‘অ্যাক্রেডিটেশন বিধিমালা, ২০২২’ অনুসারে ‘Accreditation Committee’ ও ‘Expert Committee’ গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ‘বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণ কার্যক্রম’ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে অদ্যবধি ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি ‘বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণ প্রতিবেদন’ (EQA Report) কাউন্সিলে জমা প্রদান;

(ঙ) রাজস্বখাতভুক্ত সরাসরি নিয়োগযোগ্য ১৩ ক্যাটাগরির ৪৬টি পদের মধ্যে কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩) এর ৩ (তিন)টি পদ শূন্য হওয়ায় অস্থায়ীভাবে উক্ত ৩টি পদে কাউন্সিলের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১ অনুযায়ী নিয়োগ সম্পন্ন;

(চ) একাডেমিক অডিটর তৈরি ও আইকিউএসি’র সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৬ জন শিক্ষককে ১২ দিন ব্যাপী বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ছ) বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের অ্যাক্রেডিটেশন ও কিউএ এন্ড এনকিউএফ বিভাগকর্তৃক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় মোট ২৬৯৬ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান;

(জ) ৫টি গবেষণা প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন;

(ঝ) আর্ন্তজাতিক কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এজেন্সি কর্তৃক আয়োজিত ২টি সেমিনারে অংশগ্রহণ;

(ঞ)আর্ন্তজাতিক কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এজেন্সি সমূহের সাথে যোগাযোগ স্থাপন (৩টি ওয়েবিনার);

(ট) Proceedings of the Workshop on Research Project 2023 প্রকাশ;

(ঠ) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বাস্তবায়নাধীন HEAT প্রজেক্ট ও বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর;

(ড) Asia Pacific Quality Network (APQN) এর বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ;

(ঢ) South Asia Deep Dialogue on Transnational Education শীর্ষক উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ।

৫. কাউন্সিলের উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জসমূহ নিম্নরুপ:

(ক) উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের Institutional Quality Assurance Cell (IQAC)'র অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালকগণের দ্রুত বদলি;

(খ) IQAC'র পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালকগণের নিয়োগের ক্ষেত্রে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স (QA) এবং অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণকে স্ব-স্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রাধান্য দান;

(গ) বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের নিজস্ব ভবন প্রতিষ্ঠা;

(ঘ) BNQF এবং Accreditation বাস্তবায়নে দেশের সকল উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে উদ্বুদ্ধকরণ;

(ঙ) বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় প্রয়োজনীয় অর্থের স্বল্পতা;

(চ) বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষকগণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ;

(জ) কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় গবেষণা প্রকল্প মনিটরিং;

(ঝ) গবেষণা প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বাস্তবায়নের উদ্যোগ।

৬. কাউন্সিলের জনবল

৬.১ বিধিবদ্ধ পদে কর্মরত কাউন্সিলের চেয়ারম্যান, পূর্ণকালীন সদস্যবৃন্দ ও সচিব

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এর ধারা ৬ অনুযায়ী ১ জন চেয়ারম্যান, ৪ জন পূর্ণকালীন সদস্য এবং ১ জন কাউন্সিল সচিব (সংযুক্ত) কর্মরত আছেন।

৬.২ কাউন্সিলের সৃষ্ট পদে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারী

কাউন্সিলের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৫৫টি পদ সৃজন করা হয়। পরবর্তীতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের গত ১৯ জুন ২০২৫ তারিখের ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.১০.০০৬.২০১৯-১৫৫ সংখ্যক স্মারকমূলে বার্তাবাহকের পদটি বিলুপ্ত করে ৫৪ টি পদ সংরক্ষণ করা হয়েছে। উক্ত ৫৪টি পদের বিপরীতে বর্তমানে ৪৪ জন (৯ জন প্রেষণে ও ৩৫ জন সরাসরি নিয়োগকৃত) কর্মকর্তা ও কর্মচারী কর্মরত আছেন। এদের মধ্যে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের বিভিন্ন পদমর্যাদার ০৯ জন কর্মকর্তা যথাক্রমে পরিচালক ও উপপরিচালক হিসাবে প্রেষণে কর্মরত আছেন। এছাড়াও বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারের ০১ জন প্রফেসর (সংযুক্ত) ১২ মে ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কাউন্সিলের সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদসমূহে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে প্রোগ্রামার (গ্রেড-৬) পদে ০১ জন, সহকারী পরিচালক (গ্রেড-৯) পদে ০৮ জন, সহকারী লাইব্রেরিয়ান (গ্রেড-১০) পদে ০১ জন, ভান্ডার কর্মকর্তা (গ্রেড-১০) পদে ০১ জন, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (গ্রেড-১১) পদে ০১ জন,

কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩) পদে ০৬ জন, প্রুফ রিডার (গ্রেড-১৪) পদে ০১ জন, সহকারী হিসাবরক্ষক (গ্রেড-১৪) পদে ০১ জন, অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) পদে ৪ জন, ক্যাটালগার (গ্রেড-১৬) পদে ০১ জন, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (গ্রেড-১৬) ০১ জন, অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০) পদে ০৯ জনসহ সর্বমোট ৩৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। এছাড়া আউটসোর্সিং ভিত্তিতে ১১ জন এবং কাজ নাই মজুরী নাই ভিত্তিতে (দৈনিক ভিত্তিক) ০৬ জন কর্মচারী কর্মরত আছেন।

৬.৩ কাউন্সিলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ কার্যক্রম

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের রাজস্বখাতভুক্ত সরাসরি নিয়োগযোগ্য ১৩ ক্যাটাগরির ৪৬টি পদের মধ্যে কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩) এর ৩ (তিন)টি পদ শূন্য হওয়ায় অস্থায়ীভাবে উক্ত ৩টি পদে কাউন্সিলের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১ অনুযায়ী নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া চাকরি হতে পদত্যাগজনিত কারণে অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) এর ০৮টি শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রার্থীদের নিকট হতে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পদে নিয়োগের জন্য গঠিত বাছাই কমিটি ও পরীক্ষা কমিটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭. কাউন্সিলের কার্যক্রমসমূহ

৭.১ কাউন্সিল সভা

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ০২ (দুই)টি (১৮তম থেকে ১৯তম) কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়।

৭.১.১ ১৮তম কাউন্সিল সভা

০২ জুলাই ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের (বিএসি) সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । ১৮তম কাউন্সিল সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

১) কাউন্সিলের কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩) পদে নিয়োগের জন্য অনুষ্ঠিত ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে একটি সম্মিলিত মেধা তালিকা অনুমোদন;

২) সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ১৭.০৩.১৯৯৭ খ্রি. তারিখের সম(বিধি-১) এস-৮/৯৫(অংশ-২)-৫৬(৫০০) নম্বর স্মারকের পরিপত্র অনুযায়ী সরাসরি সরকারি নিয়োগে বিদ্যমান কোটা পদ্ধতি এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ০৫.০৬.২০১৭ খ্রি. তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৭০.২২.০১৬.১৫-১৫২ নম্বর স্মারকের পরিপত্রের পরিশিষ্ট-ক এর আলোকে জেলার সর্বশেষ জনসংখ্যার শতকরা হারের ভিত্তিতে কাউন্সিলের কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩) এর ৩ (তিন) টি শূন্য পদে জেলা-ওয়ারী কোটায় নিয়োগের জন্য ১৬ (ষোল) জন প্রার্থীর প্যানেল অনুমোদন;

৩) কাউন্সিলের কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩) পদে নিয়োগের নিমিত্ত অনুমোদিত প্যানেলের মেয়াদ হবে কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী জারির তারিখ থেকে পরবর্তী ০১ (এক) বছর;

৪) Fine Arts, Textile Engineering, Mathematical Science এবং Mechanical Engineering Discipline বিষয়ে বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুমোদন ;

৫) Food and Nutrition, Architecture, Genetic Engineering Biotechnology, Glass & Ceramic, Agricultural Engineering এবং Animal Husbandry ০৬ (ছয়)টি ডিসিপ্লিনের বিশেষজ্ঞ কমিটি অনুমোদন;

৬) অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণের জন্য অধ্যাপক পদমর্যাদার ৪৬ জন অধ্যাপককে Academic Auditor হিসেবে নির্বাচন;

৭) বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের এনডাউমেন্ট ফান্ড পরিচালনা কমিটির বহি:সদস্য ও বিশেষজ্ঞগণকে কমিটির সভায় অংশগ্রহণের জন্য ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা হারে সম্মানী নির্ধারনের প্রস্তাব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের মাধ্যমে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

৮) বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এবং রাশিয়ার National Centre for Public Accreditation (NCPA) এর মধ্যে স্বাক্ষরিত Memorandum of Cooperation (MoC) ঘটনাত্তোর অনুমোদন;

৯) বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এবং Accreditation Council for Education (ACE), Indonesia-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত Memorandum of Understanding (MoU) ঘটনাত্তোর অনুমোদন;

১০) বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এবং কাজাখিস্তানের Independent Agency for Accreditation and Rating (IAAR) মধ্যে Memorandum of Understanding (MoU) সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়টি অনুমোদন;

১১) সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন সাপেক্ষে কাউন্সিলের পঞ্চম বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২৩-২৪ এর খসড়া অনুমোদন।

চিত্র: ০২ জুলাই ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৮ তম কাউন্সিল সভা

৭.১.২ ১৯তম কাউন্সিল সভা

১৬ জুলাই ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের (বিএসি) সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯তম কাউন্সিল সভায় গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ:

১) ৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের (AIUB, Premier University, DIU) ৮টি অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্তির জন্য আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কাউন্সিলের ০৮ টি অ্যাক্রেডিটেশন কমিটি ও ০৮ টি বিষয় বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন;

২) কাউন্সিল কর্তৃক প্রদেয় কনফিডেন্স সার্টিফিকেট ও অ্যাক্রেডিটেশন সার্টিফিকেটের খসড়া সংশোধন ও পরিমার্জন সাপেক্ষ অনুমোদন;

৩) কাউন্সিলে সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদসমূহে যোগদানকৃত কর্মচারীদের অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে অনুমোদনের নিমিত্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগে প্রেরণের জন্য প্রস্তুতকৃত “বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্মচারী (অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি) প্রবিধানমালা, ২০২৪” এর খসড়া অনুমোদন।

চিত্র: ১৬ জুলাই ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৯তম কাউন্সিল সভা

৮ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

শিক্ষা মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয় (সরকার) এবং বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের মধ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে (যেমন: উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন; অ্যাক্রেডিটেশন মানদণ্ড প্রতিপালনে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা অর্জন; উচ্চ শিক্ষায় কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে গবেষণা, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এজেন্সিসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপন; কাউন্সিলের প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ; এবং সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ) সে অনুসারে কাজ সম্পন্ন করেছে এবং অধিকতর উন্নতির জন্য বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

৮.১ অ্যাক্রেডিটেশন বিভাগ

প্রশিক্ষণ ও সেমিনার/কনফারেন্স

অংশীজনদের মধ্যে অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমের উৎসাহ তৈরি ও উদ্দীপনা সৃজনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজনকে অন্যতম দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ করেছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কাউন্সিলের অ্যাক্রেডিটেশন বিভাগ মোট ১০টি বিষয়ে ২৩টি প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করে। এতে মোট ২০৯১ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছেন। বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ-কর্মশালা কার্যক্রমসমূহ এবং এসব প্রশিক্ষণ-কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা সারণি ১ এ উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১: অ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ/কর্মশালা

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ/কর্মশালা'র শিরোনাম	প্রশিক্ষণ/কর্মশালা'র সংখ্যা	ব্যাপ্তি (দিন)	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)
1.	Workshop on Preparation for Accreditation: Documentation and Evidence (Intent to Apply)	১০	১	১৫৮৩

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণ/কর্মশালা'র শিরোনাম	প্রশিক্ষণ/কর্মশালা'র সংখ্যা	ব্যাপ্তি (দিন)	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)
2.	Training on Compliance Assessment for Academic Auditors	১	১	২২
3.	Training on External Quality Assessment (EQA) for Academic Auditors	১	১	২২
4.	Consultation Workshop on Accreditation in Higher Education (with Employers)	২	১	৪৩জন (৩৬টি প্রতিষ্ঠান)
5.	Motivational Workshop on Accreditation in Higher Education	৩	১	২৭০
6.	Workshop on Quality Assurance and Accreditation in Higher Education (for BAC)	২	১	৩৭
7.	Workshop on Accreditation Process (for BAC)	১	১	২১
8.	Workshop on Quality Assurance and Accreditation in Higher Education (IQACs)	১	১	৩২
9.	Workshop on BAC Accreditation Standards and Criteria (IQACs)	১	১	৩০
10.	Workshop on Accreditation in Higher Education (IQACs)	১	১	৩১
	মোট =	২৩	১০	২০৯১

৮.১.১ অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কর্মশালা

যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্তির অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছে (Intent to Apply) সে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে পর্যায়ক্রমিকভাবে Workshop on Preparation for Accreditation: Documentation and Evidence শিরোনামে অ্যাক্রেডিটেশন আবেদনের প্রস্তুতিমূলক কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মোট ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মশালার আয়োজন করা হয় (সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ; ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সস; গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়; বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়; বাংলাদেশ আর্মি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি; আহছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; পুণ্ড্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়)। উক্ত কর্মশালাসমূহে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ট্রেজারার, বিভাগীয় প্রধান, রেজিস্ট্রারসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

Workshop on
Preparation for Accreditation: Documentation and Evidence
Prof. Dr. Mesbahuddin Ahmed,
Prof. Dr. Hosne-Ara Begum,
Prof. Dr. Chitta Ranjan Misra,
Prof. Dr. S.M. Kabir,
Organized by:
Bangladesh Accreditation Council (BAC)
In Collaboration with- Institutional Quality Assurance Cell (IQAC)
Pundra University of Science & Technology

চিত্র: অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কর্মশালা, পুণ্ড্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৫ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

Workshop on
Preparation for Accreditation: Documentation and Evidence
Conference Room, BAIUST
Date: 19 February 2025, Time: 9:30 AM
Bangladesh Accreditation Council (BAC) in collaboration with IQAC, BAIUST

চিত্র: অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কর্মশালা, বাংলাদেশ আর্মি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

Preparation for Accreditation: Documentation and Evidence

চিত্র: অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কর্মশালা, গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (১৪ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

Workshop
On
Preparation for Accreditation: Documentation and Evidence
Chief Guest : Professor Dr. Mesbahuddin Ahmed
Special Guest : Professor Dr. Md. Abu Hashan Bhuiyan
Chairperson : Professor Dr. S. M. Kabir
UITS

চিত্র: অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কর্মশালা, ইউনিভার্সিটি অব ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সায়েন্সস (১৫ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

Workshop on
Preparation for Accreditation: Documentation and Evidence
Chief Guest: Prof. Dr. GKM Mustafizur Rahman, Vice-Chancellor, BSMRAU
Chairperson: Prof. Dr. SM Kabir, Member, Bangladesh Accreditation Council
Date: 09 February 2025, Time: 9.00 am
Venue: Old Auditorium, BSMRAU
Organized By
Bangladesh Accreditation Council (BAC)

চিত্র: অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কর্মশালা, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

Ahsanullah University of Science and Technology
Ahsanullah University of Science and Technology
Ahsanullah University of Science and Technology

চিত্র: অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কর্মশালা, আহছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১৮ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

Bangladesh Accreditation Council
Workshop on Preparation for Accreditation: Documentation and Evidence
Fitness of the Process for the purpose
Governance
Resources & Management
Curriculum
Teaching Learning
Assessment
Adequacy & Appropriateness
BRINGING OUT THE BEST

চিত্র: অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কর্মশালা, সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৬ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

Workshop on
Preparation for Accreditation: Documentation and Evidence
Organized by: Institutional Quality Assurance Cell, SUST

চিত্র: অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কর্মশালা, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (১৫ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

চিত্র: অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য প্রস্তুতিমূলক কর্মশালা, ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি (৮ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.১.২ অ্যাকাডেমিক অডিটরগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিকরণে প্রশিক্ষণ

অ্যাক্রেডিটেশন কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন এবং অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/ অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণের জন্য বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এ পর্যন্ত ১০৬ জন যোগ্যতা সম্পন্ন অ্যাকাডেমিক অডিটর নির্বাচন করেছে (পরিশিষ্ট-ক)। অ্যাকাডেমিক অডিটর হিসেবে দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত করার লক্ষ্যে কাউন্সিল ২ দিন ব্যাপী (৬-৭ নভেম্বর ২০২৪ খ্রি.) ২টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে (Training on Compliance Assessment for Academic Auditors and Training on External Quality Assessment (EQA) for Academic Auditors. সর্বমোট 88 জন অ্যাকাডেমিক অডিটর প্রশিক্ষণসমূহে অংশগ্রহণ করেছেন।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
একাডেমিক অডিটরদের কমপ্লায়েন্স অ্যাসেসমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ

চিত্র: অ্যাকাডেমিক অডিটরগণের কমপ্লায়েন্স অ্যাসেসমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণের একাংশের স্থিরচিত্র (৬-৭ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.১.৩ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিনিময় কর্মশালা

প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বিশ্ব ব্যবস্থায় বাংলাদেশের গ্র্যাজুয়েটদের সুসংহত ও মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি) বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি. তারিখে কাউন্সিলের সম্মেলন কক্ষে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সাথে 'Consultation Workshop on Accreditation in Higher Education' বিষয়ক ১টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় দেশের বিভিন্ন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের Chairman, CEO, Director (Admin), Head of HR, General Manager, Chief Human Resources Officer, Senior Assistant Vice President & Deputy Head, Senior Executive Officer এবং HR Manager গণ অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. এস, এম, কবীর। কর্মশালায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য জনাব ইসতিয়াক আহমদ, প্রফেসর ড. মো: গোলাম শাহি আলম এবং প্রফেসর ড. গুলশান আরা লতিফা। বাংলাদেশ উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নে অ্যাকাডেমি-ইন্ডাস্ট্রি কোলাবোরেশন সুসংহত করা প্রয়োজন মর্মে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষগণ অভিমত প্রকাশ করেন।

চিত্র: নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সাথে 'Consultation Workshop on Accreditation in Higher Education' (২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সম্মেলন কক্ষে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সাথে অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম অবহিতকরণ বিষয়ক আরও একটি মতবিনিময় কর্মশালা Consultation Workshop on Accreditation in Higher Education ৩০ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দেশের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের Chairman, CEO, Director (Admin), Head of HR, General Manager, Chief Human Resources Officer, Senior Assistant Vice President & Deputy Head, Senior Executive Officer, HR Manager. উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। কর্মশালায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. মো: গোলাম শাহি আলম, পূর্ণকালীন সদস্য জনাব ইসতিয়াক আহমদ ও প্রফেসর ড. গুলশান আরা লতিফা। কর্মশালায় "Accreditation in Higher Education" বিষয়ক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. এস, এম, কবীর। কর্মশালায় পরিচালনা পর্ব পরিচালনা করেন কাউন্সিলের সচিব প্রফেসর এ.কে.এম. মুনিরুল ইসলাম। কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের সংযুক্ত কর্মকর্তা প্রফেসর পারভেজ আক্তার, কাউন্সিলের পরিচালক প্রফেসর নাসির উদ্দীন আহাম্মেদ, পরিচালক প্রফেসর গৌতম চন্দ্র রায়, পরিচালক মোহাম্মদ তাজিব উদ্দিন ও উপপরিচালক ড. রীতা পারভীন।

কর্মশালায় র‍্যাপোটিয়ারের দায়িত্ব পালন করেন উপপরিচালক জনাব মোহাম্মদ আবদুল আলীম ও উপপরিচালক জনাব ফারজানা শারমিন। কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন অ্যাক্রেডিটেশন বিভাগের সহকারী পরিচালক জনাব নাছিমা আক্তার। কর্মশালাটির সার্বিক কাজে সহযোগিতা করেন সহকারী পরিচালক জনাব সাবরিনা তাজনুর। কর্মশালায় আগত অতিথিগণ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিতকরণের জন্য কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নে অ্যাকাডেমি-ইন্ডাস্ট্রি কোলাবোরেশন সুসংহত করা প্রয়োজন মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন।

চিত্রঃ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সাথে Consultation Workshop on Accreditation in Higher Education
(৩০ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.১.৪ ‘উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ’ কর্মশালা

বাংলাদেশে প্রমিতমানের শিক্ষা কাঠামো বাস্তবায়ন এবং উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান পরিচালিত অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের কার্যক্রম তুলনামূলক নতুন হওয়ায় বিএনকিউএফ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ন্যূনতম মান অর্জন এবং অর্জিত মানের স্বীকৃতির জন্য অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম সম্পর্কে অংশীজনদের প্রণোদিত ও উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের অন্যতম দায়িত্ব। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক খুলনা অঞ্চলের বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসার অংশগ্রহণে Motivational Workshop on Accreditation in Higher Education বিষয়ক ১টি উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য, আইকিউএসি'র পরিচালক, ডিন, সকল ইনস্টিটিউটের পরিচালক, PSAC সদস্যবৃন্দ ও বিভাগীয় প্রধানগণসহ ১৩টি সরকারি কলেজ ও মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষগণসহ মোট ২০৩ জন অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালায় শিক্ষক ও অ্যাকাডেমিক লিডারদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা সৃজনসহ অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রমের উন্নয়ন, বিস্তার ও গতিপ্রকৃতি আলোচিত হয়। এছাড়াও প্রতিবেদনাধীন সময়ে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ ও শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, আগারগাঁও, ঢাকাতে Motivational Workshop on Accreditation in Higher Education (উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা) বিষয়ক ২টি উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা

চিত্র: খুলনা অঞ্চলে 'উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ' কর্মশালা, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা (২০ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

Accreditation in Higher Education
Bangladesh Accreditation Council (BAC)

চিত্র: 'উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ' কর্মশালা, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ (২১ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.১.৫ Institutional Quality Assurance Cell (IQAC)-এর শিক্ষকগণের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিকরণের জন্য প্রশিক্ষণ

অ্যাক্রেডিটেশন বাস্তবায়নের জন্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সক্ষম মানদণ্ড থাকা জরুরি। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত সকল প্রোগ্রামের কারিকুলামের উন্নয়ন, শিক্ষণ-শিখন নির্ধারণ ও যথাযথ মূল্যায়ন পদ্ধতির পরিগ্রহণ, সেলফ অ্যাসেসমেন্ট, অব্যাহত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদিতে নেতৃত্বদানে Institutional Quality Assurance Cell (IQAC)-কে সক্ষম হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৩ জন শিক্ষকদের জন্য ৩টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এর ফলে প্রশিক্ষণার্থীগণ তাত্ত্বিক আলোচনার পাশাপাশি কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন, অ্যাক্রেডিটেশনের মানদণ্ড ও নির্ণায়ক (Standards and Criteria) এবং উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা অর্জন করেছে।

৮.১.৬ বিএসি কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ/কর্মশালা

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ অনুসারে আন্তঃরাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে পারস্পরিক আলোচনা ও সহায়তার মাধ্যমে অ্যাক্রেডিটেশনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করতে হলে কাউন্সিলের কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা অর্জন একান্ত প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে প্রতিবেদনাধীন বছরে কাউন্সিলের কর্মকর্তাদের জন্য (গ্রেড ১১ থেকে গ্রেড ৪) কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক ৩টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এর ফলে প্রশিক্ষণার্থীগণ কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন, অ্যাক্রেডিটেশনের মানদণ্ড ও নির্ণায়ক (Standards and Criteria) এবং অ্যাক্রেডিটেশন প্রসেস বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা অর্জন করেন। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। কর্মশালায় আরো উপস্থিত ছিলেন পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. এস,এম, কবীর।

চিত্র: 'কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন' বিষয়ক কর্মশালা (২৭ আগস্ট ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.১.৭ অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম

৮.১.৭.১ অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্তির অভিপ্রায় (Intent to Apply)

অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম অ্যাক্রেডিটেশনের লক্ষ্যে প্রতিবেদনাধীন বছরে ১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ১৩৫টি অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য অভিপ্রায় ব্যক্ত করে (পরিশিষ্ট-খ)।

৮.১.৭.২ অ্যাক্রেডিটেশনের লক্ষ্যে আবেদন দাখিল

অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম অ্যাক্রেডিটেশনের লক্ষ্যে প্রতিবেদনাধীন বছরে ২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৩টি অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য আবেদন দাখিল করে (পরিশিষ্ট-গ)।

৮.১.৭.৩ বহিঃস্থ গুণগত মান নিরূপণ (External Quality Assessment) সংক্রান্ত কার্যক্রম

দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামসমূহ অ্যাক্রেডিটেশন প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল 'অ্যাক্রেডিটেশন বিধিমালা, ২০২২' প্রণয়ন করেছে। এই বিধিমালা অনুসারে অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য 'Accreditation Committee' ও 'Expert Committee' গঠন করা হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ১১টি অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রাম অ্যাক্রেডিটেশনের লক্ষ্যে কমিটির সম্মানিত শিক্ষকগণ 'বহিঃস্থ গুণগত মান নিরূপণ কার্যক্রম' সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেছেন। 'Accreditation Committee' উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন করেন ও ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৮টি অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের 'বহিঃস্থ গুণগত মান নিরূপণ প্রতিবেদন' বা 'External Quality Assessment (EQA) Report' চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিকট দাখিল করেন। উক্ত প্রতিবেদনসমূহের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান

মহোদয় সিলগালা অবস্থায় পরবর্তী কাউন্সিল সভায় অনুমোদনের লক্ষ্যে উপস্থাপন করবেন। কাউন্সিল সভা কর্তৃক অনুমোদিত হলে ৪টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ৮টি অ্যাকাডেমিক প্রোগ্রামের অ্যাক্রেডিটেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে।

সারণি ২: বহিঃস্থ গুণগতমান নিরূপণ কার্যক্রম (External Quality Assessment)

ক্রমিক নং	উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	একাডেমিক প্রোগ্রাম ও আবেদনের তারিখ	প্রথম সভা	সাইট ভিজিট	দ্বিতীয় সভা	EQA প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ
১.	American International University-Bangladesh (AIUB)	BSc in Electrical and Electronic Engineering (EEE) ০৭ জুন, ২০২৩	০৯ জানুয়ারি, ২০২৫	২১, ২২ ও ২৩ জানুয়ারি, ২০২৫	৩০ জানুয়ারি	২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫
২.	Daffodil International University (DIU)	B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering (EEE) ২৯ ডিসেম্বর, ২০২২	০২ জানুয়ারি, ২০২৫	২৩, ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫	১২ মার্চ	
৩.	Premier University, Chittagong	Bachelor of Laws, LL.B (Honors) ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	০৫ মার্চ, ২০২৫	২২, ২৩ ও ২৪ এপ্রিল, ২০২৫	০৭ মে	২০ মার্চ, ২০২৫
৪.	Premier University, Chittagong	B.SS (Hons.) in Economics ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	১৩ মার্চ, ২০২৫	২৭, ২৮ ও ২৯ এপ্রিল, ২০২৫	১৯ জুন	১৯ মে, ২০২৫
৫.	Bangladesh University of Business and Technology (BUBT), Dhaka	B. Sc. in Electrical and Electronic Engineering (EEE) ১০ জানুয়ারি, ২০২৩	১০ এপ্রিল, ২০২৫	২০, ২১ ও ২২ এপ্রিল, ২০২৫	০৭ মে	১৯ জুন, ২০২৫
৬.	Premier University, Chittagong	B.A (Hons.) in English ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	১৩ এপ্রিল, ২০২৫	০৩, ০৪ ও ০৫ মে, ২০২৫	১৫ মে	০৭ মে, ২০২৫
৭.	Premier University, Chittagong	B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering (EEE) ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩	১৭ এপ্রিল, ২০২৫		০১ জুন	৩০ জুন, ২০২৫
৮.	Premier University, Chittagong	B.Sc. in Computer Science and Engineering (CSE) ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩		১২, ১৩ ও ১৪ মে, ২০২৫	২২ মে	১৭ জুন, ২০২৫

৮.২ কিউএ অ্যান্ড এনকিউএফ (QA & NQF) বিভাগ

বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (BNQF) একটি কাঠামোবদ্ধ ব্যবস্থা প্রদান করে, যার মাধ্যমে শিক্ষার ফলাফল, দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন ডিগ্রি ও সার্টিফিকেট শ্রেণিবদ্ধ ও সমন্বিত করা হয়। এটি আজীবন শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীদের গতিশীলতা বৃদ্ধি করে একাডেমিক, কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষাকে একটি একীভূত জাতীয় কাঠামোর মধ্যে সংযুক্ত করে।

সারণি ৩: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আয়োজিত বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ-কর্মশালাসমূহে অংশগ্রহণকারীর তথ্য

ক্রমিক	প্রশিক্ষণ/কর্মশালা'র শিরোনাম	সংখ্যা	ব্যাপ্তি (দিন)	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (জন)
১.	উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আইকিউএসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	০২	১২	৪৬
২.	বিএনকিউএফ প্রতিপালন বিষয়ে কর্মশালা	০৪	০১	১০৪
৩.	বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে বিএনকিউএফ বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে মতবিনিময় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি এবং শিক্ষাবিদগণের সাথে মতবিনিময় সভা	০৩	০১	৫৬
৪.	Workshop on General Education: Concepts, Significance and Selection of Courses	০২	০১	৫৯
৫.	OBE কারিকুলাম Review কর্মশালা	০২	০১	৪২
৬.	শিক্ষণ-শিখন ও মূল্যায়ন শীর্ষক কর্মশালা	০২	০১	৪৫
৭.	Credit Accumulation and Transfer Guidelines প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালা	০২	০১	৪৮
৮.	BNQF বাস্তবায়ন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা	০২	০১	২০৫
			মোট অংশগ্রহণকারী	**৬০৫**

৮.২.১ আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি এবং শিক্ষাবিদগণের সাথে মতবিনিময়

অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এর ১০(চ) ধারা অনুসারে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কার্যক্রম (উন্নয়ন, বিস্তার, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজন এবং অ্যাক্রেডিটেশন সম্পর্কিত তথ্য) সকলের মধ্যে প্রচার ও প্রসারের অংশ হিসেবে ১৫ জুলাই ২০২৪ খ্রি. তারিখে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি এবং দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণ অংশগ্রহণ করেন, যা উচ্চশিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়। সভায় UNESCO, ILO, World Bank এবং British Council-এর প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন কাউন্সিলের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ এবং কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. এস. এম. কবীর কাউন্সিলের গৃহীত কার্যক্রম উপস্থাপন করেন।

সভায় অংশগ্রহণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে ছিলেন: Raju Das (UNESCO), HUHUA FAN (UNESCO), M. Asahabur Rahman (World Bank), Md Towhidur Rahman (ILO), Zakia Sharmin, Daud Knox, Towfiq Hasan, I Mohammad Delower Hossain (British Council), এবং কাউন্সিলের সদস্য প্রফেসর ড. মো. গোলাম শাহি আলম।

আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার আন্তর্জাতিকীকরণ, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (BAC) ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা, গুণগত শিক্ষা নিশ্চয়নে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG)-এর গুরুত্ব এবং একবিংশ শতকের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ ও অভিজ্ঞ মানবসম্পদ তৈরিতে উচ্চশিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি। অংশগ্রহণকারীগণ তাঁদের অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার আলোকে মতামত ও গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ প্রদান করেন, যা ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষা খাতে গুণগত উন্নয়ন সাধনে দিকনির্দেশক হিসেবে কাজ করবে।

চিত্র: আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধি এবং শিক্ষাবিদগণের সাথে মতবিনিময় (১৫ জুলাই ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.২.২ উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আয়োজিত “বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (BNQF)” বিষয়ক কর্মশালায় আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন কাউন্সিলের সাবেক পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী। তিনি তাঁর বক্তব্যে BNQF বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন আসবে, তা বিশ্লেষণ করেন এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন। তিনি উল্লেখ করেন, BNQF বাস্তবায়নের ফলে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষার মানোন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ সম্ভব হবে, যা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও মনোভাব গঠনে সহায়ক হবে। পাশাপাশি, শিক্ষার সাথে কর্মসংস্থানের সংযোগ সৃষ্টি হবে, ফলে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনে প্রাসঙ্গিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। তিনি আরও বলেন, শিক্ষাগত ডিগ্রির আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সার্বজনীনতা বৃদ্ধি পাবে, যা শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রাখবে। তিনি BNQF বাস্তবায়নের জন্য প্রবিধান ও নীতিমালার মাধ্যমে নিরবিচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন, যা শিক্ষা ব্যবস্থাকে কাঠামোবদ্ধ ও জবাবদিহিমূলক করবে। সর্বশেষে, তিনি বলেন যে BNQF গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার গুণগত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ উন্নয়ন নিশ্চিত করবে এবং এটি শিক্ষার সামগ্রিক মান বৃদ্ধিতে একটি কার্যকর কৌশল হিসেবে কাজ করবে।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিপালন বিষয়ক
কর্মশালা

চিত্র: উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক বিষয়ক কর্মশালা (২০ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.২.৩ Outcome Based Education (OBE) Curriculum পর্যালোচনা বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি) কর্তৃক আয়োজিত "Outcome Based Education (OBE) Curriculum পর্যালোচনা" বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালাটি ২১ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি. তারিখে কাউন্সিল কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালাটি কাউন্সিলের পরিচালক (কিউএ অ্যান্ড এনকিউএফ) জনাব মোহাম্মদ তাজিব উদ্দিন এর সঞ্চালনায় শুরু হয়। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক ও আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের সম্মানিত পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. এস. এম. কবীর। তিনি অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানানোর পাশাপাশি সাধারণ শিক্ষা বিষয়সমূহকে আজীবন শিক্ষার অংশ হিসেবে চিহ্নিত করেন এবং BNQF-এর (লেভেল ৭-১০) কাঠামো ও SDGs-এর গুণগত শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের প্রেক্ষাপটে এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক প্রফেসর ড. এস, এম, কবীর OBE Curriculum-এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন, একটি হচ্ছে হার্ড স্কিল যা বিষয়ভিত্তিক বা মূল কোর্স সংক্রান্ত, অন্যটি সফট স্কিল যা আজীবন শিক্ষার জন্য অপরিহার্য। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, একজন শিক্ষার্থী তার পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে শুধু বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান অর্জন করে না বরং তার আচরণগত দক্ষতা, যোগাযোগ দক্ষতা, পারস্পারিক সম্পর্ক উন্নয়ন, তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান, সমালোচনামূলক চিন্তা ও জীবন রক্ষাকারী দক্ষতার বিকাশ ঘটে। এই দক্ষতাগুলো শিক্ষার্থীদের কর্মজীবনে টিকে থাকার পাশাপাশি সমাজে ইতিবাচক অবদান রাখতে সহায়তা করে।

উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি তিনটি মূল দিকের ওপর গুরুত্বারোপ করেন: সাধারণ শিক্ষাকে আজীবন শিক্ষার অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা, হার্ড স্কিল ও সফট স্কিলের সমন্বয় সাধন, এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে যোগাযোগ দক্ষতা, আইসিটি জ্ঞান ও সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার সক্ষমতা তৈরি করা। কর্মশালাটি অংশগ্রহণকারীদের Outcome Based Education-এর গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সচেতন করে এবং উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় কার্যকরভাবে OBE বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

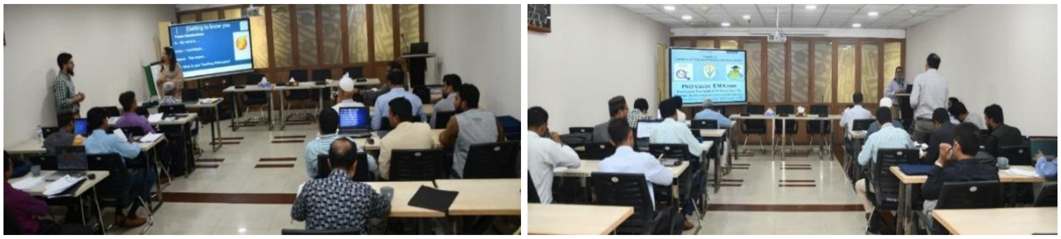

চিত্র: Outcome Based Curriculum (OBE) বিষয়ক কর্মশলা (২১ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.২.৪ Teaching Learning and Assessment (TLA) বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের আয়োজনে “Teaching, Learning and Assessment (TLA)” বিষয়ক একটি দিনব্যাপী কর্মশালা ২২ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি. তারিখে কাউন্সিল কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রফেসর ড. ফারহীন হাসান। এতে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স সেল (IQAC)-এর পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় Outcome Based Education (OBE) পদ্ধতির আলোকে শিক্ষাদান, শিখন প্রক্রিয়া এবং মূল্যায়ন কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদান, ফলভিত্তিক শিক্ষা অর্জনে শিক্ষকের ভূমিকা, ফরমেটিভ ও সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট, এবং গঠনমূলক ফিডব্যাক প্রদানের কৌশলগুলো অংশগ্রহণকারীদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা TLA-এর প্রাসঙ্গিকতা ও প্রয়োজ্যতা বিষয়ে মতামত প্রদান করেন এবং নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই জ্ঞান বাস্তবায়নের আগ্রহ প্রকাশ করেন। কর্মশালাটি অংশগ্রহণকারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি উচ্চশিক্ষায় গুণগত মান নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

চিত্র: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত Teaching Learning and Assessment (TLA) বিষয়ক কর্মশালা (২২ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.২.৫ Concepts, Issue and Significance of General Education বিষয়ক কর্মশালা

২৩ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সম্মেলন কক্ষে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসি (IQAC)-এর ৩০ জন পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালকের অংশগ্রহণে “Concepts, Issue and Significance of General Education” বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান বক্তা (কী-নোট স্পিকার) হিসেবে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান। কর্মশালায় প্রফেসর ড. শাহরিয়ার রহমান কর্মশালার শুরুতে অংশগ্রহণকারীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান এবং তার প্রবন্ধে Outcome-based Education (OBE) Curriculum প্রণয়ন এবং General Education (GED) বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্তির গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি GED কোর্সগুলোকে এমনভাবে নির্বাচন করার পরামর্শ দেন, যা শিক্ষার্থীদের সাধারণ জ্ঞান, সাক্ষরতা ও দক্ষতার উন্নয়নে সহায়ক হবে এবং তাদের মধ্যে আজীবন শিক্ষার মানসিকতা তৈরি করবে। এ ধরনের কোর্স শিক্ষার্থীদের একটি শক্তিশালী একাডেমিক ভিত্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করবে, যা উন্নত পাঠ্যক্রম অনুধাবনে সহায়ক হবে। আলোচনায় তিনি GED বিষয়সমূহকে OBE কাঠামোর একটি

অপরিহার্য অংশ হিসেবে বিবেচনার উপরও গুরুত্বারোপ করেন। সমগ্র আলোচনায় GED কোর্স অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তা, OBE ভিত্তিক কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং একটি দৃঢ় একাডেমিক ভিত্তি তৈরির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা বিষয়ে দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা উঠে আসে, যা উচ্চশিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধিতে কার্যকর অবদান রাখবে।

চিত্র: Concepts, Issue and Significance of General Education বিষয়ক কর্মশালা (২৩ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.২.৬ উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিপালন শীর্ষক কর্মশালা

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে আয়োজিত কর্মশালাটি সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ-এর শুভেচ্ছা বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শুরু হয়। কর্মশালায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের সম্মানিত পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. এস, এম, কবীর। কর্মশালায় উপস্থিত বিশেষজ্ঞ ও অংশগ্রহণকারীগণ বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ) বাস্তবায়নের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। আলোচনায় উঠে আসে যে, বিএনকিউএফ বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগত উন্নয়ন সাধিত হবে, যার মাধ্যমে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণ সম্ভব হবে। একইসঙ্গে শিক্ষার সাথে দক্ষতা ও জ্ঞানের সমন্বয় ঘটিয়ে তা কর্মসংস্থানের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা যাবে। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা আরও মত প্রকাশ করেন যে, বিএনকিউএফ উচ্চ শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনে সহায়তা করবে এবং গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডে পৌঁছানোর পথ প্রশস্ত করবে।

এছাড়াও, শিক্ষার মানোন্নয়ন ও প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে মত প্রকাশ করা হয়। এর মাধ্যমে একটি সুসংহত নীতি ও প্রবিধান কাঠামো গড়ে উঠবে, যা নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা খাতে স্থায়িত্ব ও গুণগত পরিবর্তন আনবে। কর্মশালাটি উচ্চশিক্ষার কাঠামোগত উন্নয়ন এবং মান নিশ্চয়নে একটি ফলপ্রসূ ও সময়োপযোগী উদ্যোগ হিসেবে প্রতীয়মান হয়।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
BNQF প্রতিপালন বিষয়ক
কর্মশালা

চিত্র: উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিপালন শীর্ষক কর্মশালা (৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.২.৭ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক মতবিনিময় সভা

ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন কাউন্সিলের আইনগত দায়িত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্যগণ নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন এবং অ্যাক্রেডিটেশন অর্জনের জন্য মূল ভূমিকা পালন করেন। তাই উল্লিখিত বিষয়ে মতবিনিময়ের মাধ্যমে উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্যগণের উদ্বুদ্ধকরণ জরুরি। এ লক্ষ্যে ২৭ এবং ২৮ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যগণের অংশগ্রহণে দু'টি মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। ২৭ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ এবং ২৮ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখের মতবিনিময় সভায় যথাক্রমে ২০ জন এবং ১৮ জন উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য অংশগ্রহণ করেন।

সভায় অংশগ্রহণকারীরা উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (BNQF) বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত তুলে ধরেন। তাঁরা উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (BAC)-এর ভূমিকা, প্রণীত নীতিমালা, প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক এবং গবেষণার গুরুত্বের ওপর বিশেষভাবে আলোকপাত করেন। অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেন, একটি গ্রহণযোগ্য শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত বজায় রাখা গুণগতমানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে সহায়ক। অংশগ্রহণকারীগণ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে শ্রেণিকক্ষ, গবেষণাগার, তথ্যপ্রযুক্তি সুবিধাসম্পন্ন পাঠাগারসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলাকে শিক্ষাদান ও পরামর্শদানের কার্যকারিতা বৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সভায় গবেষণাকে জ্ঞান সৃজন ও উদ্ভাবনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু গবেষণা কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল, সময় এবং সহায়ক নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়। এছাড়াও, উচ্চ শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে শিক্ষক, গবেষক ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথাযথ অর্থনৈতিক প্রণোদনা প্রদান জরুরি বলে মত প্রকাশ করা হয়। BNQF-এর যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কাঙ্ক্ষিত মানোন্নয়ন সম্ভব এবং BAC-এর পক্ষ থেকে IQAC-এর পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার-কর্মশালা আয়োজন, গবেষণা ও অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে আরও সক্রিয় ভূমিকা প্রত্যাশা করা হয়। গুণগতমান নিশ্চিতকরণ এবং তথ্য আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় ও BAC-এর মধ্যে সার্বক্ষণিক ও কার্যকর যোগাযোগ বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। মতবিনিময় সভাগুলোতে উপাচার্য ও উপ-উপাচার্যগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (BAC) উত্থাপিত মতামতগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর, গতিশীল ও মানসম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে।

চিত্র: ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক মতবিনিময় সভা (২৭ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

চিত্র: ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক মতবিনিময় সভা (২৮ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.২.৮ বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিপালন শীর্ষক কর্মশালা

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি) ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি. তারিখে “বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিপালন” শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করে। উক্ত কর্মশালায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের IQAC পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালকগণ অংশগ্রহণ করেন। কাউন্সিলের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ কর্মশালার উদ্বোধন করেন এবং স্বাগত বক্তব্যে বিএসির কার্যক্রম এবং অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ায় বিএনকিউএফের গুরুত্ব তুলে ধরেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রফেসর ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী। তিনি বিএনকিউএফ’র (BNQF) প্রয়োজনীয়তা, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া এবং শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নে এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বিএনকিউএফ’র (BNQF) মানদণ্ড আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং দেশের চাহিদা বিবেচনায় তৈরি করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতামত উপস্থাপন করেন। তাঁরা এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা এক প্রোগ্রাম থেকে আরেক প্রোগ্রামে শিক্ষার্থীদের অর্জিত ক্রেডিট সহজে স্থানান্তরের জন্য আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সমন্বিত ও গ্রহণযোগ্য ক্রেডিট ট্রান্সফার পলিসি প্রণয়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া, সকল বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্টসংখ্যক General Education (GED) কোর্স নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয় যাতে বিশ্লেষণ ক্ষমতা, যৌক্তিক চিন্তাভাবনা, নৈতিকতা, নাগরিকত্ব ও আন্তঃবিষয়ক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এটি শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়নের পাশাপাশি একটি মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গঠনে সহায়ক হবে। কর্মশালায় আরও প্রস্তাব করা হয় যে, কলেজ ও মাদ্রাসা পর্যায়ের শিক্ষাকেও অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ার আওতায় আনতে হবে, যাতে দেশের সকল স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানের সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত হয় এবং ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (BNQF) আরও সমন্বিতভাবে বাস্তবায়িত হয়। এই সুপারিশমূলক মতামতের মাধ্যমে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীরা শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে একটি বাস্তবভিত্তিক এবং কার্যকর রূপরেখা তুলে ধরেন। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এই মতামতসমূহ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার আশ্বাস প্রদান করে।

চিত্র: বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিপালন শীর্ষক কর্মশালা (২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.২.৯ Outcome Based Education (OBE) Curriculum পর্যালোচনা বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি) ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি. তারিখে Outcome-Based Education (OBE) বিষয়ক একটি কর্মশালার আয়োজন করে যেখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের IQAC পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালকরা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার উদ্বোধন করেন বিএসির সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। প্রধান বক্তা ছিলেন Prof. Dr. ABM Rahmatullah তিনি OBE-এর ধারণা, মডেল, সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরেন। তিনি বলেন, OBE একটি শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে শিক্ষার্থীদের সুনির্দিষ্ট দক্ষতা অর্জনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। তিনি প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা থেকে OBE-এর মৌলিক পার্থক্য, OBE এর উপাদান, Program Educational Objectives (PEO), Program Learning Outcomes (PLO), Course Learning Outcomes (CLO) এবং BNQF শিখনফল ক্ষেত্রসমূহের পারিপার্শ্বিক সম্পর্ক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা উল্লেখ করেন যে, Outcome Based Education (OBE) বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ বর্তমানে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। তাঁরা বলেন, শিক্ষার্থীদের শিখনফল নির্ধারণে কার্যকর মূল্যায়ন পদ্ধতি গড়ে তোলা একটি জটিল কাজ। বর্তমান মূল্যায়ন ব্যবস্থা অনেকাংশেই সেকেলে পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল, যা শিক্ষার্থীর প্রকৃত দক্ষতা ও অর্জন পরিমাপে যথাযথ নয়। একইসঙ্গে, OBE পদ্ধতি বাস্তবায়নে শিক্ষকদের দক্ষতা একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দিয়েছে। অধিকাংশ শিক্ষক Outcome Based Education ভিত্তিক পাঠদান ও মূল্যায়ন কৌশলে পর্যাপ্তভাবে দক্ষ না হওয়ায় প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এছাড়াও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতাও বাস্তবায়নে বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ভবিষ্যৎ করণীয় হিসেবে অংশগ্রহণকারীরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন। তারা বলেন, শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত ও প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন অপরিহার্য। পাশাপাশি, পাঠ্যক্রমকে Outcome Based Education ভিত্তিক করে আধুনিকায়ন করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিক গুণাবলির ভারসাম্যপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে। মূল্যায়ন পদ্ধতির আধুনিকায়ন এবং প্রযুক্তিনির্ভর পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু করাও জরুরি। এ ছাড়া শিল্পখাত ও অন্যান্য অংশীজনদের সম্পৃক্ত করে শিক্ষার বাস্তবতা ও কর্মক্ষেত্রের চাহিদার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। সবশেষে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও প্রযুক্তিগত সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে Outcome Based Education যথাযথভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হয়। অংশগ্রহণকারীরা আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, পরিকল্পিতভাবে OBE বাস্তবায়ন করা গেলে এটি বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কেবল ডিগ্রি অর্জনেই সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং তারা কর্মজীবনে দক্ষ, আত্মবিশ্বাসী ও নিয়ত পরিবর্তনশীল কর্মক্ষেত্রে নিজেদের অভিযোজিত করতে সক্ষম হবে।

Bangladesh Accreditation Council
Workshop
on
Outcome Based Education (OBE) Curriculum Review

চিত্র: Outcome Based Education (OBE) Curriculum পর্যালোচনা বিষয়ক কর্মশালা (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.২.১০ Teaching Learning and Assessment (TLA) বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ তারিখে "Teaching, Learning and Assessment (TLA)" বিষয়ক একটি কর্মশালার আয়োজন করে। এই কর্মশালায় দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসি (IQAC)'র পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। কাউন্সিলের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ কর্মশালাটি উদ্বোধন করেন এবং এর গুরুত্ব তুলে ধরেন। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. ফারহীন হাসান। তিনি কর্মশালায় পেডাগজি বা শিক্ষাদানের নীতি ও কৌশল, শিক্ষকের ভূমিকা, বিভিন্ন শিক্ষণ শৈলী, মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং শ্রেণীকক্ষ ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, Pedagogy হলো এক ধরনের বিজ্ঞান এবং একইসাথে এটি একটি শিল্প যার মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি কার্যকর ও মনোরম সম্পর্ক স্থাপিত হয়। তিনি শিক্ষককে শুধু পাঠদাতা নয় বরং একজন সহযোগী, মেন্টর এবং মূল্যায়নকারী হিসেবে ভূমিকা পালনের কথা বলেন। এ সময় সরাসরি নির্দেশনাভিত্তিক (Direct Instruction) শিক্ষণ, অনুসন্ধানভিত্তিক (Inquiry-Based Learning) শিক্ষণ এবং সহযোগিতামূলক শিক্ষণের মতো বিভিন্ন কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয় শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিক্ষার ওপর। অংশগ্রহণকারীরা শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক শিক্ষণ পরিবেশ গঠনের গুরুত্ব, বিভিন্ন শিক্ষণ কৌশলের প্রাসঙ্গিক প্রয়োগ, গঠনমূলক মূল্যায়ন পদ্ধতির কার্যকারিতা, প্রতিফলনমূলক ও অংশগ্রহণমূলক শিক্ষার ধারণা এবং পরিকল্পিত পাঠদান প্রক্রিয়ার উপকারিতা নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনা করা হয় কীভাবে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাড়িয়ে শেখার অভিজ্ঞতাকে আরও ফলপ্রসূ করা যায়। সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় যে, এই কর্মশালাটি অংশগ্রহণকারী শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের শিক্ষাদান পদ্ধতি আরও উন্নত করতে সহায়ক হবে এবং এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য আরও কার্যকর ও মানসম্মত শিক্ষণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

চিত্রঃ Teaching Learning and Assessment (TLA) বিষয়ক কর্মশালা (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.২.১১ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আইকিউএসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৬ষ্ঠ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের উদ্যোগে ১৫ এপ্রিল থেকে ২৮ এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত ১৪ দিনব্যাপী “উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আইকিউএসি’র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ” শীর্ষক ৬ষ্ঠ প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে ১৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসি’র ২১ জন পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক এবং কাউন্সিলের ১ জন কর্মকর্তাসহ মোট ২২ জন অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীরা উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন দিক যেমন, BAC আইন-২০১৭, শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণে BAC-এর কার্যক্রম, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও উচ্চশিক্ষা, আন্তর্জাতিকীকরণ, বিশ্ববিদ্যালয়-ইন্ডাস্ট্রি সহযোগিতা, Continuous Professional Development (CPD), একাডেমিক কৌশলগত পরিকল্পনা, বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (BNQF), Bloom's taxonomy (ব্লুম'স ট্যাক্সোনমি), Outcome Based Education Curriculam Design, PEO, PLO ও CLO প্রণয়ন, BAC-এর Accreditation Standard ও Criteria, অ্যাক্রেডিটেশন আবেদন প্রক্রিয়া, EQA নির্দেশিকা এবং Self-Assessment প্রক্রিয়া বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এছাড়াও অংশগ্রহণকারীরা কার্যকর শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষার্থী মূল্যায়ন, কোর্স ফাইল তৈরি, কারিকুলাম মূল্যায়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের নৈতিকতা ও দায়িত্ব বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন বাস্তবভিত্তিক অনুশীলন ও দলীয় কাজের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা গুণগত উন্নয়নের বাস্তব কৌশল সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। এই প্রশিক্ষণ কোর্স উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানোন্নয়নের লক্ষ্যে আইকিউএসি’র কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

BANGLADESH ACCREDITATION COUNCIL
Closing Function
of
Professional Training on Capacity Building of IQACs
Date: 28 April, 2025

চিত্র: আইকিউএসি’র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ” ৬ষ্ঠ বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স (১৫-২৮ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.২.১২ উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়নে বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিপালন বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের উদ্যোগে উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণে “বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (BNQF) প্রতিপালন” বিষয়ক একটি দিনব্যাপী কর্মশালা ৭ মে ২০২৫ খ্রি. তারিখে কাউন্সিল কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. ফারহীন হাসান। কর্মশালার আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ এবং সম্মানিত পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. এস. এম. কবীর। কর্মশালায় বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের Institutional Quality Assurance Cell (IQAC)-এর পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালকগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। এই কর্মশালায় BNQF-এর কাঠামো, স্তরসমূহ, প্রতিপালন পদ্ধতি এবং উচ্চশিক্ষায় এর বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বক্তারা BNQF বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন, পাঠ্যক্রমের সামঞ্জস্যতা এবং আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অংশগ্রহণকারীরা BNQF বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় করেন এবং নিজেদের প্রতিষ্ঠানে এই ফ্রেমওয়ার্ক কার্যকরভাবে প্রয়োগে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

BANGLADESH NATIONAL QUALIFICATION FRAMEWORK
BNQF

চিত্র: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নে BNQF প্রতিপালন বিষয়ক কর্মশালা
(৭ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.২.১৩ General Education (GED): Concepts, Significance and Selection of Courses বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের আয়োজনে “General Education (GED): Concepts, Significance and Selection of Courses” শীর্ষক একটি কর্মশালা ৭ মে ২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। আলোচনা পর্বে বিশেষজ্ঞ হিসেবে মতামত প্রদান করেন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. মো: গোলাম শাহি আলম এবং প্রফেসর ড. এস. এম. কবীর। কর্মশালায় GED-এর ধারণা, উচ্চশিক্ষায় এর প্রাসঙ্গিকতা এবং কোর্স নির্বাচনের মানদণ্ড নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়। সাধারণ শিক্ষাকে (General Education) একটি বিস্তৃত, আন্তঃবিষয়ক এবং মূল্যভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থার অংশ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, যা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পেশাগত বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখে। GED-এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণমূলক চিন্তাশক্তি, নৈতিক মূল্যবোধ, এবং জীবনঘনিষ্ঠ দক্ষতা অর্জনের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের Institutional Quality Assurance Cell (IQAC)-এর পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালকগণ, যাঁরা

GED কাঠামো বাস্তবায়ন এবং নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে বিষয় নির্বাচন ও পাঠ্যক্রম উন্নয়নে নেতৃত্ব প্রদান করবেন বলে প্রত্যাশা করা হয়।

General Education
Concepts
Significance
Selection of Courses

চিত্র: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত General Education (GED): Concepts, Significance and Selection of Courses বিষয়ক কর্মশালা (৭ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.২.১৪ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আইকিউএসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৭ম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের উদ্যোগে ১৮ মে ২০২৫ থেকে ২৯ মে ২০২৫ পর্যন্ত "উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আইকিউএসি'র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ" শীর্ষক ৭ম প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। ১২ দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে দেশের ১৬টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইকিউএসি'র ২২ জন পরিচালক ও অতিরিক্ত পরিচালক এবং বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ২ জন কর্মকর্তাসহ মোট ২৪ জন অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চয়নের লক্ষ্যে BAC কাজ করে যাচ্ছে, BAC-এর কার্যক্রম ও অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়া, বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (BNQF), চতুর্থ শিল্পবিপ্লব ও উচ্চশিক্ষা, আন্তর্জাতিকীকরণ, University-Industry Cooperation, Continuous Professional Development (CPD), Academic Strategic Planning, Bloom's Taxonomy, Outcome Based Education (OBE), PEO, PLO ও CLO প্রণয়ন, EQA নির্দেশিকা এবং Self-Assessment প্রক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণ কোর্সটি অংশগ্রহণকারীদের প্রাতিষ্ঠানিক ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যা ভবিষ্যতে তাদের নিজ নিজ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণগতমান নিশ্চায়ন কার্যক্রমকে আরও কার্যকর ও টেকসই করে তুলবে।

চিত্র: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক আয়োজিত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের IQAC'র সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য "বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ" শীর্ষক ৭ম কোর্স (১৮ মে ২০২৫ থেকে ২৯ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.২.১৫ “Motivational Workshop on Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF)” শীর্ষক কর্মশালা

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (BAC) এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স সেল (IQAC)-এর যৌথ আয়োজনে “Motivational Workshop on Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF)” শীর্ষক একটি দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ২৩ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ, সোমবার সকাল ১০টায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের সম্মেলন কক্ষে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। কর্মশালার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন আইকিউএসি'র পরিচালক প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন BAC-এর পরিচালক জনাব মোহাম্মদ তাজিব উদ্দিন। তিনি BNQF কাঠামোর লক্ষ্য, স্তরভিত্তিক যোগ্যতার গঠন এবং বাস্তবায়নের কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। উপর্যুক্ত বিষয়ে আলোচনা করেন কাউন্সিলের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত উপাচার্য প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার। আলোচকবৃন্দ অংশগ্রহণকারীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন।

কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধান, ইনস্টিটিউট পরিচালকবৃন্দ এবং সেল্ফ অ্যাসেসমেন্ট কমিটির সদস্যসহ মোট ১১৫ জন শিক্ষক। অংশগ্রহণকারীরা কর্মশালার সময়োপযোগী বিষয়বস্তু, উপস্থাপনার পেশাদারিত্ব এবং আয়োজনের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। তারা একমত পোষণ করেন যে, এ ধরনের উদ্যোগ উচ্চ শিক্ষার কাঠামোগত মানোন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

Motivational Workshop on
Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF)
Chief Guest:
Professor Dr. Mesbahuddin Ahmed
Chairperson:
Professor Dr. Muhammad Yeahia Akhter
Vice Chancellor
University of Chittagong
Special Guest:
Prof. Dr. Mohammed Shamim Ud
Prof. Dr. Md. Kamal Uddin
Pro-Vice Chancellor (Administration)
FBA Auditorium

চিত্র: “Motivational Workshop on Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF)” শীর্ষক কর্মশালা (২৩ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.২.১৬ “Motivational Workshop on Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF)” শীর্ষক উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (BAC) কর্তৃক ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি চিটাগাং (USTC)-তে “Motivational Workshop on Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF)” শীর্ষক একটি উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা ২৪ জুন ২০২৫ খ্রি., মঙ্গলবার সকাল ১০.৩০ টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন USTC-এর সম্মানিত উপাচার্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ সোলায়মান এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল-এর সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন USTC'র রেজিস্ট্রার জনাব দিলীপ কুমার বড়ুয়া এবং IQAC-এর পরিচালক ড. অনিন্দ্য কুমার নাথ । কর্মশালার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন BAC-এর পরিচালক (QA and NQF) জনাব মোহাম্মদ তাজিব উদ্দিন। কর্মশালায় চট্টগ্রাম অঞ্চলের ১৬ টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য , বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভাগীয় প্রধান, IQAC ও সেল্ফ

অ্যাসেসমেন্ট কমিটির সদস্যসহ প্রায় ৯০ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা BAC-এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা, মানসম্পন্ন উপস্থাপনা এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের কর্মশালা চালু রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

চিত্র: "Motivational Workshop on Bangladesh National Qualifications Framework (BNQF)" শীর্ষক কর্মশালা
(২৪ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.২.১৭ Credit Accumulation and Transfer Guidelines প্রস্তুতকরণ

Credit Accumulation and Transfer (CAT) Guidelines প্রস্তুতকরণের মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা এক প্রোগ্রাম থেকে আরেক প্রোগ্রামে অর্জিত ক্রেডিট সহজে স্থানান্তরের জন্য একটি সমন্বিত ও গ্রহণযোগ্য ক্রেডিট ট্রান্সফার পলিসি প্রণয়ন করা, যা শিক্ষার ধারাবাহিকতা এবং আজীবন শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। বর্তমান উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা এক প্রতিষ্ঠান বা প্রোগ্রাম থেকে অন্যটিতে স্থানান্তর করতে গেলে নানাবিধ সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হয়, যা তাদের শিক্ষাজীবনের অগ্রগতিকে ব্যাহত করে। একটি কার্যকর CAT ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদের আনুভূমিক ও উল্লম্বভাবে অর্থাৎ একই স্তরে বা উচ্চতর স্তরে স্থানান্তরের সুযোগ তৈরি করবে, যার মাধ্যমে তারা সহজে তাদের শিক্ষাগত লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে। একইসঙ্গে, এই ব্যবস্থা BNQF-এর বিভিন্ন উপ-খাত যেমন সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষার মধ্যে তির্যক (Diagonal) স্থানান্তরের সুযোগ তৈরি করবে, যাতে একজন শিক্ষার্থী পূর্ব অর্জিত দক্ষতা ও জ্ঞানের স্বীকৃতি পেয়ে অন্য খাতে অগ্রসর হতে পারে। এছাড়াও, CAT গাইডলাইনস BNQF-এর বিভিন্ন উপ-খাতের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট শিক্ষাগত পথ (Pathways) নির্ধারণ করবে, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার গন্তব্য নির্ধারণ করতে পারবে এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও নমনীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পাবে। উল্লিখিত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ অনুসরণ করে একজন যোগ্য কনসালটেন্ট নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, যিনি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কাজ সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছেন। এই উদ্যোগ উচ্চশিক্ষা খাতে মানসম্পন্ন ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৮.৩ বহিঃসম্পর্ক, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের কার্যক্রম

৮.৩.১ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশন এজেন্সিসমূহের সাথে যোগাযোগ এবং সম্পর্ক স্থাপন

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭ এর ১০ (ছ) ধারায় আন্তঃরাষ্ট্রীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে পারস্পরিক আলোচনা ও সহায়তার মাধ্যমে অ্যাক্রেডিটেশন এর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ব্যবস্থা গ্রহণের উল্লেখ রয়েছে। কাউন্সিল এ লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট রয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের নিজস্ব রূপকল্প, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে সহায়ক হবে।

৮.৩.১.১ আন্তর্জাতিক কনফারেন্স/সেমিনার/সভায় অংশগ্রহণ

৮.৩.১.১.১ Asia-Pacific Quality Network (APQN) এর বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ

২৮ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ Asia-Pacific Quality Network (APQN) এর বার্ষিক সাধারণ সভা (AGM) হোটেল এবং কনফারেন্স সেন্টার Cort Inn, সেন্ট পিটার্সবার্গ, রাশিয়াতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ "Quality Assurance and Teaching-Learning in Higher Education" শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য, ২৬-২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে APQN (Asia Pacific Quality Nework) এর উদ্যোগে International Academic Conference and Annual General Meeting, ২০২৪ অনুষ্ঠিত হয়। এ কনফারেন্স ও বার্ষিক সভার মূল উদ্দেশ্য হলো এর সদস্য সংস্থাসমূহের কর্মপরিকল্পনা, উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চয়তা বিষয়ে আলোচনা এবং সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হওয়া। ২০১৯ সালে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল APQN এর ইন্টারমিডিয়েট সদস্যপদ লাভ করে এবং পূর্ণাঙ্গ সদস্য পদ লাভের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

The Content
Introduction
Quality Assurance and its purpose
Quality Assurance in Higher Education
Significance of Quality Assurance in Higher Education
Importance of Quality Assuring Teaching and Learning
Challenges in Quality Assurance
Conclusion
CORT INN
St. Petersburg
Hotel & Conference center

চিত্র: APQN এর বার্ষিক সভায় বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ (২৮ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.৩.১.১.২ South Asia Deep Dialogue on Transnational Education শীর্ষক উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ

গত ০৯ থেকে ১১ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত Sri Lanka এর রাজধানী Colombo তে British Council কর্তৃক 'South Asia Deep Dialogue on Transnational Education' শীর্ষক উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রোগ্রামে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের মাননীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. এস. এম. কবীর ও বহি:সম্পর্ক, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের উপপরিচালক ড. ফারজানা শারমিন অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রোগ্রামে ব্রিটিশ কাউন্সিলের রিজিওনাল কালচারাল রিলেশন্সের পরিচালক কেট জয়েসে, রিজিওনাল এডুকেশন ডাইরেক্টর সালভাডোর লপেজ ও Quality Assurance Agency, টক এর এডয়ারডো রামোস এবং Advance Higher Education এর অ্যালিসন জন্স উচ্চ শিক্ষার উপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার অংশীদারিত্বের সম্পর্ক শত বছরের পুরনো। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ সম্পর্কের সূচনা হয়। উক্ত প্রোগ্রামের মাধ্যমে এ সম্পর্ক আরও গতিশীল, অর্থবহ ও বহুমাত্রিকতা লাভ করবে বলে অংশগ্রহণকারীগণ মনে করেন।

2024.12.10 11:29

ছবি: ‘South Asia Deep Dialogue on Transnational Education’ শীর্ষক উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ (০৯-১১ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.৩.১.১.৩ ‘An Introduction to International Quality Review’ শীর্ষক ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. গুলশান আরা লতিফা যুক্তরাজ্যের Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) আয়োজিত ‘An Introduction to International Quality Review’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করেন। ওয়েবিনারটি ৫ নভেম্বর ২০২৪ খ্রি. তারিখে জুম প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়েবিনারটিতে International Quality Review (IQR) এর মৌলিক ধারণা, ক্ষেত্র এবং প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়, যা যুক্তরাজ্যের বাইরে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গুণগতমান পর্যালোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কাঠামো। এতে গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, ধারাবাহিক উন্নয়ন এবং আন্তর্জাতিক উৎকৃষ্ট চর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার উপায়সমূহ তুলে ধরা হয়। এই ওয়েবিনারে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রফেসর ড. গুলশান আরা লতিফা আন্তর্জাতিক অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়া ও গুণগতমান নিশ্চয়তার আধুনিক ধারা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন, যা বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষার উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করতে সহায়ক হবে।

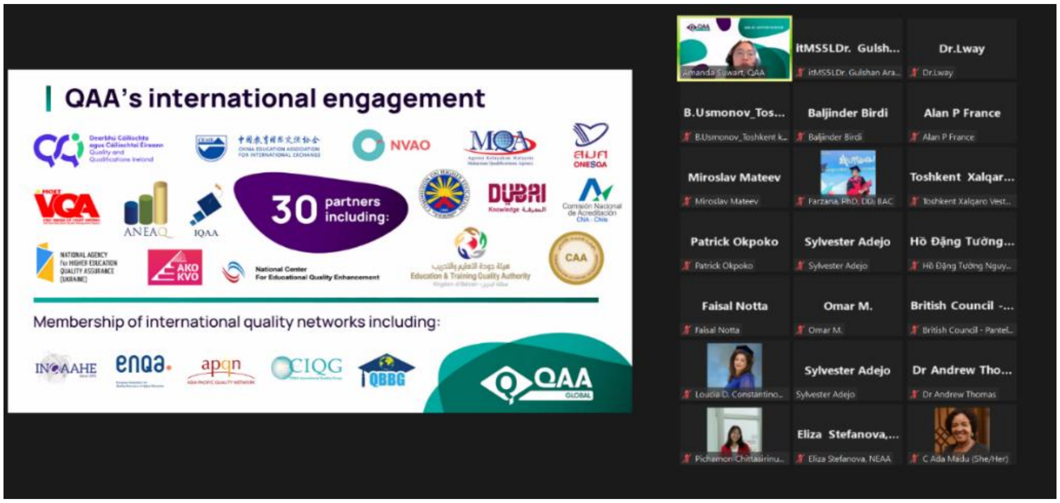
QAA's international engagement
30 partners including:
Membership of international quality networks including:
QAA GLOBAL
Amanda Stewart, QAA
itMSSLDr. Gulsh...
Dr.Lway
B.Usmonov_Tos...
Baljinder Birdi
Alan P France
Miroslav Mateev
Farzana, PhD, DDi, BAC
Toshkent Xalqar...
Patrick Okpoko
Sylvester Adejo
Hồ Đặng Tường...
Faisal Notta
Omar M.
British Council -...
Loucia D. Constantino...
Sylvester Adejo
Dr Andrew Tho...
Pichamon Chittasirinu...
Eliza Stefanova,...
C Ada Madu (She/Her)

চিত্র: ‘An Introduction to International Quality Review’ শীর্ষক ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ (৫ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.৩.১.১.৪ ‘International Accreditation: Senior Leadership Perspectives’ শীর্ষক ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের বহিঃসম্পর্ক, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. গুলশান আরা লতিফা ও উপপরিচালক ড. রীতা পারভীন Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) কর্তৃক আয়োজিত “International Accreditation: Senior Leadership Perspectives” শীর্ষক একটি বিশেষ ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করেন। ওয়েবিনারটি ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রি. তারিখে সকাল ৯:৩০টা (যুক্তরাজ্য সময়) জুম প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত হয়। ওয়েবিনারটিতে আন্তর্জাতিক অ্যাক্রেডিটেশন অর্জনের পেছনে অনুপ্রেরণা, এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব, কৌশলগত লক্ষ্য এবং নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। প্যানেল আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তিনটি QAA-স্বীকৃত উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র নেতৃবৃন্দ ড. ফ্যানি ভং, রেক্টর, Macao University of Tourism; মি. তালগাত নারিকবায়েভ, চেয়ারম্যান, Masqut Narikbayev University; ড. মায় আল তায়ি, ভাইস-চ্যান্সেলর, Emirates College for Advanced Education. আলোচনাটি পরিচালনা করেন QAA-এর চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ভিকি স্টট (FRSA)। এই গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবিনারের মাধ্যমে প্রফেসর ড. গুলশান আরা লতিফা আন্তর্জাতিক অ্যাক্রেডিটেশন ও নেতৃত্বের কৌশলগত ভূমিকাসমূহ সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ ধারণা লাভ করেন, যা বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে আরও গতিশীল করবে।

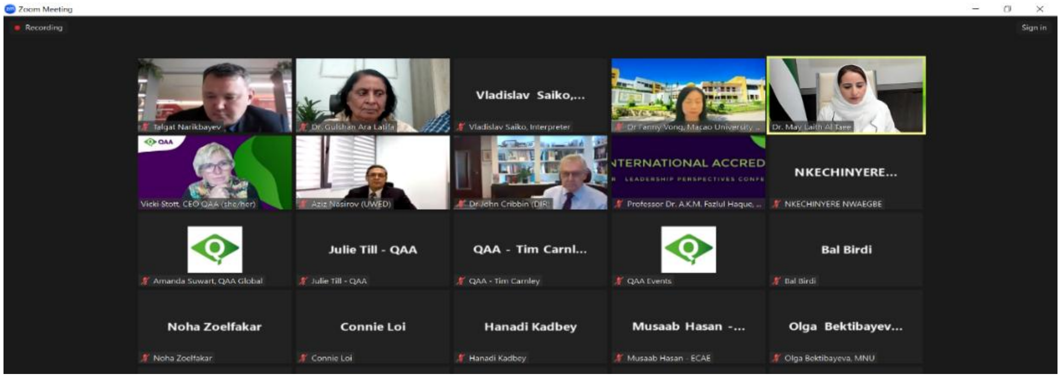
Zoom Meeting
Recording
Sign in
Talgat Narikbayev
Dr. Gulshan Ara Latifa
Vladislav Saiko,...
Vladislav Saiko, Interpreter
Dr Fanny Vong, Macao University ...
Dr. May Laith Al Taee
Vicki Stott, CEO QAA (she/her)
Aziz Nasirov (UWED)
Dr John Cribbin (DIR)
NTERNATIONAL ACCRED
Professor Dr. A.K.M. Fazlul Haque, ...
NKECHINYERE...
NKECHINYERE NWAEGBE
Amanda Suwart, QAA Global
Julie Till - QAA
Julie Till - QAA
QAA - Tim Carnl...
QAA - Tim Carnley
QAA Events
Bal Birdi
Bal Birdi
Noha Zoelfakar
Noha Zoelfakar
Connie Loi
Connie Loi
Hanadi Kadbey
Hanadi Kadbey
Musaab Hasan -...
Musaab Hasan - ECAE
Olga Bektibayev...
Olga Bektibayeva, MNU

চিত্র: ‘International Accreditation: Senior Leadership Perspectives’ শীর্ষক ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ (১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.৩.১.১.৫ “An Introduction to International Programme Accreditation” শীর্ষক ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের বহিঃসম্পর্ক, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. গুলশান আরা লতিফা ২৬ জুন ২০২৫ খ্রি. তারিখে Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) কর্তৃক আয়োজিত ‘An Introduction to International Programme Accreditation’ শীর্ষক ওয়েবিনারে জুম প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণ করেন। এ ওয়েবিনারে আন্তর্জাতিক প্রোগ্রাম অ্যাক্রেডিটেশন প্রক্রিয়ার কাঠামো, মানদণ্ড ও বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রোগ্রাম অ্যাক্রেডিটেশন কীভাবে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মানোন্নয়ন, স্বীকৃতি বৃদ্ধি এবং গুণগতমান নিশ্চয়তার আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে সহায়তা করে তা তুলে ধরা হয়। ওয়েবিনারে তিনি আন্তর্জাতিক প্রোগ্রাম অ্যাক্রেডিটেশনের সমসাময়িক ধারা ও কার্যকর প্রয়োগ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

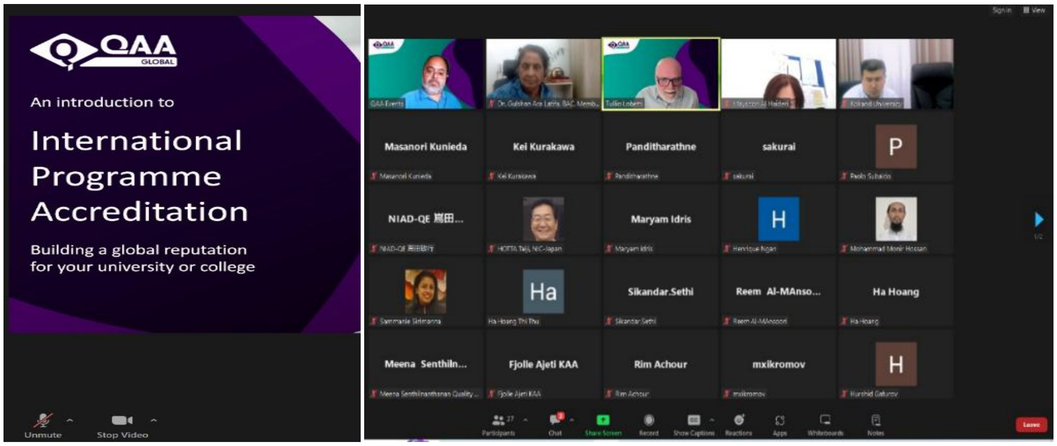
QAA GLOBAL
Masanori Kunieda
Kei Kurakawa
Pandítharathne
sakurai
P
NIAD-QE 堀田...
Maryam Idris
H
Ha
Sikandar.Sethi
Reem Al-MAnso...
Ha Hoang
Meena Senthiln...
Fjolle Ajeti KAA
Rim Achour
mxikromov
H
Unmute
Stop Video
Participants
Chat
Share Screen
Record
Show Captions
Reactions
Apps
Whiteboards
Notes
Leave

An introduction to

International Programme Accreditation

Building a global reputation for your university or college

চিত্র: “An Introduction to International Programme Accreditation” শীর্ষক ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ (২৬ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.৩.২ গবেষণা কার্যক্রম

দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স এবং অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ‘বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গবেষণা নীতিমালা, ২০২২’ প্রণয়ন করা হয়। গবেষণা নীতিমালা অনুযায়ী পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি ‘গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি’ রয়েছে। গবেষণা নীতিমালা, ২০২২ অনুসরণক্রমে কমিটির সম্মানিত সদস্যগণ নিয়মিত সভা আয়োজনের মাধ্যমে প্রতি অর্থবছরে কাউন্সিলের অর্থায়নে গবেষণা প্রকল্প পরিচালনার সুপারিশ করে থাকে। প্রতিটি গবেষণা প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর এবং সর্বোচ্চ বাজেট ৩,০০,০০০.০০ (তিন লক্ষ) টাকা।

৮.৩.২.১ গবেষণা প্রকল্প ২০২৩-২০২৪

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে নির্ধারিত সময়ে ৯১টি গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাব জমা পড়ে। ‘বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গবেষণা নীতিমালা, ২০২২’ এর ৩.২(খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিটি গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাব ডাবল ব্লাইন্ড পিয়ার রিভিউ পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয় এবং মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ০৯টি গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি) কর্তৃক আয়োজিত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত/সমাপ্ত ০৯টি ‘গবেষণা প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন’ বিষয়ক কর্মশালার প্রথম পর্যায় ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় কাউন্সিলের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ এর অনুমতিক্রমে কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করে স্বাগত বক্তব্য দেন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. গুলশান আরা লতিফা। কর্মশালায় মূল্যায়নকারী (বিশেষজ্ঞ) হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী (সাবেক পূর্ণকালীন সদস্য, বিএসি)। এছাড়াও আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. মো: গোলাম শাহি আলম এবং প্রফেসর ড. এস. এম. কবীর। কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিল সচিব, কাউন্সিলের উপপরিচালক এবং সহকারী পরিচালক।

কর্মশালায় ০৯ জন মুখ্য গবেষকের মধ্যে ০৪ জন উপস্থিত ছিলেন। অনিবার্যকারণবশত: ০৫ জন মুখ্য গবেষক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি। পরবর্তীতে তাদের গবেষণা প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপনা ৮ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় কাউন্সিলের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি) কর্তৃক আয়োজিত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত/সমাপ্ত ০৯টি ‘গবেষণা প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন’ বিষয়ক কর্মশালার দ্বিতীয় পর্যায় (প্রথম পর্যায় ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়) ৮ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় কাউন্সিলের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. গুলশান আরা লতিফা। কর্মশালায় মূল্যায়নকারী (বিশেষজ্ঞ) হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী (কাউন্সিলের সাবেক পূর্ণকালীন সদস্য) । এছাড়াও আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য জনাব ইসতিয়াক আহমদ এবং প্রফেসর ড. এস. এম. কবীর। কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিল সচিব প্রফেসর এ.কে.এম. মুনিরুল ইসলাম, কাউন্সিলের উপপরিচালক এবং সহকারী পরিচালকগণ। উক্ত কর্মশালায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উপপরিচালক ড. ফারজানা শারমিন।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত গবেষণা প্রকল্পের ‘Proceedings of the Workshop on Research Project, 2024’ প্রণয়নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
‘গবেষণা … চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন’ বিষয়ক কর্মশালা

চিত্র: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের অর্থায়নে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত এবং সমাপ্ত ০৯টি গবেষণা প্রকল্পের ‘চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন’ সংক্রান্ত কর্মশালা (৮ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.৩.২.২ গবেষণা প্রকল্প ২০২৪-২০২৫

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১২৫টি গবেষণা প্রস্তাব জমা পড়ে। ‘গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি’র সদস্যগণ কাউন্সিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাব সমূহের সামঞ্জস্যতা প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই করেন। গবেষণা প্রস্তাবনার শিরোনাম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করে ক্ষেত্রসমূহ (Research area) নির্ধারণ করা হয় এবং সে অনুযায়ী মূল্যায়নকারীর তালিকা (Reviewer’s Panel) হালনাগাদ করা হয়। প্রতিটি গবেষণা প্রস্তাব ডাবল-ব্লাইন্ড পিয়ার রিভিউ পদ্ধতি অনুসরণক্রমে কাউন্সিলের অনুমোদিত Scoring Guideline অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং প্রাপ্ত স্কোর বিবেচনায় নিয়ে ‘গবেষণা নীতিমালা, ২০২২’ মোতাবেক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে পাঁচ (৫)টি গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি) কর্তৃক আয়োজিত ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ১০টি গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাব সংক্রান্ত রিভিউ ওয়ার্কশপ ০৮ জুলাই ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ সকাল ০৯:৩০ ঘটিকায় কাউন্সিলের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। রিভিউ ওয়ার্কশপের সভাপতিত্ব এবং শুভ উদ্বোধন করেন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান

প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। স্বাগত বক্তব্য দেন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. গুলশান আরা লতিফা। রিভিউ ওয়ার্কশপে মূল্যায়নকারী (বিশেষজ্ঞ) হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী, সাবেক পূর্ণকালীন সদস্য (বিএসি) এবং প্রফেসর ড. মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন, পপুলেশন সায়েন্স বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। রিভিউ ওয়ার্কশপে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য জনাব ইসতিয়াক আহমদ, প্রফেসর ড. মো: গোলাম শাহি আলম এবং প্রফেসর ড. এস. এম. কবীর। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রফেসর এ.কে.এম. মুনিরুল ইসলাম, সচিব (বিএসি)।

চিত্র: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের লক্ষ্যে আয়োজিত কর্মশালা (০৮ জুলাই ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.৩.২.২.১ গবেষণা প্রকল্পের ‘চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন’ কর্মশালা (২০২৪-২০২৫)

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি) কর্তৃক আয়োজিত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত/সমাপ্ত ০৫টি ‘গবেষণা প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন’ বিষয়ক কর্মশালা ২৪ জুন ২০২৫ সকাল ১০:০০ ঘটিকায় কাউন্সিলের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করে স্বাগত বক্তব্য দেন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. গুলশান আরা লতিফা। কর্মশালায় মূল্যায়নকারী (বিশেষজ্ঞ) হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. সঞ্জয় কুমার অধিকারী, সাবেক পূর্ণকালীন সদস্য (বিএসি) এবং প্রফেসর ড. সৈয়দ হাফিজুর রহমান, পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য জনাব ইসতিয়াক আহমদ। কর্মশালায় আরও উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিল সচিব প্রফেসর এ.কে.এম মুনিরুল ইসলাম, কাউন্সিলের উপপরিচালক ড. রীতা পারভীন এবং সহকারী পরিচালক জনাব আবিদুর রহমান। কর্মশালায় ০৫ জন মুখ্য গবেষক উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা পর্যায়ক্রমে নিজ নিজ গবেষণা প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। (পরিশিষ্ট-ঘ)

চিত্র: ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত/সমাপ্ত ০৫টি ‘গবেষণা প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন’ বিষয়ক কর্মশালা
(২৪ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.৩.২.৩ গবেষণা প্রকল্প ২০২৫-২০২৬

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ১১৫টি গবেষণা প্রস্তাব জমা পড়ে। ‘গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি’র সম্মানিত সদস্যগণ কাউন্সিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাবসমূহের সামঞ্জস্যতা প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই করেন। গবেষণা প্রস্তাবনার শিরোনাম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করে ক্ষেত্রসমূহ (Research area) নির্ধারণ করা হয় এবং সে অনুযায়ী মূল্যায়নকারীর তালিকা (Reviewer's Panel) হালনাগাদ করা হয়।

প্রাথমিক যাচাই বাছাই শেষে ৫৪টি গবেষণা প্রস্তাব মূল্যায়নের জন্য ১০৮ জন মূল্যায়নকারীর সমন্বয়ে কাউন্সিলের সম্মেলন কক্ষে ০৪টি রিভিউ সভার আয়োজন করা হয় (১৯ মার্চ, ২০ মার্চ, ১০ এপ্রিল এবং ১৩ এপ্রিল ২০২৫)। রিভিউ সভাগুলোতে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ, চেয়ারম্যান (বিএসি)। সভাগুলোতে উপস্থিত ছিলেন ‘গবেষণা ব্যবস্থাপনা কমিটি’র সভাপতি প্রফেসর ড. গুলশান আরা লতিফা, সদস্য জনাব ইসতিয়াক আহমদ, প্রফেসর ড. মো: গোলাম শাহি আলম, প্রফেসর ড. এস. এম. কবীর এবং সদস্য সচিব ড. রীতা পারভীন, উপপরিচালক (বহিঃসম্পর্ক, গবেষণা ও প্রকাশনা) ।

প্রতিটি গবেষণা প্রস্তাব ডাবল-ব্লাইন্ড পিয়ার রিভিউ পদ্ধতি অনুসরণক্রমে কাউন্সিলের অনুমোদিত Scoring Guideline অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হয়।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
রিভিউ কর্মশালা

চিত্র: ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে গবেষণা প্রস্তাব রিভিউ সভা (১৯ মার্চ, ২০ মার্চ, ১০ এপ্রিল এবং ১৩ এপ্রিল ২০২৫)

৮.৩.৩ ডায়ারি, ডেস্ক ক্যালেন্ডার ও পঞ্চম বার্ষিক প্রতিবেদন মুদ্রণ

২০২৫ সালে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল থেকে ১১৫০ কপি ডায়ারি মুদ্রণ করা হয়, যা কাউন্সিল থেকে প্রকাশিত পঞ্চম ডায়ারি। ২০২৫ সালে ১১৫০ কপি ডেস্ক ক্যালেন্ডার মুদ্রণ করা হয়। ডেস্ক ক্যালেন্ডারে কাউন্সিলের সার্বিক কার্যক্রমের স্থিরচিত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কাউন্সিল থেকে মুদ্রণকৃত ২০২৫ সালের ডায়ারি ও ডেস্ক ক্যালেন্ডার মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও সংস্থা, দেশের পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়েছে। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে পঞ্চম বার্ষিক প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রস্তুত করা হয়।

৮.৩.৪ গ্রন্থাগার

কাউন্সিলের গ্রন্থাগার জ্ঞান চর্চার সূতিকাগার হিসেবে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স, অ্যাক্রেডিটেশন এবং গবেষণা এর সাথে সম্পৃক্ত সকলকে যুক্ত রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। গ্রন্থাগারের এ গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রতি বছর গ্রন্থাগারে নতুন গ্রন্থাদি ক্রয় ও সংরক্ষণ করা হয়। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের গ্রন্থাগারে অ্যাক্রেডিটেশন, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স, বিএনকিউএফ, গবেষণা, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত প্রকাশনা এবং অফিস ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বেশ কিছু গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে। বর্তমানে (২০২৪-২৫ অর্থবছর পর্যন্ত) গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত গ্রন্থের সংখ্যা ১২৭৭টি। গ্রন্থাগারে মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ২৭০টি, শিক্ষা ও গবেষনা বিষয়ক গ্রন্থ ১৫০টি বাংলা ও ইংরেজি ডিকশনারি ৮২টি, সাময়িকী ৪০টি আছে। এছাড়াও শিক্ষাব্যবস্থা, ভাষা আন্দোলন, বাংলাদেশের ইতিহাস এবং উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সংক্রান্ত গ্রন্থ রয়েছে। জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও জাতীয় শিক্ষা কমিশন প্রতিবেদন গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ম্যাগাজিন, প্রস্পেক্টাস ও রিপোর্ট রয়েছে। কাউন্সিলের অর্থায়নে বহিঃসম্পর্ক, গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের ৯টি গবেষণা প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ১১,১৬৮ টাকায় ১৬টি ক্যাটাগরিতে মোট ২০টি গ্রন্থ ক্রয় করা হয়েছে। পাশাপাশি অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা সংগৃহিত আছে এর পাশাপাশি গ্রন্থাগারে আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিন, অ্যাক্রেডিটেশন সম্পর্কিত প্রকাশনা, অ্যাক্রেডিটেশন ম্যানুয়াল, বার্ষিক প্রতিবেদন, বিভিন্ন রিপোর্ট, পত্রিকা, বুলেটিন, গুরুত্বপূর্ণ পেপার কাটিং সংরক্ষণ করা হয়। ফেব্রুয়ারি - এপ্রিল ২০২৪ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো গ্রন্থাগারে ১২৭৭টি বইয়ের ক্যাটালগিং ও ক্লাসিফিকেশন এবং ক্লাসিফিকেশন অনুযায়ী গ্রন্থের সেলভিং সুসজ্জিতভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। কাউন্সিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে ২০২৪ সালের আগস্টে গ্রন্থাগারে ফার্স্ট এইড কর্নার স্থাপন করা হয়েছে। ভবিষ্যতে কাউন্সিলের গ্রন্থাগারকে যুগোপযোগী ও গ্রাহক সেবার মান উন্নত করার জন্য ডিজিটালাইজেশন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কাউন্সিলের গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নব সৃজিত সহকারী গ্রন্থাগারিক ও ক্যাটালগারের পদসমূহে ইতোমধ্যে জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

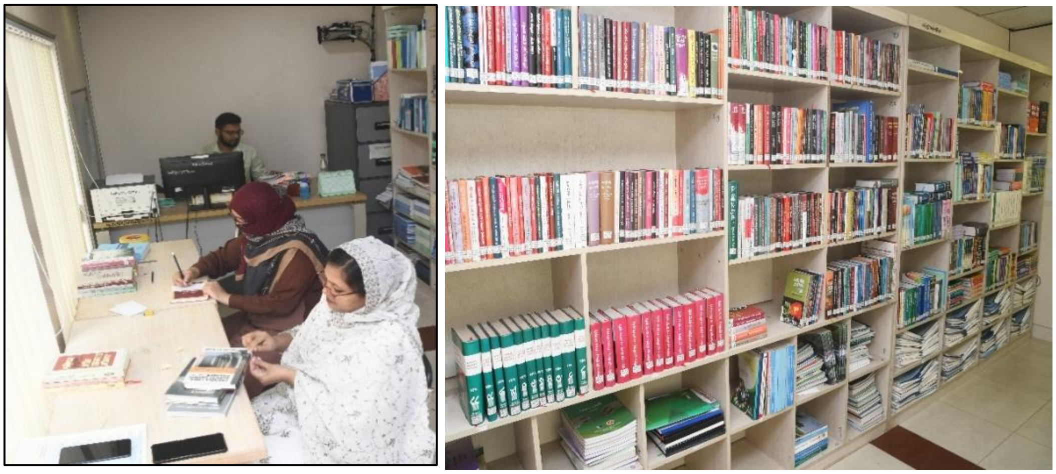

চিত্র: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের গ্রন্থাগার।

৮.৪ কাউন্সিল ও প্রসাশন বিভাগ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বিধায় এর সকল প্রকার প্রশাসনিক ক্রয় ও অন্যান্য সকল প্রকার আর্থিক ব্যয় সরকারি নিয়মানুসারে কাউন্সিল ও প্রসাশন বিভাগ কর্তৃক সম্পাদন করা হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহে যে সকল কার্য সম্পাদন করা হয় তা তুলে ধরা হলো:

৮.৪.১ কাউন্সিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান

৮.৪.১.১ কাউন্সিলে কর্মচারীদের অংশগ্রহণে "পরিবেশ সংরক্ষণ ও সচেতনতা" বৃদ্ধি শীর্ষক কর্মশালা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সেকশন-৩ কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাউন্সিলের কর্মচারীদের জন্য "পরিবেশ সংরক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি" বিষয়ক কর্মশালা ১৫ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত কর্মশালা কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ উদ্বোধন করেন ও প্রধান আলোচক হিসেবে "পরিবেশ সংরক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি" বিষয়ক দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. গুলশান আরা লতিফা। কাউন্সিলে ১৩ গ্রেড থেকে ২০ গ্রেডে কর্মরত কর্মচারীবৃন্দ কর্মশালাটিতে অংশগ্রহণ করে।

পরিবেশের সংরক্ষণ ও সচেতন বৃদ্ধি

চিত্র: "পরিবেশ সংরক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি" বিষয়ক কর্মশালা (১৫ অক্টোবর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.৪.১.২ কাউন্সিলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে "দুর্নীতি রোধ ও দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা আনয়ন" শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (এপিএ) অন্তর্ভুক্ত সংস্কার ও সুশাসন বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে কাউন্সিলের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ২৫ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে "দুর্নীতি রোধ ও দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা আনয়ন" শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ উল্লিখিত প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন। ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক (টিআইবি) কর্মশালাটিতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। ২৫ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় কাউন্সিলের এর সকল কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র: "দুর্নীতি রোধ ও দাপ্তরিক কাজে স্বচ্ছতা আনয়ন" শীর্ষক কর্মশালা (২৫ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.৪.১.৩ অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলে অগ্নি নির্বাপণ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ ও অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সুষ্ঠুভাবে ব্যবহারের নিমিত্ত "অগ্নি নিরাপত্তা" বিষয়ক ৪-৫ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত ২(দুই) দিন ব্যাপী ১টি এবং ১৩-১৪ মে ২০২৫ পর্যন্ত ২(দুই) ব্যাপী ১টি অর্থাৎ ২টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ এর অনুমতিক্রমে কাউন্সিল "অগ্নি নিরাপত্তা" বিষয়ক প্রশিক্ষণটির শুভ উদ্বোধন করেন। দুই পর্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে কাউন্সিলের বিভিন্ন গ্রেডের ৪৭ (সাতচল্লিশ) জন কর্মকর্তা- কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণসমূহে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের প্রশিক্ষকবৃন্দ অগ্নি প্রজ্বলন ও নির্বাপণ নীতি, অগ্নিকাণ্ডের কারণ ও প্রতিরোধ, বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের ব্যবহার বিধি ও রক্ষণাবেক্ষণ, বাণিজ্যিক/বহুতল ভবনের অগ্নি প্রতিরোধ ও স্থায়ী অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থাসমূহ এবং ইভাকুয়েশন প্লান, ভূমিকম্প ও অন্যান্য জরুরি পরিস্থিতিতে করণীয়, রোগী পর্যবেক্ষণ ও প্রাথমিক চিকিৎসা, জরুরি উদ্ধার ও কৃত্তিম শ্বাস-প্রশ্বাস পদ্ধতি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের তাত্ত্বিক ধারণা প্রদানের পাশাপাশি অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের ব্যবহারিক অনুশীলন করান। প্রশিক্ষণের সমাপ্তিতে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ প্রদান করা হয়।

চিত্র: “অগ্নি নিরাপত্তা” শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

চিত্র: “অগ্নি নিরাপত্তা” শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের মাধ্যমে ব্যবহারিক অনুশীলন

৮.৪.১.৪ 'নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালন' শীর্ষক আলোচনা সভা

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (বিএসি) গত ৪ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখে 'নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালন' শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করে। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্যবৃন্দ, কাউন্সিল সচিব এবং কাউন্সিলের কর্মকর্তাবৃন্দ। সভায় শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান

করেন কাউন্সিল সচিব প্রফেসর এ.কে.এম. মুনিরুল ইসলাম। আলোচনা সভার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. গুলশান আরা লতিফা। তিনি নারী ও কন্যার প্রতি সহিংসতার ধরন, সহিংসতার প্রভাব, প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে তথ্য-উপাত্তমূলক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এ সংক্রান্তে তিনি বাংলাদেশের আইনি কাঠামো, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (SDG goal-5 ও SDG goal-16), জাতিসংঘের গৃহীত উদ্যোগসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি ও কনভেনশন তুলে ধরেন। আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. এস. এম. কবীর। সভায় নির্ধারিত উন্মুক্ত আলোচনায় কাউন্সিলের কর্মকর্তাগণ বিশেষত নারী কর্মকর্তাগণ তাঁদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে এ বিষয়ে আলোচনা করেন।

চিত্র: আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালন' শীর্ষক আলোচনা সভা (৪ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.৪.২ অফিস সরঞ্জামাদি সংগ্রহ ও ক্রয়

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের কাউন্সিলের অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহ ও ক্রয় খাতে মোট বরাদ্দ ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ আয়োজনের জন্য ২,৯৩,২৩৮.০০ টাকা ব্যয়ে প্রয়োজনীয় ক্রোকারিজ ক্রয়, সভা/সেমিনার/প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের খাবার গরম করার জন্য ২৪,৭৮০.০০ টাকা ব্যয়ে ০১ টি মাইক্রোওয়েব ওভেন ক্রয়, কাউন্সিলের Block -A এর মেঝের কার্পেট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ২২,৫৭৫.০০ টাকা ব্যয়ে ০১ টি ভ্যাকিউম ক্রয়, কাউন্সিলের নব যোগদানকৃত ০১ জন উপপরিচালক ও ০৬ জন সহকারী পরিচালক মোট ০৭ জন কর্মকর্তার দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য ২৩,৫৭০.০০ টাকা ব্যয়ে টেলিফোন সেটসহ টিএনটি লাইনের সংযোগ প্রদান ও কাউন্সিলে কর্মরত নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নামাযের ব্যবস্থার জন্য ১১,৫৫০.০০ টাকা ব্যয়ে লাইব্রেরি কক্ষে ফোল্ডিং ডোর সংযোজন করা হয়। এছাড়া দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত মোবাইল ফোনের প্রোটেক্টর ও চার্জার বাবদ ৮০২.০০ (আটশত দুই) টাকা, দেয়াল ঘড়ি ক্রয় বাবদ ৭,৯০৬.০০ (সাত হাজার নয়শত ছয়) টাকা, ক্যাবল বাবদ ৩,৭২০.০০ (তিন হাজার সাতশত বিশ) টাকা ব্যয়ে ক্রয় করা হয়। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অফিস সরঞ্জাম ক্রয় ও সংগ্রহ খাতে সর্বমোট টাকা ০৪,৮২,০৬৮.০০/- (চার লক্ষ বিরাশি হাজার আটষট্টি) টাকা ব্যয় হয়েছে।

৮.৪.৩ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সরঞ্জামাদি ক্রয় ও সংগ্রহ

৮.৪.৩.১ সফট্ওয়্যার ও ডাটাবেজ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের জন্য একটি ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইটি হোস্টিং (Cloud) করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সাথে চুক্তি অনুযায়ী হোস্টিং বাবদ ব্যয় প্রতি মাসে ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকা। বিটিসিএল থেকে ৫,৭৫০.০০ (পাঁচ হাজার সাতশত পঞ্চাশ) টাকা ব্যয়ে ১০ বছরের জন্য একটি ডোমেইন

নিবন্ধন করা হয়েছে। কাউন্সিলের সার্ভারের জন্য ৭,২২,৭৯৪.১২ (সাত লক্ষ বাইশ হাজার সাতশত চুরানব্বই টাকা বারো পয়সা) টাকা ব্যয়ে নেটওয়ার্ক সামগ্রী ক্রয় করা হয়েছে।। এই খাতে মোট বরাদ্দ ছিল **১০,৩০,০০০.০০**(দশ লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা যা থেকে ব্যয় ৭,২৫,৪৫৭.০০ (সাত লক্ষ পঁচিশ হাজার চারশত সাতান্ন) টাকা হয়েছে।

৮.৪.৩.২ কম্পিউটার আনুষঙ্গিক

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কাউন্সিলের প্রয়োজনে ১৭,৯৮,৬০৭.০০ (সতেরো লক্ষ আটানব্বই হাজার ছয়শত সাত) টাকা ব্যয়ে ৯টি ডেস্কটপ, ৭টি স্ক্যানার, ১০টি লেজার প্রিন্টার, ২টি রঙিন লেজার প্রিন্টার, ১৮টি পেন ড্রাইভ, ৮টি কিবোর্ড, ১০টি মাউস, ৫টি ১ টেরাবাইট ইউএসবি ৩.১ এক্সটারনাল এইসডিডি, ল্যাপটপ ২টি, মাউস প্যাড ১৩টি ক্রয় করা হয়েছে। এই খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ২০,০০,০০০.০০(বিশ লক্ষ) টাকা যা থেকে মোট ব্যয় হয়েছে ১৮,১৩,০৫৫.০০(আঠারো লক্ষ তেরো হাজার পঞ্চান্ন) টাকা।

৮.৪.৪ অফিস আসবাবপত্র ক্রয় ও সংগ্রহ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ক গোপনীয় সভা কক্ষের জন্য ১,৭৪,৭০০.০০ টাকা ব্যয়ে ০১টি কনফারেন্স টেবিল, ০৬টি একজিকিউটিভ চেয়ার, ০১টি প্রিমিয়ার কম্পিউটার টেবিল, ০১টি সেল্ফ, ০১টি স্টিল ফাইল কেবিনেট ও ০১টি হোয়াইট বোর্ড ক্রয় করা হয় এবং কাউন্সিলের লাইব্রেরিতে বিভিন্ন গ্রন্থ ও অন্যান্য ডকুমেন্টস রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৯০,৮৮০.০০ টাকা ব্যয়ে ৪টি সেল্ফ ক্রয় করা হয়। কাউন্সিলের দাপ্তরিক প্রয়োজনে বিভিন্ন বিভাগের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাধিকার মোতাবেক ৪টি পাদানি, ৫টি কোট হ্যাঙ্গার, ৪টি কাঠের আলমারী ও ৪টি মোবাইল ড্রয়ার ক্রয় করা হয়েছে। এই খাতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ছিল ৫,০০,০০০.০০(পাঁচ লক্ষ) টাকা যা থেকে মোট ব্যয় হয়েছে ৪,৭৭,১৯২.০০(চার লক্ষ সাতাত্তর হাজার একশত বিরানব্বই) টাকা।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কাউন্সিলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (OTM) এর মাধ্যমে ৬,৯৯,৯৫০.০০ (ছয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত পঞ্চাশ) টাকার ১৮টি ট্রেনিং টেবিল, ৪টি ডাইনিং টেবিল, ১৬টি ট্রেনিং চেয়ার, ২৪টি ডাইনিং চেয়ারসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়।

৮.৪.৫ যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও মেরামত

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কাউন্সিলের প্রয়োজনে বিভিন্ন যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও মেরামত করা হয়েছে। কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও পূর্ণকালীন সদস্যগণের সার্বক্ষণিক ব্যবহারের জন্য ৫টি জিপ ও কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক ব্যবহারের জন্য ৩টি মাইক্রোবাসসহ মোট ৮ (আট)টি যানবাহন রয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এ সকল যানবাহনের বীমা প্রিমিয়াম, মেরামত ও সংরক্ষণ বাবদ ব্যয় হয়েছে ১৩,৮২,২৬৬.৫২/-(তেরো লক্ষ বিরাশি হাজার দুইশত ছেষট্টি সত্তর) টাকা, জ্বালানি বাবদ টাকা ০৯,৮৫,১৪৫.৮৭/-(নয় লক্ষ পঁচাশি হাজার একশত পঁয়তাল্লিশ টাকা সাতাশি পয়সা)। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে যানবাহন ব্যবস্থাপনা ও মেরামত খাতে সর্বমোট টাকা ২৩,৬৭,৪১২.৩৯/-(তেইশ লক্ষ সাতষট্টি হাজার চারশত বারো টাকা ঊনচল্লিশ পয়সা) টাকা ব্যয় হয়েছে।

৮.৪.৬ পণ্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহ (সাধারণ)

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কাউন্সিলের প্রয়োজনে বিভিন্ন পণ্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহ করা হয়েছে। ১ জুলাই ২০২৪ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত কাউন্সিলের আপ্যায়ন বিল বাবদ টাকা ৪,৫১,০৭৮.০০/-(চার লক্ষ একান্ন হাজার সাতাত্তর টাকা), বিদ্যুৎ বিল বাবদ টাকা ৬২,৮২৫.০০/-(বাষট্টি হাজার আটশত পঁচিশ টাকা), ইউটিলিটি সেবা বাবদ টাকা ৮২,৩৫২.০০/-(বিরাশি হাজার তিনশত বায়ান্ন টাকা), পানি বিল বাবদ টাকা ২৫,৪০৫.৭৪/-(পঁচিশ হাজার চারশত পাঁচ টাকা চুয়াত্তর পয়সা), ইন্টারনেট বিল বাবদ টাকা ৪,০০,০০০.০০/-(চার লক্ষ), ডাক বিল বাবদ টাকা ৫৩,১১৪.০০/-(তেপান্ন হাজার একশত চৌদ্দ টাকা), টেলিফোন বিল বাবদ টাকা ৬৫,৬৩১.০০/-(পঁয়ষট্টি হাজার ছয়শত একত্রিশ টাকা), প্রচার ও বিজ্ঞাপন বাবদ টাকা ৩,৪১,৬৪০.৮০/-(তিন লক্ষ একচল্লিশ হাজার ছয়শত চল্লিশ টাকা আশি পয়সা), বইপত্র ও সাময়িকী বিল বাবদ টাকা ২,৪২,৬৫৭.০০/-(দুই লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার ছয়শত সাতান্ন টাকা), প্রকাশনা বিল বাবদ টাকা ২,৯৮,৪২৫.০০/-(দুই লক্ষ আটানব্বই হাজার চারশত পচিশ টাকা), অফিস ভবন

ভাড়া বিল বাবদ টাকা ১,৪০,৫৫,৩০০.০০/-(এক কোটি চল্লিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার তিনশত টাকা), যাতায়াত বিল বাবদ টাকা ২৮,৩৯৫.০০/-(আটাশ হাজার তিনশত পঁচানব্বই), আউটসোর্সিং বাবদ টাকা ৩৬,৭২,২৫৩.৬০/-(ছত্রিশ লক্ষ বাহাত্তর হাজার দুইশত তেপান্ন টাকা ষাট পয়সা), দৈনিক ভিত্তিক মজুরি বাবদ টাকা ৮,২২,৪৫০.০০/-(আট লক্ষ বাইশ হাজার চারশত পঞ্চাশ), ভ্রমণ বিল বাবদ টাকা ১৮,৬৪,২৭২.০০/- (আঠারো লক্ষ চৌষট্টি হাজার দুইশত বাহাত্তর), সম্মানী বাবদ টাকা ১৩,৯৬,০২০.০০/-(তেরো লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার বিশ), অন্যান্য মনিহারী বাবদ টাকা ৩,২০,৪৮৮.০০/-(তিন লক্ষ বিশ হাজার চারশত আটাশি), মুদ্রণ ও বাঁধাই বাবদ ৪,৬৬,২৩৫.০০/-(চার লক্ষ ছেষট্টি হাজার দুইশত পঁয়ত্রিশ), শুদ্ধাচার খাত বাবদ ১,৬৪,৫৩৫.০০/-(এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার পাঁচশত পঁয়ত্রিশ) সহ সর্বমোট টাকা ২,৪৭,৪৫,৮০৫.১৪/- (দুই কোটি সাতচল্লিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার আটশত পাঁচ টাকা চৌদ্দ পয়সা) ব্যয় হয়েছে।

৮.৪.৭ প্রশিক্ষণ ও সেমিনার/কনফারেন্স

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণকে অ্যাক্রেডিটেশন ও বাংলাদেশ ন্যাশনাল কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক (বিএনকিউএফ) প্রশিক্ষণ প্রদান এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ সেমিনার/কনফারেন্স আয়োজন করা হয়েছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে কাউন্সিলের প্রশিক্ষণ আয়োজন বাবদ ২৪,২৬,০৬০.০০ (চব্বিশ লক্ষ ছাব্বিশ হাজার ষাট) টাকা এবং সেমিনার/কনফারেন্স আয়োজন বাবদ ৩৮,৭১,৭৬৮.০০ (আটত্রিশ লক্ষ একাত্তর হাজার সাতশত আটষট্টি) টাকা ব্যয় হয়েছে। এ দুই খাতে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মোট বরাদ্দকৃত ৬৫,০০,০০০.০০ (পঁয়ষট্টি লক্ষ) টাকার মধ্যে মোট ৬২,৯৭,৮২৮.০০ (বাষট্টি লক্ষ সাতানব্বই হাজার আটশত আটাশ) টাকা ব্যয় হয়েছে।

৮.৪.৮ পণ্য ও সেবা সংগ্রহ (মেরামত ও সংরক্ষণ)

১ জুলাই ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৩০ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে কাউন্সিলের অফিস ভবন ও স্থাপনা মেরামত বাবদ ২,৪৩,৭২১.০০/-(দুই লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার সাতশত একুশ), যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম মেরামত বাবদ ৪৫,৭২২.০০/-(পঁয়তাল্লিশ হাজার সাতশত বাইশ) টাকা এবং কম্পিউটার সামগ্রী মেরামত ও সংরক্ষণ বাবদ ২৯,১০৪.০০/-(ঊনত্রিশ হাজার একশত চার) টাকা সহ সর্বমোট ৩,১৮,৫৪৭.০০/- (তিন লক্ষ আঠারো হাজার পাঁচশত সাতচল্লিশ) টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

৮.৪.৯ গবেষণা খাতে ব্যয়

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল গবেষণা নীতিমালা, ২০২২ অনুযায়ী গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান করা হয়। এ অর্থ বছরে গবেষণা খাতে বরাদ্দকৃত ২৮,৫০,০০০.০০ (আটাশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকার মধ্যে মোট ২৮,২২,৬২২.০০ (আটাশ লক্ষ বাইশ হাজার ছয়শত বাইশ) টাকা ব্যয় হয়েছে।

৮.৪.১০ অন্যান্য খাতে ব্যয়

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সদস্য ফি (চাঁদা) বাবদ ৫০,০৬৫.০০/-(পঞ্চাশ হাজার পঁয়ষট্টি), এবং ২৫০০০.০০/-(পঁচিশ হাজার) টাকা প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা বাবদ ব্যয়সহ সর্বমোট ৭৫,০৬৫.০০/- (পঁচাত্তর হাজর পঁয়ষট্টি) টাকা ব্যয় হয়েছে।

৮.৪.১১ ভান্ডার

কাউন্সিলের প্রশাসনিক ও কার্যক্রমিক ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করতে একটি সুসংগঠিত ভান্ডার ব্যবস্থা অপরিহার্য। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে প্রধানত তিনটি খাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ব্যয় হয়েছে ফাইল, ফোল্ডার, প্যাড ও খাম; সিরামিকস পণ্য; এবং স্টেশনারী মালামাল। অফিসিয়াল কাগজপত্র সংরক্ষণ ও দাপ্তরিক কাজের গতি বজায় রাখার লক্ষ্যে ফাইল, ফোল্ডার, প্যাড ও খাম ক্রয় করা হয়। উক্ত খাতে মোট ব্যয় হয়েছে ২,৬২,৭৩৬ টাকা। কাউন্সিলের বিভিন্ন সভা, প্রশিক্ষণ কর্মশালা ও অতিথি আপ্যায়নের জন্য কাউন্সিলের লোগো প্রিন্টসহ সিরামিকস পণ্য ক্রয় করা হয়। সিরামিকস খাতে ব্যয় হয়েছে মোট ২,৯৩,২৩৮ টাকা। অফিসের দৈনন্দিন কাজ পরিচালনার জন্য নিত্য

প্রয়োজনীয় স্টেশনারী মালামাল যেমন কলম, পেন্সিল, মার্কার, কাগজ, স্কেল, স্ট্যাপলার, ক্লিপ ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। এই উপকরণগুলো কর্মীদের কাজের গতি ও নিরবচ্ছিন্নতা রক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখে। স্টেশনারী সামগ্রী খাতে ব্যয় হয়েছে ২,৭৩,২০৮ টাকা। ভবিষ্যতে আরও আধুনিক ও ডিজিটাল স্টোর ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে, যা পণ্য ব্যবস্থাপনাকে আরও স্বচ্ছ ও গতিশীল করবে। একই সঙ্গে চাহিদাভিত্তিক পণ্যের তালিকা প্রস্তুত, আগাম পরিকল্পনা গ্রহণ এবং মাসিক ভান্ডার পর্যালোচনার ব্যবস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ভাণ্ডার বিভাগ নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে এবং কাউন্সিলের সার্বিক দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ভূমিকা রেখেছে।

৮.৪.১২ পরিবহন সুবিধা

সরকারের অনুমোদন গ্রহণক্রমে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও চারজন পূর্ণকালীন সদস্যের জন্য ৫টি জিপ গাড়ি এবং কাউন্সিলে কর্মকর্তাদের যাতায়াত ও প্রশাসনিক কাজে ব্যবহারের জন্য ১টি মাইক্রোবাস রয়েছে। কাউন্সিলের টেবিল অব ইকুইপমেন্ট সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় থাকায় এবং গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারের ব্যয় সংকোচনের সরকারি নির্দেশনা থাকায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে গাড়ি ক্রয় খাতে বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও নতুন গাড়ি ক্রয় করা সম্ভব হয়নি।

৮.৫ অর্থ, পরিকল্পনা ও আইসিটি বিভাগ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বিধায় এর আর্থিক লেনদেন সামগ্রিকভাবে আইন, প্রচলিত সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণে পরিচালিত হয়। প্রাপ্তি ও পরিশোধসমূহ যথাযথ হিসাবভুক্তির মাধ্যমে সম্পাদন করা হয়। সকল লেনদেন ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। পৌনঃপুনিক আয়-ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রাপ্ত বার্ষিক সরকারি আর্থিক মঞ্জুরি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ শিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প (HEQEP) থেকে প্রাপ্ত এন্ডাউমেন্ট ফান্ড (Endowment Fund)-এর জন্য পৃথকভাবে ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের আর্থিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব কাউন্সিলের হিসাব বিভাগের ওপর অর্পণ করা হয়েছে। হিসাব পরিচালনার দায়িত্ব সার্বিকভাবে অর্থ, পরিকল্পনা ও আইসিটি বিভাগের পরিচালকের ওপর ন্যস্ত। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭-এর ধারা ১৯ (১)-এর উপ-ধারা ২ মোতাবেক নিম্নবর্ণিত উৎস হতে কাউন্সিল অর্থ গ্রহণ করতে পারবে:

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত এককালীন থোক বরাদ্দ এবং বার্ষিক আর্থিক মঞ্জুরী;

(খ) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান এবং

(গ) কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত সেবা হতে প্রাপ্ত আয়।

৮.৫.১ বার্ষিক বাজেট বিবরণী

বাজেট আর্থিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নিয়ন্ত্রণের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ক্ষেত্রেও এটি সমভাবে প্রযোজ্য। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭-এর ধারা ২০ অনুসরণে দুই ধরনের অর্থাৎ পৌনঃপুনিক ও উন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন করা কাউন্সিলের দায়িত্ব। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের পৌনঃপুনিক বাজেটে কাউন্সিলের সম্ভাব্য বার্ষিক আর্থিক লেনদেন প্রতিফলিত হয়। প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে কাউন্সিলের চাহিদা অনুযায়ী যুক্তিনির্ভর চলতি বছরের সংশোধিত এবং পরবর্তী বছরের মূল বাজেট প্রণয়নপূর্বক জুন মাসের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মূল দায়িত্ব কাউন্সিলের ওপর বর্তায় এবং এ লক্ষ্যে সরকারি সহায়তা গ্রহণের জন্য প্রয়াস চালানো অপরিহার্য। কাউন্সিলের নিজস্ব জমি অধিগ্রহণ, অবকাঠামো নির্মাণ ইত্যাদি বিষয়ে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন সরকারি প্রচলিত পদ্ধতি, নীতিমালা ও নীতি-নির্দেশিকা অনুসরণ করে প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮.৫.২ অর্থ প্রাপ্তি ও পরিশোধ

কাউন্সিলের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের সার্বিক ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকার আবর্তক অনুদান ৭২,৮২৮,৬৩৯.০০ (সাত কোটি আটাশ লক্ষ আটাশ হাজার ছয়শত ঊনচল্লিশ) টাকা এবং মূলধন অনুদান ৩৪,৯৭,৭৭২/- (চৌত্রিশ লক্ষ সাতানব্বই হাজার সাতশত বাহাত্তর) টাকা সহ মোট ৭,৬৩,২৬,৪১১ (সাত কোটি তেষট্টি লক্ষ ছাব্বিশ হাজার চারশত এগারো টাকা) প্রদান করেছে। কাউন্সিল ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে যানবাহন ব্যবহার বাবদ ৮০,৫০৬/- (আশি হাজার পাঁচশত ছয়) টাকা আয় করে। এ অর্থবছরে প্রাপ্ত নিট ব্যাংক মুনাফার পরিমান ১,৯০,৪৭৪/- (এক লক্ষ নব্বই হাজার চারশত চুয়াত্তর) টাকা, চাকরি ইস্তফা হতে প্রাপ্ত আয় ৫৯,৯৮০/- (ঊনষাট হাজার নয়শত আশি) টাকা, পুরাতন মালামাল এবং দরপত্র বিক্রয় হতে প্রাপ্ত আয় ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকা, অ্যাক্রেডিটেশন ফি ৬,০০,০০০.০০/- (ছয় লক্ষ)টাকা এবং নিয়োগ সম্পর্কিত আয় ৪,০৫,৭০০/- (চার লক্ষ পাঁচ হাজার সাতশত) টাকাসহ মোট আয় ৮,৮০,২৫,৩৭৯/- (আট কোটি আশি লক্ষ পঁচিশ হাজার তিনশত ঊনআশি) টাকা। ব্যয়ের খাতসমূহ হলো (১) বেতন ভাতা, (২) পণ্য ও সেবা, (৩) গবেষণা, (৪) যন্ত্রপাতি, (৫) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, (৬) অন্যান্য মূলধনী ব্যয় (আসবাবপত্র)। খাতওয়ারি ব্যয়সমূহ সারণি-২ এ দেখানো হয়েছে। প্রাপ্ত অর্থ উল্লিখিত ৬টি খাতে ব্যয় করা হয়।

<table>
<tr><th colspan="4">কাউন্সিলের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আয়-ব্যয় হিসাব নিম্নরূপ:</th></tr>
<tr><th colspan="4">অর্থ বছর ২০২৪-২০২৫</th></tr>
<tr><th>ক্রমিক নং</th><th>বিবরণ</th><th>প্রাপ্তি</th><th>পরিশোধ</th></tr>
<tr><td>১</td><td>প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত</td><td>৮,০২৪,৯৭৬.৪৪</td><td></td></tr>
<tr><td>২</td><td>নিয়োগের তহবিল স্থিতি</td><td>১,৩৩০,৭২০.০০</td><td></td></tr>
<tr><td>৩</td><td>প্রাপ্তি (সরকারী অনু)</td><td>৭৭,১১১,৮৩৮.৬২</td><td></td></tr>
<tr><td>৪</td><td>ব্যাংক মুনাফা (নীট)</td><td>১৯০,৪৭৪.০০</td><td></td></tr>
<tr><td>৫</td><td>যানবাহন ব্যবহার হতে আয়</td><td>৮০,৫০৬.০০</td><td></td></tr>
<tr><td>৬</td><td>সিডিউল বিক্রয় আয়</td><td>৩০,০০০.০০</td><td></td></tr>
<tr><td>৭</td><td>গবেষণার অর্থ প্রত্যার্পণ</td><td>১২০,০০০.০০</td><td></td></tr>
<tr><td>৮</td><td>চাকুরি ইস্তফার আয়</td><td>৫৯,৯৮০.০০</td><td></td></tr>
<tr><td>৯</td><td>অনন্যা প্রাপ্ত আয়</td><td>২৭২.০০</td><td></td></tr>
<tr><td>১০</td><td>পূর্বের অগ্রিম সমন্বয়ের আয়</td><td>৫০,০৯২.০০</td><td></td></tr>
<tr><td>১১</td><td>পুরাতন মালামাল বিক্রয়ের আয়</td><td>২০,৮২০.০০</td><td></td></tr>
<tr><td>১২</td><td>অ্যাক্রেডিটেশন ফি</td><td>৬০০,০০০.০০</td><td></td></tr>
<tr><td>১৩</td><td>নিয়োগের আয়</td><td>৪০৫,৭০০.০০</td><td></td></tr>
<tr><td>১৪</td><td>পরিচালন ব্যয় (২০২৪-২৫)</td><td></td><td>৭৬,৩২৬,৪১১.৬২</td></tr>
<tr><td>১৫</td><td>নিয়োগের খরচ (৩০.০৬.২৫) পর্যন্ত</td><td></td><td>৩৩০,৪২১.০০</td></tr>
<tr><td>১৬</td><td>সরকারি অর্থ ফেরত</td><td></td><td>৭৮৫,৪২৭.০০</td></tr>
<tr><td>১৭</td><td>নিয়োগের তহবিল স্থিতি</td><td></td><td>১,৪০৫,৯৯৯.০০</td></tr>
</table>

কাউন্সিলের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের আয়-ব্যয় হিসাব নিম্নরূপ:			
অর্থ বছর ২০২৪-২০২৫			
ক্রমিক নং	**বিবরণ**	**প্রাপ্তি**	**পরিশোধ**
১৮	নিজস্ব তহবিল স্থিতি		৯,১৭৭,১২০.৪৪
১৯	উভয় দিকের যোগফল	৮৮,০২৫,৩৭৯.০৬	৮৮,০২৫,৩৭৯.০৬

৮.৫.৩ এনডাউমেন্ট ফান্ড

২০১৮-১৯ অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে উচ্চ শিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প (HEQEP) হতে প্রাপ্ত এনডাউমেন্ট ফান্ড- এর টাকা ৮০,০০,০০,০০০.০০ (আশি কোটি টাকা)। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে জনতা ব্যাংক বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন শাখায় ০৩টি, জনতা ব্যাংক ফার্মগেট শাখায় ২টি, প্রিমিয়ার ব্যাংক দিলকুশা শাখায় ১টি, এক্সিম ব্যাংক বনানী শাখায় ১টি, এক্সিম ব্যাংক কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ শাখায় ১টি, ইউনিয়ন ব্যাংক ধানমন্ডি শাখায় ১টি, কমিউনিটি ব্যাংক প্রধান কার্যালয়ে ১টি, পূবালী ব্যাংক হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল শাখায় ১টি ও মিউচুয়াল ট্রাস্ট ধানমন্ডি শাখায় ১টি করে মোট ১২টি হিসাবে জমা রাখা হয়। ২০২৪-২৫ অর্থবছরে আনুমানিক মুনাফা ৯৮,০৩১,০০০.০০ (নয় কোটি আশি লক্ষ একত্রিশ হাজার মাত্র) টাকা পাওয়া যেতে পারে।

সারণি ৪: কাউন্সিলের ২০২৪-২৫ অর্থবছরের এনডাউমেন্ট ফান্ডের হিসাব (Endowment Fund)

বিবরণ	২০২৪-২৫ অর্থবছর
	প্রাপ্তি
প্রারম্ভিক তহবিল (১.৭.১৯)	৮০০,০০০,০০০.০০
২০২০-২১ পর্যন্ত মুনাফা	৯৯,৯৩৩,৬০৭.৭১
২০২১-২২ মুনাফা বাবদ প্রাপ্তি	১৭,২৫৩,১২৬.১৬
২০২২-২৩ মুনাফা বাবদ প্রাপ্তি	৫০,৮৪৩,৩৮২.৪৩
২০২৩-২৪ মুনাফা বাবদ প্রাপ্তি	৬৮,৯৭৪,৯৫২.১৭
২০২৪-২৫ সম্ভাব্য মুনাফা বাবদ প্রাপ্তি	৯৮,০৩১,০০০.০০
মোট =	**১,১৩৫,০৩৬,০৬৮.৪৭**

কাউন্সিলের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে এন্ডাউমেন্ট ফান্ড (Endowment Fund) থেকে বিভিন্ন ব্যাংকে জমাকৃত অর্থের হিসাব বিবরণী

ক্রমিক নং	ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা	টাকার পরিমান	মেয়াদপূর্তির তারিখ
১	জনতা ব্যাংক এসএনডি একাউন্ট ইউজিসি শাখা	৯৯১,৯৯৮.৬১	
২	Primier Bank PLC, Dilkusha Branch	১৬৫,৫০০,০০০.০০	২৭.০৯.২০২৫
৩	Communuty Bank PLC, Head Office Brach	১০০,০০০,০০০.০০	১১.০৯.২০২৫
৪	Exim Bank PLC, Bananai Branch	১০০,০০০,০০০.০০	০৪.০৯.২০২৫

ক্রমিক নং	ব্যাংকের নাম ও ঠিকানা	টাকার পরিমান	মেয়াদপূর্তির তারিখ
৫	Union Bank PLC, Elephent Road branch	১০০,০০০,০০০.০০	০৪.০৯.২০২৫
৬	Janata Bank PLC, UGC Branch	২০০,০০০,০০০.০০	৩১.০৭.২০২৫
৭	Janata Bank PLC, Farmgate Branch	২০০,০০০,০০০.০০	০১.০৮.২০২৫
৮	Pubali Bank PLC, hotel inter Continental Branch	৮০,০০০,০০০.০০	০১.০৮.২০২৫
৯	Mutual Trust Bank PLC, Dhanmondi Branch	৮০,০০০,০০০.০০	০১.০৮.২০২৫
১০	Exim Bank PLC, Kazi Nazrul Islam Branch, Karwan Bazar	৩৮,০০০,০০০.০০	০১.০৮.২০২৫
১১	Janata Bank PLC, UGC Branch	৩০,০০০,০০০.০০	০৯.০২.২০২৬
	মোট=	১,০৯৪,৪৯১,৯৯৮.৬১	

৮.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান ২০২৫

সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে শুদ্ধাচার চর্চা উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রণীত “জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১” অনুযায়ী বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রতিবছর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় কাউন্সিল ২০২৪-২৫ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের জন্য কাউন্সিলে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সভাপতি হিসেবে কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য জনাব ইসতিয়াক আহমদ এবং সদস্য হিসেবে কাউন্সিলের পূর্ণকালীন সদস্য প্রফেসর ড. মো. গোলাম শাহি আলম, প্রফেসর ড. গুলশান আরা লতিফা ও প্রফেসর ড. এস, এম, কবীর দায়িত্ব পালন করেন। “জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা, ২০২১” অনুযায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মসম্পাদন মূল্যায়ন বিবেচনায় নিয়ে গ্রেড-২ হতে গ্রেড-৯, গ্রেড-১০ হতে গ্রেড-১৬, গ্রেড-১৭ হতে গ্রেড-২০ ভুক্ত একজন করে মোট তিনজন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। মনোনয়নপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী যথাক্রমে (১) প্রফেসর এ. কে. এম. মুনিরুল ইসলাম, সচিব (গ্রেড ৪); (২) জনাব ফুল পাপিয়া, ক্যাটালগার (গ্রেড ১৬) এবং (৩) জনাব মো. রেজাউল করিম, অফিস সহায়ক (গ্রেড ২০)। শুদ্ধাচার চর্চা ও নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সুশাসন, জবাবদিহিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে এই পুরস্কার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

চিত্র: জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান ২০২৫

৮.৭ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

০৩/১২/২০২৪ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অংশগ্রহণে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি (APA) এর আওতায় 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও জিআরএস সফটওয়্যার' বিষয়ক একটি কর্মশালা কাউন্সিলের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। কর্মশালায় স্বাগত বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিল সচিব প্রফেসর এ.কে.এম মুনিরুল ইসলাম। কর্মশালার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সুশাসন অধিশাখার যুগ্মসচিব জনাব মোঃ মখলেছুর রহমান। এছাড়া ১৮/০৬/২০২৫ খ্রি. তারিখ কাউন্সিলের সভাকক্ষে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক আরও একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালাটিতেও সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। কর্মশালার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয়-১ অধিশাখা (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) এর যুগ্মসচিব জনাব মোছাঃ রোখছানা বেগম। কর্মশালায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সচিব প্রফেসর এ.কে.এম. মুনিরুল ইসলাম ও অ্যাক্রেডিটেশন বিভাগের পরিচালক প্রফেসর নাসির উদ্দিন আহাম্মেদ। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের পরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

এছাড়াও ৩১/১২/২৪ ও ২৩/০৬/২০২৪ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পর্কে স্টেকহোল্ডারদের অবহিতকরণ বিষয়ক দুইটি অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কাউন্সিল সচিব প্রফেসর এ.কে.এম. মুনিরুল ইসলাম। অনলাইন সভায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসির পরিচালক, উপপরিচালকসহ কাউন্সিলের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্রঃ 'Grievance Redress System & GRS Software' বিষয়ক কর্মশালা (৩ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.৮ ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

২০২৪-২৫ অর্থবছরে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ১১ ও ১২ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে 'অফিস ম্যানেজমেন্টঃ নথিপত্র সংরক্ষণ, নথি উপস্থাপন এবং দাপ্তরিক যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক দুই দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। একই বিষয়ে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে ১৬ ও ২৩ মার্চ ২০২৫ খ্রি. তারিখে দুই দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। কর্মশালাটি সঞ্চালনা করেন অর্থ, পরিকল্পনা ও আইসিটি বিভাগের পরিচালক প্রফেসর গৌতম চন্দ্র রায়। কর্মশালার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সচিব জনাব আনোয়ারুল হক সিকদার।

ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ৮ ও ১২ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে 'মাইগভ প্লাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটালাইজেশনযোগ্য সরকারি সেবা চিহ্নিতকরণ ও ডিজিটালাইজেশন' সংক্রান্ত কর্মশালায় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে দুই দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। কর্মশালায় স্বাগত বক্তা ও উপস্থাপক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ, পরিকল্পনা ও আইসিটি বিভাগের পরিচালক প্রফেসর গৌতম চন্দ্র রায়। কর্মশালার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন Aspire to Innovation (a2i) এর ডোমেইন অফিসার আনিকা কেয়া ও জুনিয়র কনসালটেন্ট রুহুল আমিন।

চিত্র: ২০২৪-২৫ অর্থবছর ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অফিস ম্যানেজমেন্ট: নথিপত্র সংরক্ষণ ও নথি উপস্থাপন এবং দাপ্তরিক যোগাযোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কর্মশালা (১১-১২ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

চিত্র: 'মাইগভ প্লাটফর্মের মাধ্যমে ডিজিটালাইজেশনযোগ্য সরকারি সেবা চিহ্নিতকরণ ও ডিজিটালাইজেশন' সংক্রান্ত কর্মশালা (৮ ও ১২ মে ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.৯ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২৬ সেপ্টেম্বর ও ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে অংশীজনের (Stakeholders) উপস্থিতিতে অনলাইনে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভা ২টিতে সভাপতিত্ব করেন কাউন্সিল সচিব প্রফেসর এ.কে.এম. মুনিরুল ইসলাম। সভা

সঞ্চালনা করেন অ্যাক্রেডিটেশন বিভাগের পরিচালক প্রফেসর নাসির উদ্দীন আহম্মেদ। অনলাইন সভায় বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কর্মকর্তাদের পাশাপাশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইকিউএসির পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

একইভাবে ২০ মার্চ ও ২৩ জুন ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে ২টি অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভা ২টিতেও কাউন্সিল সচিব প্রফেসর এ.কে.এম. মুনিরুল ইসলাম সভাপতিত্ব করেন। সঞ্চালনা করেন অ্যাক্রেডিটেশন বিভাগের পরিচালক প্রফেসর নাসির উদ্দীন আহম্মেদ। সভায় অংশীজনের সাথে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন' বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় যেখানে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে সভাপতিত্ব করেন এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারনা দেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ।

এছাড়াও ২৪ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের উপস্থিতিতে 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা' বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে নিয়মিত উপস্থিতি সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করেন কাউন্সিলের সচিব প্রফেসর এ.কে.এম. মুনিরুল ইসলাম। আচরণবিধি (Code of Conduct) বিষয়ে আলোচনা করেন অ্যাক্রেডিটেশন বিভাগের পরিচালক প্রফেসর নাসির উদ্দীন আহম্মেদ। কর্মজীবনে শুদ্ধাচার বিষয়ে আলোচনা করেন কিউএ এন্ড এনকিউএফ বিভাগের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ তাজিব উদ্দিন এবং রেকর্ড সংরক্ষণ বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন অর্থ, পরিকল্পনা ও আইসিটি বিভাগের পরিচালক প্রফেসর গৌতম চন্দ্র রায়।

চিত্র: ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের জাতীয় শুদ্ধাচার ও কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ
(২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

৮.১০ তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন

২০২৪-২৫ অর্থবছরের তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে যথাযথ সময়ে স্বতঃপ্রনোদিতভাবে প্রকাশ যোগ্য তথ্য হালনাগাদ করে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। এ কর্মপরিকল্পনার আওতায় ১৫ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের ৫ম বার্ষিক প্রতিবেদনও ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। এছাড়াও তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ শিরোনামে ২৯/০৮/২০২৪, ২৩/১২/২০২৪ ও

২৯/০৪/২০২৫ খ্রি. তারিখে ৩টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালা ৩টিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ। কর্মশালাগুলোতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলের সচিব প্রফেসর এ.কে.এম. মুনিরুল ইসলাম। কর্মশালায় বিভিন্ন মন্ত্রনালয় ও দপ্তরের তথ্য অধিকার বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ মুখ্য বক্তা হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সকল কর্মকর্তা এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও ২৮/১০/২০২৪ ও ১৯/০৬/২০২৫ খ্রি. তারিখে কাউন্সিল সম্মেলন কক্ষে কাউন্সিলের সকল কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বতঃপ্রনোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একদিনের ২টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ দুটিতে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মেসবাহউদ্দিন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। প্রশিক্ষণে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব জনাব মোহাম্মদ আসাদুল হক এবং গ্রিন ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের জার্নালিজম এবং মিডিয়া কমিউনিকেশনস বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মো. অলিউর রহমান প্রধান আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালা ও প্রশিক্ষণগুলোতে বক্তরা তথ্য কি, নাগরিক জীবনে তথ্যের ভূমিকা, সুশাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় তথ্যের স্বাধীনতা, তথ্য অধিকারের ক্ষেত্রসমূহ, তথ্য স্বাধীনতা কীভাবে জীবনকে সহজ করতে পারে, তথ্য অধিকার আইন কেন প্রয়োজন, তথ্য অধিকার আইন কিভাবে দুর্নীতি কমাতে পারে, জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক সংস্থার মানদণ্ডে তথ্য অধিকারের আইনগত ভিত্তি ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

চিত্র: তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণ কর্মশালা (২৯ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

৯ আলোকচিত্রে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

চিত্র: বিশ্বব্যাংক ও HEAT প্রকল্পের প্রতিনিধি দলের সাথে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সভা (২৪ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

চিত্রঃ HEAT Project এবং Bangladesh Accreditation Council (BAC)-এর মধ্যে Memorandum of Understanding (MOU) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান (২৪ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

Accreditation in Higher Education

চিত্রঃ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহে ‘উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ’ কর্মশালা (২১ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

চিত্রঃ ‘কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন’ বিষয়ক কর্মশালা (২৭ আগস্ট ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

Workshop on
Preparation for Accreditation: Documentation and Evidence
Bangladesh Accreditation Council (BAC)
In Collaboration with Institutional Quality Assurance Cell (IQAC)
Pundra University of Science & Technology

চিত্র: ‘উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ’ কর্মশালা, পুন্ড্র বিশ্ববিদ্যালয়, বগুড়া (২০ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালা

চিত্র: খুলনা অঞ্চলে ‘উচ্চ শিক্ষায় অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ’ কর্মশালা, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা (২০ নভেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ)

CONSULTATION WORKSHOP
BAC ACCREDITATION AND HIGHER EDUCATION
PROFESSOR S M KABIR

চিত্র: নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সাথে ‘Consultation Workshop on Accreditation in Higher Education’
(২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ)

পরিশিষ্ট- ক

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত একাডেমিক অডিটরগণের তালিকা

Sl. No.	Name and Designation	Address	Cell Phone and E-mail
1.	Dr. Md. Mostafizer Rahman Professor	Department of Microbiology Hajee Mohammad Danesh Science and Technology University (HSTU), Dinajpur-5200	01711-978333 mostafiz_tm@yahoo.com; mostafiz_tm@tch.hstu.ac.bd;
2.	Dr. Muhammad Abdul Goffar Khan Professor (PRL)	Department of Electrical and Electronic Engineering Rajshahi University of Engineering & Technology (RUET), Rajshahi-6204	01703-129619 agmagk@gmail.com;
3.	Dr. Mohammad Nayeem Aziz Ansari Professor	Department of Geography Jahangirnagar University (JU), Dhaka-1342	01771-503950 ansari@juniv.edu; ansari@geography-juniv.edu.bd;
4.	Dr. A. K. M. Saifuddin Professor	Department of Physiology Biochemistry and Pharmacology Chittagong Veterinary and Animal Science University (CVASU), Chattogram-4225	01813-309788 saifuddincvu@yahoo.com;
5.	Dr. Gouranga Ch. Chanda Professor (Retd.)	Department of Dairy and Poultry Science Chittagong Veterinary and Animal Science University (CVASU), Chattogram-4225 Present Address: Holding no. 0146 -02, Madhobpur, Sherpur 2100	01711-196228 01832-085775 gcchanda@gmail.com;
6.	Dr. Muhibul Haque Bhuyan Professor	Department of Electrical and Electronic Engineering American International University-Bangladesh (AIUB), Dhaka-1229	01815-657346 01771-057738 muhibulhb@gmail.com; muhibulhb@aiub.edu;
7.	Prof. Dr. Kazi Akhtar Hossain Professor	Department of Accounting and Information System Islamic University (IU), Kushtia-7003	01718-348626 drakhtariu@gmail.com; drakhtar@ais.iu.ac.bd; semonti.nishat@gmail.com;
8.	Dr. Md. Nazmul Haque Professor (Retd.)	Department of Bengali Begum Rokeya University, Rangpur (BRUR) Present Address:Flat# 7G, House: 259/1, New Elephant Road, (Opposite to Bata Signal), Dhaka	01864-852475 nazmul.brur.bn@gmail.com;
9.	Dr. Sheikh Md. Enayetul Babar Professor	Department of Chemical Engineering Biotechnology and Genetic Engineering Discipline Khulna University (KU), Khulna-9208	01726-888444 babar@bge.ku.ac.bd; babarku@yahoo.com; babar@gmail.com;

Sl. No.	Name and Designation	Address	Cell Phone and E-mail
10.	Dr. Swakkhar Shatabda Professor	Department of Computer Science and Engineering BRAC University, Kha 224, Bir Uttam Rafiqul Islam Ave, Dhaka 1212	01776-195310 swakkhar@cse.uiu.ac.bd;
11.	Dr. Md. Mustafizur Rahman Professor	Pharmacy Discipline & Director IQAC Khulna University (KU), Khulna-9208, Bangladesh	01711-485602 dipti0103@yahoo.com; mmrahman0103@pharm.ku.ac.bd;
12.	Dr. Md. Kutub Uddin Professor	Department of Mechanical Engineering Khulna University of Engineering and Technology (KUET), Khulna-9203	01714-087343 kutubuddin@me.kuet.ac.bd; kutub_bitk@yahoo.com;
13.	Dr. M. Shahidul Kabir Professor	Department of Microbiology Notre Dame University Bangladesh (NDUB), Dhaka-1000	01949-622783 01742-140474 mskabir@ndub.edu.bd; kabir.assignment@gmail.com;
14.	Dr. A. K. M. Fazlul Haque Professor	Department of Electrical and Electronic Engineering Daffodil International University (DIU), Dhaka-1340	01713-493021 akmfhaque@daffodilvarsity.edu.bd; director-iqac@daffodilvarsity.edu.bd;
15.	Dr. Md. Matiul Islam Professor	Department of Agrotechnology Khulna University (KU), Khulna-9208	01717-015074 matiul@at.ku.ac.bd;
16.	Dr. Md. Jamal Uddin Bhuiyan Professor	Department of Parasitology Sylhet Agricultural University (SAU), Sylhet-3100	01711-263211 bhuiyanmju.dpp@sau.ac.bd;
17.	Dr. A.K.M. Mohiuddin Professor	Department of Biotechnology and Genetic Engineering Mawlana Bhashani Science and Technology University (MBSTU), Tangail-1902	01718-359862 akmmohiu@yahoo.com;
18.	Dr. Md. Mohsin Uddin Professor	Department of Mathematics Bangladesh Open University (BOU), Gazipur-1705	01726-419436 muddin@bou.ac.bd;
19.	Dr. Mir Mohammad Azad Professor	Department of Computer Science and Engineering World University of Bangladesh (WUB), V92G+8CM, Avenue 6 Lake Drive Uttara Sector 17H, Dhaka 1230	01845-432979 azadrayhan@gmail.com;
20.	Dr. Md. Habibullah Professor	Department of Political Science Varendra University (VU), Rajshahi-6204	01719-534907 01730-406570 habibbogra78@gmail.com; addidirector1@vu.edu.bd;

Sl. No.	Name and Designation	Address	Cell Phone and E-mail
21.	Dr. Tuhin Suvra Roy Professor	Department of Agronomy Sher-e-Bangla Agricultural University (SAU), Dhaka-1207	01710-515090 tuhinsuvra2002@yahoo.bd; tuhinsuvra@sau.edu.bd; tuhinsuvra2002@yahoo.com; tuhinsuvraroy@gmail.com;
22.	Dr. Md. Muhasin Uddin Professor	Department of English Barisal University (BU), Barishal-8200	01711-943101 amuhsinuddin@gmail.com;
23.	Dr. Rajib Lochan Das Professor	Department of Mathematics & Additional Director International University of Business Agriculture and Technology (IUBAT), Dhaka-1230	01771-110369 dasrajib@iubat.edu;
24.	Dr. Mostofa Mahmud Hasan Professor	School of Business & Director, IQAC Khwaja Yunus Ali University (KYAU), Sirajgonj-6751	01711-826210 mmhasanku@gmail.com; mmh.dba@kyau.edu.bd;
25.	Dr. Md. Shahedur Rashid Professor	Department of Geography Jahangirnagar University (JU), Dhaka-1342	01711-365233 m.s.rashed@gmail.com; m.s.rashed@juniv.edu; m.s.rashid@geography-juniv.edu.bd;
26.	Dr. Abdur Rab Miah Professor	Vice-Chancellor, International University of Business Agriculture and Technology (UBAT), Dhaka-1230 Department of Management	01737-678431 01819-224036 abdur.rab45@gmail.com; vc@iubat.edu;
27.	Dr. ANM Ahmed Ullah Professor	Department of Textile Engineering Southeast University (SEU), Dhaka-1208	01717-177867 anm.ahmed@seu.edu.bd;
28.	Dr. Santi Narayan Ghosh Professor	Department of Accounting and Finance & Director, IQAC Bangladesh University of Business and Technology (BUBT), Dhaka-1216	01710-991888 snghosh44@yahoo.com;
29.	Dr. Shaikh Shamim Hasan Professor	Department of Agricultural Extension and Rural Development Gazipur Agricultural University (GAU), Gazipur-1706	01920-156373 01889-125018 shamim.aer@bsmrau.edu.bd; shinuextn120@yahoo.com;
30.	Dr. Jagadish Chandra Joardar Professor	Department of Soil, Water and Environment Khulna University (KU), Khulna-9208	01521-518586 01913-454881 jcjoardar@swe.ku.ac.bd; jcjoardar@gmail.com;
31.	Dr. Md. Harun-Ur-Rashid Askari Professor	Department of English Islamic University, Kushtia-7003	01726-113871 rashidaskari65@gmail.com; rashidaskari65@yahoo.com;

Sl. No.	Name and Designation	Address	Cell Phone and E-mail
32.	Dr. Sufia Islam Professor	Department of Pharmacy & Director, IQAC, East West University (EWU), Dhaka-1212	01614-282327 sufia@ewubd.bd;
33.	Dr. Md. Fokhray Hossain Professor	Department of Computer Science and Engineering Daffodil International University (DIU), Dhaka-1340	01713-493250 drfokhray@daffodilvarsity.edu.bd; international@daffodilvarsity.edu.bd;
34.	Dr. Md. Iqbal Hossain Professor	Department of Business Administration ASA University Bangladesh (ASAUB), Dhaka-1207	01678-013143 ihossain48@yahoo.com;
35.	Dr. Md. Shahidul Islam Professor	Department of Coastal and Marine Fisheries Sylhet Agricultural University (SAU), Sylhet-3100	01715-144508 shahid.cmf@sau.ac.bd; islams2011@yahoo.com; islamms2011@yahoo.com;
36.	Dr. Gous Miah Professor	Department of Genetics and Animal Breeding Chittagong Veterinary and Animal Science University (CVASU), Chattogram-4225	01767-944355 g_miah@yahoo.co.uk; gousmiah@gmail.com;
37.	Dr. Feroz Ahmed Professor	Department of Business Administration Khulna University (KU), Khulna-9208	01914-066201 feroz967@yahoo.com; ferozahmed@ku.ac.bd;
38.	Dr. Md. Imranul Islam Professor	Department of Business Administration Patuakhali Science and Technology University (PSTU), Patuakhali-8602	01741-100033 01927-066300 imranul_slm@yahoo.com; imranul.slm@gmail.com; imranul@pstu.ac.bd;
39.	Dr. Md. Elias Molla Professor	Department of Chemistry Jahangirnagar University (JU), Dhaka-1342	01819-284778 emolla_organic@yahoo.com; emolla_organic@juniv.edu;
40.	Dr. Md. Zakir Hosen Professor	Department of Business Administration Patuakhali Science and Technology University (PSTU), Patuakhali-8602	01714-209306, 01914-209306 zakir@pstu.ac.bd;
41.	Dr. Quazi Sazzad Hossain Professor	Department of Civil Engineering Khulna University of Engineering and Technology (KUET), Khulna-9203	017164-86314 sazzad@ce.kuet.ac.bd; sazzad1999@yahoo.com;
42.	Dr. KMN Sarwar Iqbal Professor	Department of Mechanical Engineering International University of Business Agriculture and Technology (IUBAT), Dhaka-1230	01716-455958 kiqbal@iubat.edu;

Sl. No.	Name and Designation	Address	Cell Phone and E-mail
43.	Dr. Md. Shahabuddin Professor	Department of Bangla & Director, IQAC Jatio Kabi Kazi Nazrul Islam University (JKKNIU), Mymensingh-2224	01712-745758 badalpr@gmail.com; badal_bll@jkkniu.edu.bd;
44.	Dr. Mohammad Salim Hossain Professor	Department of Pharmacy Noakhali Science and Technology University (NSTU), Noakhali-3814	01711-200410 pharmasalim@nstu.edu.bd; pharmasalim@yahoo.com;
45.	Dr. Md. Ziaul Amin Professor	Department of Genetic Engineering and Biochemistry Jashore University of Science and Technology (JUST), Jashore-7408	01709-818158, 01709-818115 aminziajust@yahoo.com; ziaulamin@just.edu.bd;

পরিশিষ্ট-খ

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অ্যাক্রেডিটেশন প্রাপ্তির অভিপ্রায় ব্যক্ত করে আবেদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা

Sl. No.	Name of University	Date of Application	Number of Academic Program
1.	Daffodil International University (DIU)	23.10.2024	6
		10.03.2025	1
2.	Dhaka International University (DhIU)	12.11.2024	2
3.	Prime University (PU)	01.10.2024	1
4.	Jahangirnagar University (JU)	08.07.2024	2
5.	Green University of Bangladesh (GUB)	29.08.2024	1
		26.06.2025	5
6.	Chittagong Independent University (CIU)	30.04.2025	5
		26.05.2025	5
7.	State University of Bangladesh	07.07.2024	14
8.	International University of Business Agriculture and Technology (IUBAT)	29.08.2024	10
9.	Bangladesh University of Textiles (BUTEX)	01.10.2024	8
10.	Bangladesh Army International University of Science and Technology (BAIUST), Cumilla	08.10.2024	3
11.	University of Information Technology and Sciences (UITS)	24.10.2024	4
12.	Bangladesh University of Professionals (BUP)	26.01.2025	19
13.	Khulna University (KU)	16.03.2025	10
14.	Leading University	20.03.2025	10
15.	Pundra University of Science & Technology	27.04.2025	3
		22.05.2025	10
16.	Shahjalal University of Science & Technology (SUST)	05.05.2025	9
17.	University of Comilla	19.06.2025	1
18.	East Delta University (EDU)	25.06.2025	6
	18 Universities	-	135 Academic Programs

পরিশিষ্ট-গ

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে অ্যাক্রেডিটেশনের জন্য আবেদন দাখিলকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা

Sl. No.	Name of University	Name of Academic Program	Date of Submission
		Bachelor of Science in Software Engineering	25.02.2025
1.	Bangladesh University of Business and Technology (BUBT)	B.Sc in Electrical and Electronic Engineering (EEE)	30.01.25
-	**2 Universities**	**3 Academic Programs**	-

পরিশিষ্ট- ঘ

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত এবং বাস্তবায়িত ৫টি গবেষণা প্রকল্প

Sl.	Research Project	Principal Researcher(s)	Co-researcher(s)
1.	RP 022/2024-25: Factors Influencing Teachers' Resistance to Outcome-Based Education Practices: A Case Study on Daffodil International University, Bangladesh	Dr. Imran Mahmud Associate Professor Department of Software Engineering, Daffodil International University, Dhaka 1216. imranmahmud@daffodilvarsity.edu.bd 01711-370502	Dr. Engr. Abdul Kadar Muhammad Masum Professor Department of Software Engineering Daffodil International University, Dhaka-1216. masum.swe@diu.edu.bd 01842-411784
2.	RP 024/2024-25: Investigating the Integration Opportunity of Generative Artificial Intelligence in Higher Education in Bangladesh: A Constructivist Learning Theory Approach	Mr. Md. Mahbubul Alam, PhD Professor Department of Agricultural Extension & Information System, Shere Bangla Agricultural University Dhaka-1207. mahbubul.alam@sau.edu.bd 01711-973825	N/A
3.	RP 047/2024-25: Transforming Educational Practice Towards Outcome-Based Education Curriculum: Challenges of Learning Outcomes for Higher Education	Dr. Kazi Saiful Islam Professor Urban and Rural Planning Discipline Khulna University, Khulna-9208. +880-1671-665533 saiful_ku@yahoo.com	Mr. Md Mostafizur Rahman Associate Professor Urban and Rural Planning Discipline and Additional Director (Quality Assurance), IQAC, Khulna University, Khulna. +8801718110797 mostafiz.rahman@ku.ac.bd
4.	RP 048/2024-25: Challenges of Universities Facing in Implementing Outcome-Based Education Curriculum in Bangladesh	Mr. Masud Rana, PhD Associate Professor Department of Human Resource Management, Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University (JKKNIU), Namapara, Mymensing-2220. +8801718342242 mrana342@yahoo.com	N/A
5.	RP 093/2024-25: Challenges in Outcome- Based Teaching Materials and Evaluation Systems for Economics Programs: Insights from Public Universities in Bangladesh	Dr. Sanjoy Kumar Saha Professor Department of Economics Mawlana Bhashani Science and Technology University, Santosh, Tangail-1902. saha.sk2021@mbstu.ac.bd 01712-659062	Mr. Subrata Saha Associate Professor Department of Economics, Mawlana Bhashani Science and Technology University, Santosh, Tangail-1902. subrataeco2015@mbstu.ac.bd 01736-222987

পরিশিষ্ট- ঙ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-১ শাখা
www.shed.gov.bd

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এনডাউমেন্ট ফান্ড নীতিমালা, ২০২৩

১। **শিরোনাম:** এই নীতিমালা "বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এনডাউমেন্ট ফান্ড নীতিমালা, ২০২৩" নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা:** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই নীতিমালায়-

(১) "উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান" অর্থ-স্নাতক বা তদূর্ধ্ব ডিগ্রি প্রদানকারী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

(২) "এনডাউমেন্ট ফান্ড" অর্থ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ শিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প হইতে প্রাপ্ত ও পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ এবং দেশী-বিদেশী অন্যান্য উৎস হইতে প্রাপ্ত অনুদান।

(৩) "চলতি ফান্ড" অর্থ মেয়াদী আমানতের মোট আয় হইতে অবমূল্যায়ন মাসুল ও কর বাদ দেওয়ার পর যে ফান্ড থাকিবে তাহাই চলতি ফান্ড।

(৪) "ফান্ডের মূল্যমান" অর্থ ফান্ডের মোট সম্পদ যা সময়ে সময়ে বা বার্ষিক প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়।

(৫) "মোট আয়" অর্থ এনডাউমেন্ট ফান্ডের অর্থ বিনিয়োগের ফলে সামগ্রিক আয়।

৩। **ফান্ডের উদ্দেশ্য:** বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স, অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম, ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন ও এতদসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৪। **পরিচালনা কমিটি গঠন:** ফান্ড পরিচালনার জন্য একটি কমিটি থাকিবে। কমিটি নিম্নোক্তভাবে গঠিত হইবে:-

(১) বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর পূর্ণকালীন সদস্য (অর্থ)- সভাপতি

(২) বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর জ্যেষ্ঠতম পূর্ণকালীন সদস্য- সদস্য

(৩) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ (বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগ) এর অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব- সদস্য

(৪) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কমিশনের একজন পূর্ণকালীন সদস্য- সদস্য

(৫) সরকার কর্তৃক মনোনীত সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য- সদস্য

(৬) সরকার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উপাচার্য- সদস্য

(৭) বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর পরিচালক (অর্থ, পরিকল্পনা ও আইসিটি)- সদস্য সচিব

চলমান পাতা/-২

৫। পরিচালনা কমিটির দায়িত্ব ও কার্যাবলি:

(১) এনডাউমেন্ট ফান্ডের উদ্দশ্যে বাস্তবায়নে ফান্ডের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা;

(২) উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে পেশাদারিত্ব অর্জনে কাউন্সিলের প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে অর্থায়নের সুপারিশ;

(৩) কাউন্সিল কর্তৃক কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত উচ্চতর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনায় অর্থায়নের সুপারিশ;

(৪) কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সংক্রান্ত উচ্চতর গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কনফারেন্স আয়োজনে কাউন্সিলকে অর্থায়নের সুপারিশ;

(৫) কাউন্সিল কর্তৃক কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিষয়ে ওয়ার্কশপ, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম আয়োজনে অর্থায়নের সুপরিশ;

(৬) কাউন্সিল কর্তৃক আন্তর্জাতিক কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের সুপারিশ;

(৭) কাউন্সিল কর্তৃক আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ও অ্যাক্রেডিটেশন সংস্থার সদস্য পদ গ্রহণ ও চাঁদা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের সুপারিশ;

৬। পরিচালনা কমিটির সভা:

(১) কমিটির সভাপতি সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(২) সভাপতির অনুপস্থিতিতে কাউন্সিলের জ্যেষ্ঠতম পূর্ণকালীন সদস্য কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৩) কমিটির সভাপতি কমিটির সভার আলোচ্যসূচি, তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি ৬ (ছয়) মাসে কমিটির কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(৪) কমিটির সভার কোরাম পূর্ণ হইতে ন্যূনতম দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে।

(৫) সভার তারিখের কমপক্ষে ৩ (তিন) কর্মদিবস পূর্বে সভা আহ্বান করিতে হইবে। সভার ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে কার্যবিবরণী সকল সদস্যকে প্রেরণ করিতে হইবে। কোন সদস্য যদি মনে করেন কার্যবিবরণী যথাযথভাবে লিখিত হয় নাই, সেই ক্ষেত্রে কার্যবিবরণী প্রাপ্তির ৩ (তিন) কর্মদিবসের মধ্যে সভাপতিকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(৬) কমিটি প্রয়োজনে কোন বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবে বা সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করিতে পারিবে।

চলমান পাতা/-৩

৭। এনডাউমেন্ট ফান্ডের উৎস ও পরিচালনা:

(১) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্প হইতে প্রাপ্ত ৮০,০০,০০,০০০.০০ (আশি কোটি) টাকা এই ফান্ডের প্রাথমিক অর্থ। ইহাই কাউন্সিলের এনডাউমেন্ট ফান্ডের প্রাথমিক প্রকৃত মূল্যমান;

(২) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত দান ও অনুদান।

(৩) সরকারের অনুমোদনক্রমে দেশী-বিদেশী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত দান ও অনুদান। তবে শর্ত থাকিবে যে, দেশী-বিদেশী অনুদান প্রদানকারী কর্তৃক দেয় শর্ত কাউন্সিলের এনডাউমেন্ট ফান্ডের উদ্দেশ্যের সাথে সাংঘর্ষিক হইতে পারিবে না।

(৪) এনডাউমেন্ট ফান্ডের প্রাথমিক প্রকৃত মূল্যমান বা মূল অর্থ কোন অবস্থাতেই ব্যয় করা যাবেনা। উপরন্তু প্রতি বছর এ ফান্ড হতে প্রাপ্ত লাভের ২৫% মূল ফান্ডের সাথে যোগ করিয়া হিসাব পরিচালনা করিতে হইবে।

(৫) এনডাউমেন্ট ফান্ড হতে প্রাপ্ত প্রফিট (৭৫%) কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্য (অর্থ) এর নামে আলাদা ব্যাংক হিসাব খুলে তাদের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে এবং অর্থ ব্যয়ে প্রযোজ্য সকল আর্থিক বিধি-বিধান ও নিয়মাচার আবশ্যিকভাবে প্রতিপালন করিতে হইবে।

(৬) এ অর্থ ব্যয়/বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কোন ধরণের অনিয়ম উদঘাটিত হলে সেক্ষেত্রে বিল পরিশোধকারী কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে।

(৭) বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স, অ্যাক্রেডিটেশন কার্যক্রম, ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন ও এতদসংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও গবেষণা এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৮) এনডাউমেন্ট ফান্ড নীতিমালায় বর্ণিত কাজের সাথে প্রাসংগিক না হলে সরকার যে কোন সময়ে সমুদয় অর্থ সরকারি কোষাগারে নিয়ে নিতে পারিবে।

(৯) সরকারি বিধি অনুযায়ী তফসিলি ব্যাংকে উক্ত অর্থ মেয়াদী আমানত হিসাবে জমা থাকিবে।

(১০) পরিচালনা কমিটির বহি:স্থ সদস্য ও বিশেষজ্ঞগণ অর্থ বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারিত হারে সম্মানী প্রাপ্য হইবেন।

(১১) কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে অর্থ ব্যয় করিতে হইবে।

৮। হিসাব ও নিরীক্ষা:

(১) কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও সদস্য (অর্থ) এর যৌথ স্বাক্ষরে এ ফান্ডের ব্যাংক একাউন্ট পরিচালিত হইবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বৎসর ফান্ডের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি সরকার ও কাউন্সিলের নিকট পেশ করিবেন।

চলমান পাতা/-৪

(৩) উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও **Bangladech Chartered Account Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর 2(1) (b)** এ সংজ্ঞায়িত চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট দ্বারা ফান্ডের হিসাব নিরীক্ষা করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কাউন্সিল এক বা একাধিক চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবে এবং এইরূপ নিয়োগকৃত চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে পারিতোষিক প্রাপ্য হইবেন।

(৪) কাউন্সিলের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োগকৃত চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট এনডাউমেন্ট ফান্ডের সকল রেকর্ড, দলিলাদি, বার্ষিক ব্যালেন্স সিট, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ ইত্যাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, সদস্য বা কাউন্সিলের যে কোন গ্রেডের কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

৯। বার্ষিক প্রতিবেদন:

পরিচালনা কমিটি প্রতি অর্থ বৎসর সমাপ্তির পর, তদকর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সম্বলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া কাউন্সিলের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করিবে এবং অনুমোদিত বার্ষিক প্রতিবেদনটি সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

১০। রহিতকরণ বা সংশোধন:

প্রয়োজনে সরকার এ নীতিমালা রহিত বা সংশোধন করিতে পারিবে।

স্বাক্ষরিত/১১.১২.২০২৩
(সোলেমান খান)
সচিব

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.২০.০০১.১৮ (অংশ)- **৪৬৪**(৮)

তারিখ: ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ / ১১ ডিসেম্বর ২০২৩

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে প্রেরিত হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

১. সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৪. চেয়ারম্যান,বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), পলাশী, নীলক্ষেত, ঢাকা- ১২০৫।
৬. যুগ্মসচিব (বাজেট), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. উপসচিব (বাজেট), শাখা-৩, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০. সচিবের একান্ত সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১. সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১১/১২/২০২৩
(ড. মোঃ ফরহাদ হোসেন)
উপসচিব

পরিশিষ্ট- চ

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (কর্মচারী) প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল প্রবিধানমালা, ২০২৫

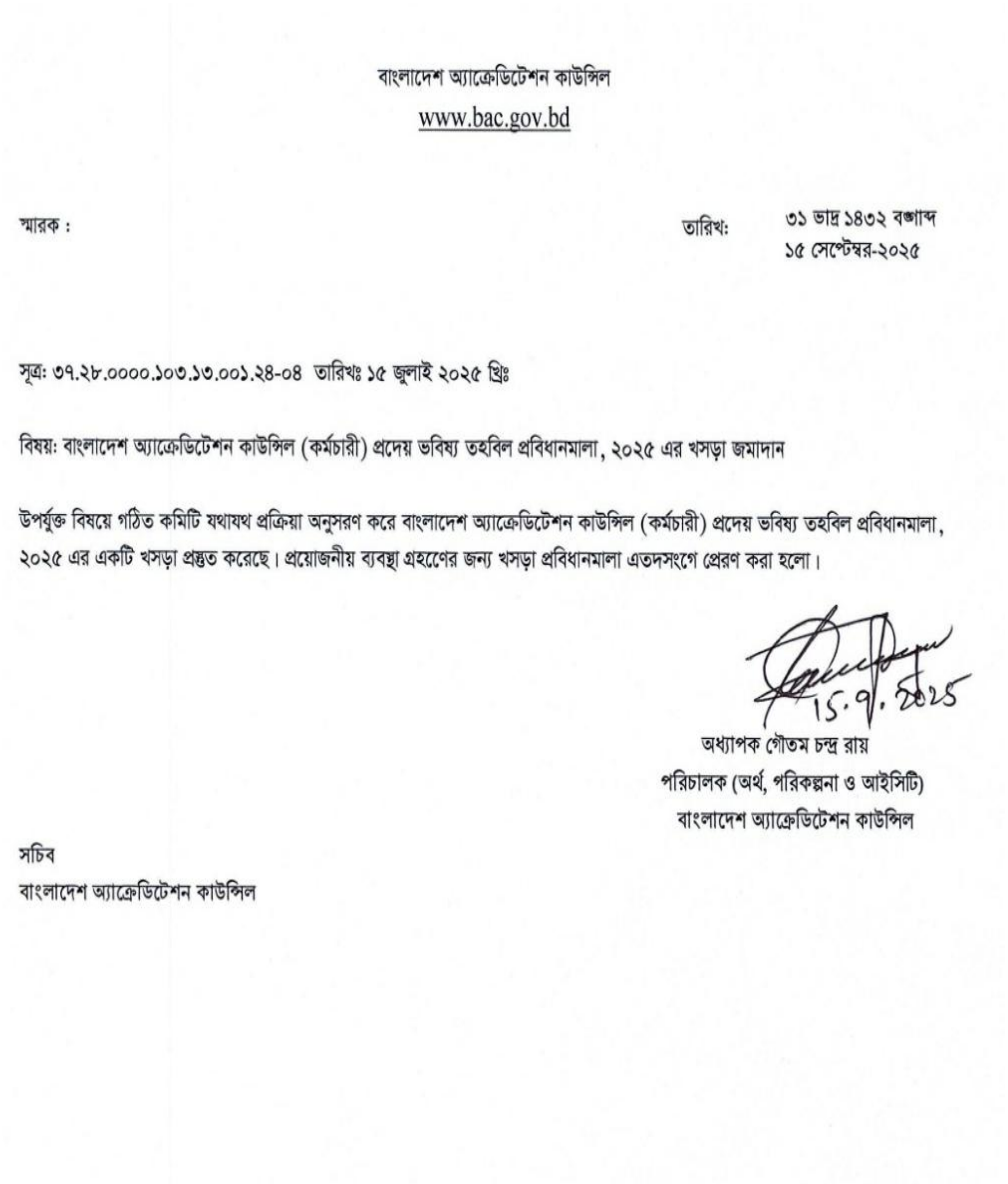

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল
www.bac.gov.bd

স্মারক :

তারিখ: ৩১ ভাদ্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৫ সেপ্টেম্বর-২০২৫

সূত্রঃ ৩৭.২৮.০০০০.১০৩.১৩.০০১.২৪-০৪ তারিখঃ ১৫ জুলাই ২০২৫ খ্রিঃ

বিষয়: বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (কর্মচারী) প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল প্রবিধানমালা, ২০২৫ এর খসড়া জমাদান

উপর্যুক্ত বিষয়ে গঠিত কমিটি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (কর্মচারী) প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল প্রবিধানমালা, ২০২৫ এর একটি খসড়া প্রস্তুত করেছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য খসড়া প্রবিধানমালা এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

15.9.2025

অধ্যাপক গৌতম চন্দ্র রায়
পরিচালক (অর্থ, পরিকল্পনা ও আইসিটি)
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

সচিব
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

‘বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (কর্মচারী) প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল প্রবিধানমালা, ২০২৫’

১। শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন।-(১) এই প্রবিধানমালা বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (কর্মচারী) ‘প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল প্রবিধানমালা, ২০২৫’ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা নিম্নবর্ণিত কর্মচারী ব্যতীত, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা:

(ক) ‘বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭’ -এর ধারা ৬,৭ এবং ১২ এর বলে নিয়োজিত সকল চেয়ারম্যান, পূর্ণকালীন সদস্য, খন্ডকালীন সদস্য এবং সচিব মহোদয়;

(খ) প্রেষণে নিয়োজিত কর্মচারী;

(গ) অস্থায়ী, খন্ডকালীন, দৈনিক বা চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মচারী; এবং

(ঘ) এমন কর্মচারী যাহারা ‘বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১’ -এর ৬০ ও ৬১ এর প্রবিধান অনুসারে এই বিধিমালার অধীন প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল (সিপিএফ) সুবিধাদি প্রাপ্তির ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই।

২। সংজ্ঞা।-(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানমালায়-

(১) **“কর্মচারী”** অর্থ প্রবিধান ১(২) এ বর্ণিত কর্মচারী ব্যতীত কাউন্সিলের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী;

(২) **“চাঁদা”** অর্থ কর্মচারীগণ কর্তৃক প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;

(৩) **“চাঁদাদাতা”** অর্থ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা প্রদানকারী কোনো কর্মচারী;

(৪) **“চেয়ারম্যান”** অর্থ বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান;

(৫) **“কাউন্সিল”** অর্থ ‘বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৭’ (ধারা ৪ এর ১) -এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ‘বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল’;

(৬) **“তহবিল”** অর্থ প্রবিধান ৫ -এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল;

(৭) **“নির্ভরশীল ব্যক্তি”** অর্থ চাঁদাদাতার পরিবারের কোনো সদস্য, পিতা, মাতা, অপ্রাপ্তবয়স্ক ভাই, অবিবাহিত বোন, মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ এবং পিতা-মাতা জীবিত না থাকিলে পিতামহ ও পিতামহী;

(৮) **“পরিবার”** (অ) অর্থ কর্মচারী পুরুষ হইলে, তাহার স্ত্রী বা, ক্ষেত্রমত, স্ত্রীগণ, সন্তান-সন্ততিগণ এবং তাহার মৃত পুত্রের বিধবা স্ত্রী বা স্ত্রীগণ ও সন্তান-সন্ততিগণ, অথবা উক্ত স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিগণের অবর্তমানে উক্ত কর্মচারীর বৈধ উত্তরাধিকারীগণ:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো পুরুষ কর্মচারী প্রমাণ করিতে পারেন যে, আদালতের আদেশ অনুসারে তিনি ও তাহার স্ত্রী আলাদাভাবে বসবাস করেন অথবা তাহার স্ত্রী প্রথাভিত্তিক আইন অনুসারে খোরপোষ লাভের অধিকার পাইয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত স্ত্রীকে পরিবারভুক্ত করিবার জন্য উক্ত কর্মচারী কর্তৃক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, উক্ত স্ত্রী এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না;

(আ) আরও শর্ত থাকে যে, যদি কোনো মহিলা কর্মচারী তাহার স্বামীকে এই প্রবিধানমালার অধীন কোনো সুবিধা পাইবার ক্ষেত্রে তাহার পরিবারভুক্ত না করিবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট

লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন, উহার বিপরীত ইচ্ছা প্রকাশ না করা পর্যন্ত, তাহা হইলে উক্ত স্বামী এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না;

(৯) **"অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল"** অর্থ কর্মচারীগণের মাসিক বেতন হইতে প্রদত্ত নিয়মিত মাসিক চাঁদা এবং উক্ত চাঁদার অর্থের সুদ সমন্বয়ে গঠিত তহবিল;

(১০) **"উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ"** অর্থ এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোনো নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদনের জন্য কাউন্সিল কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা;

(১১) **"ব্যবস্থাপনা বোর্ড"** অর্থ প্রবিধান ৪ এর অধীন গঠিত বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল কর্মচারী 'অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল' জনিত তহবিল ব্যবস্থাপনা বোর্ড;

(১২) **"তফসিল"** অর্থ এই প্রবিধানমালার কোনো তফসিল;

(১৩) **"সভাপতি"** অর্থ তহবিল ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সভাপতি;

(১৪) **"সদস্য"** অর্থ তহবিল ব্যবস্থাপনা বোর্ডের কোনো সদস্য;

(১৫) **"ফরম"** অর্থ এই প্রবিধানমালার কোনো ফরম;

(১৬) **"বৎসর"** অর্থ ১ জুলাই তারিখ হইতে শুরু করিয়া ৩০ জুন তারিখ পর্যন্ত ;

(১৭) **"বোর্ড"** অর্থ প্রবিধান ৩ এর অধীন গঠিত প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল ব্যবস্থাপনা বোর্ড; এবং

(১৮) **"মনোনীত ব্যক্তি"** অর্থ প্রবিধান ৮ এর অধীন মনোনীত কোনো ব্যক্তি।

(২) এই প্রবিধানমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলের 'কর্মচারী চাকরি প্রবিধানমালা, ২০২১' এবং 'সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ১৯৭৯' এ যে অর্থ ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থ ব্যবহৃত হইবে।

৩। **তহবিল ব্যবস্থাপনা বোর্ড**।-(১) তহবিলের ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল ব্যবস্থাপনা বোর্ড গঠিত হইবে, যথা:

(ক) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল-যিনি উহার চেয়ারম্যান হইবেন;

(খ) সদস্য (অর্থ, পরিকল্পনা ও আইসিটি), বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল-পদাধিকার বলে;

(গ) কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত একজন পূর্ণকালীন সদস্য, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল;

(ঘ) কাউন্সিল সচিব, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল-পদাধিকার বলে;

(ঙ) পরিচালক (অর্থ, পরিকল্পনা ও আইসিটি), বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল-পদাধিকার বলে;

(চ) পরিচালক (অ্যাক্রেডিটেশন), বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল-পদাধিকার বলে;

(ছ) পরিচালক (কিউএ অ্যান্ড এনকিউএফ), বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল-পদাধিকার বলে;

(জ) কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কর্মচারীগণের মধ্য হতে একজন পুরষ এবং একজন মহিলা প্রতিনিধি;

(ঝ) উপপরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা), বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল-যিনি প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল ব্যবস্থপনা বোর্ডের ট্রেজারার হইবেন;

(ঞ) সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল-যিনি উহার সদস্য সচিব হইবেন;

(২) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল-যিনি উপর্যুক্ত তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন;

(৩) বোর্ডের কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য উহার সদস্যগণের সমন্বয়ে এক বা একাধিক কমিটি বা উপ-কমিটি গঠন করা যাইবে।

(৪) বোর্ডের দায়িত্ব পালনের জন্য উহার কোনো সদস্য কোনো বেতন, ভাতা, সম্মানী বা পারিতোষিক পাইবেন না।

(৫) বোর্ডের সভায় কোরামের জন্য চেয়ারম্যানসহ অন্যূন ৭ (সাত) জন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে।

৪। বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলি।- বোর্ডের ক্ষমতা ও কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা:

(ক) তহবিলের অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও উহার রক্ষণাবেক্ষণ;

(খ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(গ) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) প্রতি বৎসর জুলাই মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে তহবিলের আয়, ব্যয়, বিনিয়োগ ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে কাউন্সিলের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন; এবং

(ঙ) প্রয়োজনবোধে তহবিলের জন্য কাউন্সিলের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে ঋণ গ্রহণ;

(চ) উল্লিখিত কার্যাবলি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সকল আনুষঙ্গিক কার্যক্রম গ্রহণ।

৫। প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল গঠন ও পরিচালনা।-(১) এই প্রবিধানমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্ত অর্থের সমন্বয়ে কাউন্সিলের 'প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল' নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে, যথা:

(ক) চাঁদাদাতা কর্তৃক প্রদত্ত মাসিক চাঁদা এবং গৃহীত অগ্রিমের বিপরীতে প্রদত্ত কিস্তি ও সুদ;

(খ) Contributory Provident Fund Rules, 1979 এবং সরকার কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(গ) তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ হইতে অর্জিত আয়; এবং

(ঘ) অন্যান্য বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ, যেমন, কোনো কর্মচারী নিজস্ব ব্যালেন্সের উপর সুদ সংক্রান্ত অর্থের দাবি প্রত্যাহার করিলে বা তামাদি ব্যালেন্সের অর্থ থাকিলে উক্ত অর্থ।

(২) তহবিল বাংলাদেশি মুদ্রায় সংরক্ষিত হইবে।

(৩) ট্রেজারার বোর্ডের পক্ষে তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন।

(৪) ট্রেজারার বোর্ডের পক্ষে তহবিলের হিসাব পরিচালনার জন্য একটি পৃথক ব্যাংক একাউন্ট সংরক্ষণ করিবেন যাহাতে অর্থসমূহ জমা থাকিবে।

(৫) বোর্ড তহবিলের অর্থ এইরূপে বিনিয়োগ করিবে যাহাতে বিনিয়োগ হইতে সম্ভাব্য সর্বাধিক আয় হয়, এবং এতদুদ্দেশ্যে, বোর্ড, তহবিলের সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থ কোনো তফসিলি ব্যাংকে, স্থায়ী আমানত বা সরকারি সঞ্চয়পত্র বা সরকারি বন্ডে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।- এই উপ-প্রবিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, "তফসিলি ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (President's Order No. 127 of 1972) এর Article 2 এর clause (j) এ সংজ্ঞায়িত Scheduled Bank।

(৬) এই তহবিলের ব্যাংক হিসাব চেয়ারম্যান ও চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত একজন পূর্ণ কালীন সদস্যের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।

৬। তহবিলে অন্তর্ভুক্তির যোগ্যতা।-(১) কাউন্সিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তহবিলের সদস্য হইবার যোগ্য বিবেচিত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ভূতাপেক্ষভাবে কার্যকারিতা প্রদান করিয়া কোনো কর্মচারীকে স্থায়ীকরণ করা হইলে উক্ত আদেশ জারির তারিখ হইতে তিনি তহবিলে অন্তর্ভুক্তির যোগ্যতা অর্জন করিবেন।

(২) অন্য কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের অংশ তহবিলের সুবিধাভোগকারী কোনো কর্মচারী কাউন্সিলের নিয়মিত কোনো পদে নিযুক্ত হইলে তিনি তহবিলে যোগদানের যোগ্য হইবেন:

৭। তহবিলে চাঁদাদাতার সদস্যভুক্তি ও হিসাব নম্বর প্রাপ্তির আবেদন।-(১) কাউন্সিলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ তহবিলের সদস্য হইবার পর সংশ্লিষ্ট আদেশের কপি ও আনুষঙ্গিক কাগজপত্রসহ 'ফরম-১' পূরণপূর্বক উহার ৩ (তিন) প্রস্ত সহ চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করিবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) অনুযায়ী প্রাপ্ত আবেদন পত্র যাচাই-বাছাইয়ের জন্য কাউন্সিল চেয়ারম্যান ট্রেজারারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) ট্রেজারার সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর আবেদন যাচাই-বাছাই করিয়া সন্তুষ্ট হইলে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে তাঁহার অনুকূলে তহবিল নম্বর ইস্যুপূর্বক আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন।

(৪) কোনো কর্মচারী প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে যোগদানের ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে, তিনি প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা প্রদান অব্যাহত রাখিবেন না বলিয়া গণ্য করা হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে তিনি এই প্রবিধানমালার অধীন প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের সুবিধাদি পাইবার অধিকারী হইবেন না।

(৫) উপ-প্রবিধান (৩) অনুযায়ী কোন কর্মচারীকে তহবিল নম্বর প্রদান করা হইলে উক্ত নম্বরের অনুকূলে চাঁদাদাতার চাঁদা ও কাউন্সিলের অনুদান জমা করা হইবে।

৮। মনোনয়ন।-(১) প্রত্যেক চাঁদাদাতা তহবিলে যোগদানের সময় তাহার মৃত্যুর পর উক্ত তহবিলে তাহার জমাকৃত অর্থ উত্তোলনের জন্য তাহার পরিবাররের এক একাধিক ব্যক্তিকে ফরম-২ অনুযায়ী মনোনয়ন প্রদান করিয়া চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মনোনয়ন প্রদানের সময় চাঁদাদাতার পরিবারের কোনো সদস্য না থাকিলে যে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে মনোনয়ন প্রদান করা যাইবে:

আরো শর্ত থাকে যে, মনোনয়নকালে চাঁদাদাতার পরিবার না থাকিলে, তিনি যে কোনো ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবেন, কিন্তু যখনই তিনি পরিবারভুক্ত হইবেন তখনই পূর্বের মনোনয়ন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই ক্ষেত্রে একটি নূতন মনোনয়নপত্র চেয়ারম্যানের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর বিধান মোতাবেক কেহ একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন প্রদান করিয়া থাকিলে প্রত্যেকের প্রাপ্য অনুপাত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে, তবে মনোনয়নপত্রে এইরূপ কিছু উল্লেখ না থাকিলে মনোনীত সককলেই সমহারে জমাকৃত অর্থ পাইবেন।

(৩) কোনো চাঁদাদাতা যেকোনো সময় চেয়ারম্যানের নিকট ফরম-৩ অনুযায়ী লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিয়া তাহার মনোনয়ন বাতিল করিতে পারিবেন:

(৪) প্রত্যেকটি বৈধ মনোনয়নপত্র এবং বাতিলকরণের নোটিশ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান কর্তৃক গৃহীত হইবার দিন হইতে কার্যকর হইবে।

(৫) মনোনীত ব্যক্তি অপ্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাহার পক্ষে তহবিলে অর্থ গ্রহণের জন্য একজন অভিভাবক নিয়োগ করিতে হইবে।

(৬) কোনো চাঁদাদাতা উপ-প্রবিধান (১) অনুসারে মনোনয়ন প্রদান না করিয়া মৃত্যুবরণ করিলে তহবিলের অর্থ উত্তরাধিকারের প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে উক্ত চাঁদাদাতার বৈধ উত্তরাধিকারগণকে সমহারে প্রদান করিতে হইবে।

৯। কাউন্সিলের অনুদান।- কাউন্সিলের প্রত্যেক চাঁদাদাতা প্রতি মাসে মূল বেতনের সর্বনিম্ন ১০% সর্বোচ্চ ১৫% হারে চাঁদা প্রদান করিবেন এবং কাউন্সিল চাঁদা দাতার মূল বেতনের ১০% অর্থ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল অনুদান দিবে। কাউন্সিল সময় সময় উক্ত হার পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

১০। সদস্যের চাঁদা ।-(১) প্রত্যেক কর্মচারী কর্তব্যরত থাকা অবস্থায় অথবা প্রেষণে অথবা বৈদেশিক চাকরিতে থাকাবস্থায় প্রতি মাসে মূল বেতনের সর্বনিম্ন ১০% এবং সর্বোচ্চ ১৫% হারে তহবিলে চাঁদা প্রদান করিবেন।

(২) কোনো চাঁদাদাতা তহবিলে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে কাউন্সিল তাহার নামে একটি নূতন তহবিল নম্বর প্রদান করিবে এবং প্রত্যেকবার চাঁদা প্রদানের সময় উক্ত নম্বর উল্লেখ করিতে হইবে।

(৩) ছুটিতে থাকাকালীন চাঁদা প্রদান না করিবার জন্য কোনো চাঁদাদাতা তাহার ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিবার ক্ষেত্রে চাঁদাদাতা–

(ক) নিজে বেতন উত্তোলনের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মচারী (Self Drawing Officer) হইলে, ছুটিতে যাইবার পরে প্রথম বেতন বিল দাখিল করার সময় হইতে চাঁদা বাবদ কোনো অর্থ কর্তন করিবেন না; এবং

(খ) নিজে বেতন উত্তোলনের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মচারী (Self Drawing Officer) না হইলে, ছুটিতে যাইবার পূর্বেই ছুটিকালীন চাঁদা কর্তন না করিবার জন্য চেয়ারম্যান বরাবর লিখিত আবেদন করিবেন।

(৪) উপ-প্রবিধান (৩) এর অধীন কোন ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে

(৫) কোনো কর্মচারী সাময়িক বরখাস্ত থাকিলে বা বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটিতে থাকিলে উক্ত সময়ে চাঁদা কর্তন বন্ধ থাকিবে এবং বরখাস্ত বা বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটিতে থাকাকালীন কাউন্সিল উক্ত চাঁদাদাতার তহবিলে কোন অনুদান প্রদান করিবে না।

(৬) কোনো কর্মচারী সাময়িক বরখাস্ত হইতে কর্তব্যকাল গণনাপূর্বক অথবা পূর্ণ গড় বেতনে ছুটি মঞ্জুরপূর্বক চাকরিতে পূনর্বহাল হইবার পর তিনি একসঙ্গে অথবা আংশিকভাবে বরখাস্তকালীন সময়ের বকেয়া পরিমাণ চাঁদা প্রদান করিতে পারিবেন।

(৭) কোনো কর্মচারী অবসর গ্রহণ বা ইস্তফা প্রদান করিলে কিংবা চাকরি হইতে অব্যাহতি, অপসারণ বা বরখাস্ত হইলে অথবা মৃত্যুবরণ করিলে অপূর্ণ মাসের ক্ষেত্রে চাঁদা কর্তন করা যাইবে না।

(৮) প্রত্যেক কর্মচারীর নিকট থেকে যে অর্থ চাঁদা হিসেবে আদায় হইবে এবং প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে জমা হইবে। সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অবসরের সময়/চাকুরী অবসানের সময় এই প্রবিধানমালার প্রাপ্যতার নিয়মানুযায়ী সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর জমাকৃত (মূল জমা) অর্থের ১০০% ভাগ অর্থ কাউন্সিল থেকে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে প্রদেয় হইবে। কাউন্সিলের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হইলে বোর্ডের সিদ্ধান্তক্রমে কাউন্সিলের প্রদেয় অংশ মূল জমার

সমপরিমাণে (১০০%) উন্নীত করা যাইবে। এবং কাউন্সিল অবসর গ্রহণকারী কর্মচারীকে তাহার জমাকৃত অর্থের অতিরিক্ত ৫০% শতাংশ প্রদান করিবে।

১১। চাঁদা আদায়।-(১) প্রদেয় চাঁদা, বেতন গ্রহণকালে চাঁদাদাতার বেতন হইতে কর্তনের মাধ্যমে আদায় করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো চাঁদাদাতা প্রেষণে বা বৈদেশিক চাকরির কারণে অন্য কোনো উৎস হইতে বেতন গ্রহণ করিলে সংশ্লিষ্ট চাঁদাদাতাকে তহবিলে প্রদেয় চাঁদা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসেবে নগদে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(২) কোনো চাঁদাদাতা কাউন্সিল কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ হইতে চাঁদা প্রদান না করিয়া থাকিলে তাহার বকেয়া চাঁদার মোট অর্থ সুদসহ তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে। অন্যথায় চেয়ারম্যানের নির্দেশক্রমে বেতন হইতে কিস্তির মাধ্যমে বা অন্যরূপে উক্ত অর্থ আদায়ের জন্য নির্দেশ করিবেন। তবে অগ্রিম প্রদানের ক্ষমতাসম্পন্ন কর্মচারী, বিশেষ কারণে, উক্ত অর্থ প্রদানের জন্য কিস্তি মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৩) কাউন্সিল চাঁদাদাতার প্রেষণ বা বৈদেশিক চাকরিতে থাকাকালীন প্রদানযোগ্য চাঁদা আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১২। চাঁদাদাতা প্রেষণ বা বৈদেশিক চাকরিতে নিয়োজিত থাকাকালীন চাঁদা আদায়।-কেনো চাঁদাদাতা বৈদেশিক চাকরিতে নিয়োজিত হইলে অথবা দেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে অন্য কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের চাকরিতে প্রেষণে কর্মরত থাকিলেও তিনি তহবিলের আওতাভুক্ত থাকিবেন এবং প্রেষণে না থাকিলে তিনি যেরূপে তহবিলে চাঁদা প্রদান করিতেন সেইরূপে চাঁদা প্রদান করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই ক্ষেত্রে তাহার হিসাবের বিপরীতে কাউন্সিল হইতে কোনো অনুদান প্রদান করা হইবে না।

১৩। সুদ।-(১) বোর্ড তহবিলের হিসাবে বাৎসরিক অর্জিত সুদ ও অন্যান্য আয়ের ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে প্রত্যেক চাঁদাদাতাকে তাহার অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের হিসাবে জমাকৃত চাঁদার উপর সুদ প্রদান করিবে।

(২) জমাকৃত অর্থের উপর ৩০শে জুন তারিখে আর্থিক বৎসর অনুসারে সংশ্লিষ্ট হিসাবে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে সুদ প্রদান করা হইবে, যথাঃ

(ক) পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের শেষ দিন পর্যন্ত চাঁদাদাতার হিসাবে জমাকৃত অর্থের উপর ১২ (বারো) মাসের সুদ;

(খ) চলতি অর্থ বৎসরে অগ্রিম হিসাবে উত্তোলিত অর্থের উপর চলতি বৎসরের প্রথম মাস হইতে যে মাসে উত্তোলন করা হইয়াছে সেই মাসের পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সুদ; এবং

(গ) চলতি অর্থ বৎসরে চাঁদাদাতার হিসাবে বিভিন্ন মাসে জমাকৃত অর্থের উপর জমা প্রদানের তারিখ হইতে চলতি অর্থ বৎসরের শেষ দিন পর্যন্ত সময়ের জন্য সুদ।

(৩) বেতন হইতে চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে, যে মাসে চাঁদা আদায় করা হইয়াছে সেই মাসের প্রথম তারিখে উহা জমা হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং চাঁদাদাতা কর্তৃক চাঁদা জমার ক্ষেত্রে যদি কাউন্সিলের অর্থ ও হিসাব শাখা কর্তৃক উহা মাসের ৪ (চার) তারিখের মধ্যে গৃহীত হয়, তবে যে মাসের জন্য গৃহীত হইবে সেই মাসের প্রথম দিন জমা হিসাবে গণ্য করা হইবে, কিন্তু যদি উহা ৪ (চার) তারিখের পরে গৃহীত হয়, তবে পরবর্তী মাসের প্রথম দিন হইতে জমা হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(৪) কোনো চাঁদাদাতার প্রদেয় অর্থ এবং উক্ত অর্থের উপর কাউন্সিলের প্রদানকৃত অনুদান সর্বশেষ মাসের পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন পর্যন্ত প্রাপ্য ব্যক্তিকে সুদ প্রদান করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, পরিচালক (অর্থ, পরিকল্পনা ও আইসিটি) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বা তাহার মনোনীত কোনো ব্যক্তিকে জমাকৃত অর্থ নগদে পরিশোধের বিষয়টি অবহিত করিলে অথবা উক্ত ব্যক্তিকে ডাকযোগে ক্রস চেক প্রেরণ করিলে, যে তারিখে তাহাকে অবহিত করা হইয়াছে বা ক্রস চেকটি ডাকযোগে প্রেরণ করা হইয়াছে, সেই তারিখের পূর্ববর্তী মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সুদ প্রদানযোগ্য হইবে।

(৫) চাঁদাদাতা সুদ গ্রহণ না করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কাউন্সিলের চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে অবহিত করিলে, তাহার হিসাবে সুদ জমা করা হইবে না, কিন্তু তিনি তৎপরবর্তী সময়ে সুদ দাবি করিলে, যে অর্থ বৎসরে সুদ দাবি করা হইবে, সেই অর্থ বৎসরের ১ জুলাই তারিখ হইতে সুদ জমা করা হইবে এবং প্রদেয় সুদ চাঁদাদাতার হিসাবে পূর্বে জমা হইলেও তাহার সুদ পরিহার করিবার লিখিত অবহিতকরণের ফলে প্রদত্ত সুদ তাহার হিসাবে ডেবিট এবং তহবিল ক্রেডিটকরণের মাধ্যমে সমন্বয় করা হইবে।

(৬) এই প্রবিধানমালার অধীন জমাকৃত অর্থের উপর যে সুদ চাঁদাদাতার জমার সহিত একীভূত হইবে সেই একীভূত অর্থের উপর উপ-প্রবিধান (১) মোতাবেক নির্ধারিত হারে সুদ প্রদান করা হইবে।

১৪। **তহবিল হইতে অগ্রিম গ্রহণ**।-(১) যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে, কেবল নিজস্ব চাঁদা ও উহার সুদ বাবদ জমাকৃত অর্থ হইতে চাঁদাদাতাকে অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে।

(২) এই প্রবিধানের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,

(ক) আবেদনকারী নবম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত কর্মচারী হইলে, গৃহ নির্মাণ ও বিশেষ বিবেচনা ব্যতিরেকে অন্যান্য অগ্রিম মঞ্জুরির ক্ষেত্রে, কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কাউন্সিল সচিব মঞ্জুরি প্রদান করিবেন; এবং

(খ) গৃহ নির্মাণ ও বিশেষ বিবেচনা এবং অপরিশোধযোগ্য অগ্রিম মঞ্জুরি উভয়ের ক্ষেত্রে, কাউন্সিল চেয়ারম্যান মঞ্জুরি প্রদান করিবেন।

(৩) অগ্রিমের পরিমাণ ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখসহ অগ্রিমের জন্য ফরম-৪ এর নির্ধারিত ছকে কাউন্সিল চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করিতে হইবে।

(৪) আবেদনকারীর আবেদন তাহার অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত সংগতিপূর্ণ এবং নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে অগ্রিমের অর্থ ব্যবহৃত হইবে মর্মে মঞ্জুরকারীর নিকট সন্তোষজনক প্রতীয়মান হইলে অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে, যথা:

(ক) আবেদনকারী বা তাহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তির অসুস্থতার চিকিৎসা ও ব্যয়বহুল চিকিৎসার জন্য;

(খ) আবেদনকারীর নিজের বা তাহার উপর নির্ভরশীল কোনো ব্যক্তির শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(গ) আবেদনকারীর নিজের বা তাহার উপর নির্ভরশীল কোনো ব্যক্তির বিবাহ বা ধর্মীয় বা সামাজিক প্রথানুযায়ী অনুষ্ঠিতব্য কোনো অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(ঘ) বিবাহ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অথবা ধর্মীয় বা সামাজিক অনুষ্ঠানে, মর্যাদা অনুসারে, অবশ্য পালনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(ঙ) জীবন বিমার কিস্তি প্রদানের জন্য;

(চ) বাসগৃহ নির্মাণ, বাসগৃহ নির্মাণের নিমিত্ত জমি বা ফ্ল্যাট ক্রয় অথবা বাসগৃহ মেরামতের জন্য বা এই উপ-প্রবিধানে বর্ণিত প্রয়োজনে ব্যক্তিগতভাবে গৃহীত ঋণ পরিশোধের জন্য;

(ছ) মুসলিম চাঁদাদাতার ক্ষেত্রে প্রথমবার হজ পালনের জন্য এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর চাকুরি জীবনে একবার এই অগ্রিম পাইবে;

(জ) পারিবারিক কোনো ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(ঝ) তীর্থস্থান ভ্রমনের ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(ঞ) নিম্নবর্ণিত শর্তসাপেক্ষে মুসলিম চাঁদাদাতার স্ত্রীর মোহরানার দাবি পূরণের উদ্দেশ্যে, যথা:

> (অ) চাঁদাদাতার বিবাহের ব্যয়ের জন্য একবার অগ্রিম গ্রহণ করিয়া থাকিলে, পরবর্তী পর্যায়ে মোহরানার জন্য কোনো অগ্রিম পাইবেন না;
>
> (আ) মোহরানার প্রকৃত পরিমাণের প্রমাণক দাখিল করিতে হইবে; এবং
>
> (ই) চাঁদাদাতা অগ্রিম গ্রহণের এক মাসের মধ্যে তিনি যে প্রকৃত পক্ষে মোহরানার অর্থ পরিশোধ করিয়াছেন উহার প্রমাণক দাখিল করিবেন, অন্যথায় অগ্রিম হিসাবে প্রদত্ত অর্থ তাহার নিকট হইতে এককালীন আদায়যোগ্য হইবে।

(৫) ফ্ল্যাট ক্রয়, বাসগৃহ নির্মাণ ও বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত, আবেদনকারীর নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) এর অধিক অর্থ অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না এবং বিশেষ বিবেচনা ব্যতীত প্রথম গৃহীত অগ্রিম ও উহার সুদ পরিশোধের ১ (এক) বৎসরের মধ্যে দ্বিতীয় অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, যে ক্ষেত্রে প্রথম অগ্রিম গ্রহণের সময় অগ্রিম প্রদানযোগ্য সম্পূর্ণ অর্থ গৃহীত না হইয়া থাকে সেই ক্ষেত্রে প্রথম অগ্রিম চালু থাকাকালীন দ্বিতীয় অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইতে পারে, তবে দ্বিতীয় অগ্রিমের পরিমাণ আবেদনকারীর দ্বিতীয় অগ্রিম প্রদানকালে তাহার নিজস্ব হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) -এর অধিক হইবে না।

(৬) বিশেষ বিবেচনার কারণ উল্লেখ করিয়া চাঁদাদাতার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) পর্যন্ত অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে এবং একইসঙ্গে সর্বোচ্চ ৩ (তিন)টি অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে।

(৭) বাসগৃহ নির্মাণ বা মেরামত এবং ফ্ল্যাট বা জমি ক্রয় সংক্রান্ত অগ্রিম নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে মঞ্জুর করা যাইবে, যথা:

> (ক) এইরূপ অগ্রিমের পরিমাণ চাঁদাদাতার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৮০% (আশি শতাংশ) -এর অধিক হইবে না:
>
> তবে শর্ত থাকে যে, বাসগৃহ মেরামতের জন্য অগ্রিম প্রদানের ক্ষেত্রে জমাকৃত অর্থের ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ) -এর অধিক অর্থ অগ্রিম হিসাবে প্রদান করা যাইবে না;
>
> (খ) একই ভূমির উপর গৃহ নির্মাণের জন্য একাধিক অগ্রিম প্রদান করা যাইবে না, তবে প্রথম অগ্রিম সুদেমূলে আদায় হইলে উক্ত গৃহ মেরামতের জন্য দ্বিতীয়বার অগ্রিম প্রদান করা যাইবে;
>
> (গ) যে জমিতে বাসগৃহ নির্মাণ করিবার জন্য অগ্রিমের আবেদন করা হইতেছে তাহার মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য প্রদান করিতে হইবে; এবং

(ঘ) ঋণ পরিশোধের পূর্বে চাঁদাদাতা যদি সংশ্লিষ্ট জমিতে নির্মিত ফ্ল্যাট বা প্লট বিক্রয় করেন, তবে উক্তরূপ বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে গৃহীত অগ্রিম ও সুদের অর্থ তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(ঙ) ব্যাংক হইতে গৃহীত ঋণের অর্থ পরিশোধের জন্য অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে না;

(৮) মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অগ্রিম মঞ্জুরের কারণ এবং অগ্রিমের পরিমাণ মঞ্জুরি আদেশে উল্লেখ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ঋণের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে অগ্রিমের কিস্তি কর্তনের পর চাঁদাদাতার প্রাপ্য বেতনের পরিমাণের উপর গুরুত্ব প্রদান করিতে হইবে।

(৯) চাঁদাদাতার বয়স ৫২ (বায়ান্ন) বৎসর পূর্ণ হইলে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত চাঁদাদাতাকে তহবিলে তাহার হিসাবে জমাকৃত অর্থ হইতে যে কোনো প্রকৃত প্রয়োজনে অফেরতযোগ্য অগ্রিম মঞ্জুর করিতে পারিবে এবং এই ধরনের অগ্রিম মঞ্জুর করা হইলে চাঁদাদাতার নিকট হইতে উহা আদায় করা যাইবে না এবং উহা চূড়ান্ত অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

(১০) অফেরতযোগ্য অগ্রিমের পরিমাণ অগ্রিম মঞ্জুরকালে চাঁদাদাতার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৮০% (আশি শতাংশ) -এর অধিক হইবে না এবং চাঁদাদাতা একাধিক অগ্রিম গ্রহণ করিয়া থাকিলেও তাহার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমাকৃত অর্থের ৮০% (আশি শতাংশ) অফেরতযোগ্য অগ্রিম হিসাবে মঞ্জুর করা যাইবে।

(১১) চাঁদাদাতার বয়স ৫২ (বায়ান্ন) বৎসর হইলে গৃহীত এক বা একাধিক অগ্রিমকে তাহার ইচ্ছানুসারে অফেরতযোগ্য অগ্রিমে রূপান্তর করা যাইবে এবং উহা চূড়ান্ত পরিশোধের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে।

(১২) সর্বনিম্ন ৬টি এবং সর্বাধিক ৬০টি মাসিক সমান কিস্তিতে বেতন বিল হইতে কর্তন করিয়া অগ্রিম হিসেবে গৃহীত অর্থ আদায় করিতে হইবে। অগ্রিম গ্রহীতা কত কিস্তিতে পরিশোধ করিবে তাহা আবেদনে উল্লেখ থাকিতে হইবে।

(১৩) যে মাসে অগ্রিম প্রদান করা হইবে তাঁহার পরবর্তী মাসের বেতন-বিল হইতে অগ্রিম কর্তন শুরু করিতে হইবে।

১৫। অগ্রিম ও উহার সুদ আদায়।-(১) অফেরতযোগ্য অগ্রিম ব্যতীত অন্যান্য অগ্রিমের ক্ষেত্রে অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ যত সংখ্যক কিস্তি নির্ধারণ করিবে, তত সংখ্যক মাসিক সমান কিস্তিতে উহা আদায়যোগ্য হইবে, তবে চাঁদাদাতার ইচ্ছা ব্যতীত এই কিস্তির সংখ্যা ১২ (বারো) এর কম এবং ৫০ (পঞ্চাশ) এর বেশী হইবে না।

(২) প্রবিধান ১১ তে বর্ণিত চাঁদা আদায়ের পদ্ধতিতে অগ্রিমের অর্থ আদায় করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্লট বা জমি ক্রয় এবং গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে গৃহীত অগ্রিম ব্যতীত অন্যান্য অগ্রিম উহা গ্রহণের পরবর্তী পূর্ণ মাসের বেতন হইতে আদায় শুরু করিতে হইবে।

(৩) গৃহ নির্মাণ, প্লট বা জমি ক্রয় অগ্রিমের ক্ষেত্রে, অগ্রিম গ্রহণের পরবর্তী দ্বাদশ মাসের বেতন হইতে বেতনের ১০% (দশ শতাংশ) হারে তবে সর্বোচ্চ ১২০ (একশত বিশ) কিস্তিতে আদায় আরম্ভ করিতে হইবে।

(৪) চাঁদাদাতা ছুটিতে থাকিলে বা খোরাকি ভাতা পাইতে থাকিলে তাহার অনুমতি ব্যতীত অগ্রিম আদায় করা যাইবে না।

(৫) চাঁদাদাতাকে প্রদত্ত অগ্রিম আদায়কালে চাঁদাদাতার লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে, অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ অগ্রিম আদায় সাময়িকভাবে সর্বোচ্চ ১ (এক) বৎসর স্থগিত রাখিতে পারিবেন, তবে চাঁদাদাতা

বার্ধক্যজনিত কারণে চাকরির শেষ প্রান্তে অবস্থান করিলে অগ্রিম মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ স্থগিত সময়কাল তাহার অবসর গ্রহণ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৬) গৃহীত অগ্রিমের আসল টাকা সম্পূর্ণ পরিশোধ করিবার পর অগ্রিম গ্রহণ ও তাহা পরিশোধিত হইবার মধ্যবর্তী সময়ের জন্য বার্ষিক ৫% (পাঁচ শতাংশ) হারে মাসিক ভিত্তিতে সুদ আদায় করা হইবে, তবে এইরূপ হিসাবকালে মাসের অংশ পূর্ণ মাস ধরা হইবে।

(৭) কোনো চাঁদাদাতা অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল এর উপর কোনো সুদ গ্রহণ না করিলে তাহার ক্ষেত্রে, অগ্রিমের জন্য সুদ আদায় করা যাইবে না। এ ক্ষেত্রে সদস্য ভুক্তিকালে আবেদন পত্রে তাহা সুনির্দিষ্ট করিয়া উল্লেখ করিতে হইবে।

(৮) সাধারণত মূল অগ্রিম আদায়ের পরবর্তী মাসে এক কিস্তিতে সুদ আদায় করিতে হইবে, তবে সুদের পরিমাণ মূল অগ্রিম আদায়ের এক কিস্তির টাকা অপেক্ষা অধিক হইলে চাঁদাদাতার ইচ্ছা অনুসারে একাধিক মাসিক কিস্তিতে আদায় করা যাইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ক্ষেত্রে সুদ আদায়ে কিস্তির টাকার পরিমাণ মূল অগ্রিম আদায়ে কিস্তির টাকার পরিমাণ অপেক্ষা কম হইতে পারিবে না;

(৯) অগ্রিম কিস্তি এবং সুদ বাবদ আদায়কৃত টাকা সদস্যের অগ্রিম ও সুদ খাতে জমা দিতে হইবে।

(১০) অগ্রিম হিসেবে গৃহীত টাকা সম্পূর্ণরূপে আদায় না হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে না।

(১১) যদি চাঁদাদাতাকে কোনো অগ্রিম মঞ্জুর করা হইয়া থাকে এবং তিনি উহা উত্তোলন করিয়া থাকেন এবং পরবর্তীতে উহা পূর্ণ পরিশোধের পূর্বেই অগ্রিম বাতিল হইয়া যায়, তবে উত্তোলিত অগ্রিম বা উহার অপরিশোধিত অংশ এবং প্রবিধান ১৩ এর বিধান মোতাবেক প্রদেয় সুদ সঙ্গে সঙ্গে এই তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে, অন্যথায় চেয়ারম্যান উক্ত চাঁদাদাতার বেতন হইতে কিস্তিতে অথবা মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ যেরূপে নির্দেশ প্রদান করিবে সেইরূপে উক্ত অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করিবে।

(১২) এই প্রবিধানের অধীন আদায়কৃত সকল অগ্রিম ও সুদের অর্থ চাঁদাদাতার নিজস্ব চাঁদার হিসাবে জমা করা হইবে।

(১৩) চাঁদাদাতার অনুকূলে একাধিক অগ্রিম মঞ্জুর করা হইয়া থাকিলে আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রতিটি অগ্রিমকে পৃথকভাবে বিবেচনা করিতে হইবে।

১৬। তহবিলে জমাকৃত অর্থ প্রদান, ইত্যাদি।-(১) কর্তনকৃত অর্থ (যদি থাকে) ব্যতীত তহবিলে চাঁদাদাতার হিসাবে জমাকৃত অবশিষ্ট অর্থ প্রদানযোগ্য হইলে চাঁদাদাতা বা তাহার মনোনীত ব্যক্তিকে উক্ত জমাকৃত অর্থ গ্রহণের জন্য ব্যবস্থাপনা বোর্ড লিখিতভাবে জানাইবে।

(২) কোনো কর্মচারী অথবা তাহার পরিবার অথবা তাহার মনোনীত বা তাহার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি ব্যবস্থাপনা বোর্ডের নিকট উক্ত অর্থ পরিশোধের আবেদন করিলে, ব্যবস্থাপনা বোর্ড উক্ত আবেদন বিবেচনা করিয়া কাউন্সিলের অনুমদোন গ্রহণপূর্বক তাহার প্রাপ্য অর্থ অনুমোদন করিবে এবং আবেদনকারীকে উহা পরিশোধ করিবে।

(৩) কোনো চাঁদাদাতা চাকরি পরিত্যাগ করিলে, অবসর উত্তর ছুটিতে (পিআরএল) গমন করিলে, ছুটিতে থাকাকালীন অবসর উত্তর ছুটিতে গমন করিলে, ছুটিতে থাকাকালীন অবসর গ্রহণের অনুমতি পাইলে বা যোগ্য

কোনো চিকিৎসক কর্তৃক চাকরির অযোগ্য ঘোষিত হইলে, এই প্রবিধানমালার অধীন কোনো অর্থ কর্তনযোগ্য হইলে উহা ব্যতীত, তহবিলে জমাকৃত সমুদয় অর্থ সংশ্লিষ্ট চাঁদাদাতাকে প্রদান করিতে হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, জমাকৃত অর্থ প্রাপ্তির পর চাঁদাদাতা পুনর্বহাল বা পুনঃনিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া ৫২ (বায়ান্ন) বৎসর বয়সের মধ্যে পুনরায় চাকরিতে ফিরিয়া আসিলে, তাহাকে উত্তোলিত সমুদয় অর্থ সুদসহ, কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের নির্দেশিত উপায়ে তহবিলে ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

(৪) চাঁদাদাতার পরিবার থাকিলে এবং তহবিলে জমাকৃত অর্থ প্রদানযোগ্য হইবার পূর্বে বা প্রদানযোগ্য হইলেও প্রাপ্তির পূর্বে তাহার মৃত্যু হইলে,

(ক) পরিবারের কোনো সদস্য বা সদস্যবর্গের অনুকূলে মনোনয়ন প্রদান করিয়া থাকিলে এবং উক্ত মনোনয়ন বলবৎ থাকিলে, মনোনয়নের শর্ত মোতাবেক, জমাকৃত সমুদয় অর্থ উক্ত মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের মধ্যে সমহারে বন্টন করিতে হইবে;

(খ) পরিবারের কোনো সদস্য বা সদস্যবর্গের অনুকূলে কোনো মনোনয়ন প্রদান করা না থাকিলে বা মনোনয়ন থাকা সত্ত্বেও উহা অবৈধ হইলে বা উহা অকার্যকর হইলে পরিবারের সদস্য ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অনুকূলে মনোনয়ন থাকা সত্ত্বেও তহবিলে জমাকৃত সমুদয় অর্থ পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সমহারে বন্টন করিতে হইবে; এবং

(গ) তহবিলে জমাকৃত অর্থের অংশ বিশেষের জন্য মনোনয়ন প্রদান করিয়া থাকিলে, জমাকৃত অর্থের যে অংশের জন্য মনোনয়ন নাই উক্ত অংশ পরিবারের সদস্যবর্গের মধ্যে সমহারে বণ্টন হইবে।

১৭। অপ্রকৃতিস্থ কর্মচারীকে অর্থ পরিশোধ।- কোনো চাঁদাদাতা চাকরিরত অবস্থায় পাগল, উন্মাদ বা মানসিক অপ্রকৃতিস্থ হইয়া কাউন্সিলের চাকরি হইতে অপসারিত হইলে এবং তহবিলে তাহার কোনো মনোনয়ন না থাকিলে তাহার হিসাবে জমাকৃত অর্থ তাহার কল্যাণার্থে ব্যয় করিবার জন্য প্রবিধি ৮ অনুযায়ী প্রদান করা যাইবে । এ ছাড়া এক কালীন ১৫,০০,০০০.০০ [পনেরো লক্ষ মাত্র] টাকা অর্থ প্রদান করিবে।

১৮। বিমার ব্যবস্থা ।-কাউন্সিলে কর্মরত সকল কর্মচারীর জন্য জবীনবিমার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১৯। শিক্ষা সাহায্য।- কাউন্সিলে কর্মরত সকল কর্মচারীর সন্তানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কাউন্সিল এককালীন ১০,০০,০০০.০০ (দশ লক্ষ) টাকা অনুদানের ব্যবস্থা করিবে।

২০। চিকিৎসা বাবদ ব্যয়।- কাউন্সিলে কর্মরত সকল কর্মচারীদের মধ্যে কেউ হঠাৎ মৃত্যুবরণ করিলে বা অবসর গ্রহণ করিলে এককালীন ১৫,০০,০০০.০০ (পনেরো লক্ষ) টাকা মাত্র এবং মৃত্যুজণিত সৎকার বাবদ ১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) টাকা মাত্র অনুদান প্রদান করিবে। এ ব্যতীত কোন কর্মচারীর নিজে অথবা তাহার উপর নির্ভরশীল কোন ব্যক্তি জটিল রোগে আক্রান্ত বা অসুস্থ (মেডিক্যাল রিপোর্টের ভিত্তিতে) হইলে তাহাকে এককালীন ৩০,০০,০০০.০০ (ত্রিশ লক্ষ) টাকা মাত্র অনুদানের ব্যবস্থা করিবে।

২১। চাঁদাদাতার হিসাবের বিবরণী।-(১) প্রত্যেক আর্থিক বৎসর সমাপ্ত হইবার পর, যতশীঘ্র সম্ভব, ট্রেজারার, প্রত্যেক চাঁদাদাতাকে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক তাহার হিসাবের একটি বার্ষিক বিবরণী প্রেরণ করিবেন অথবা ই-মেইলে জানাইবেন।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত বিবরণীতে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির বিস্তারিত তথ্য থাকিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) আর্থিক বৎসরের প্রথম দিনের প্রারম্ভিক স্থিতি;

(খ) সমগ্র আর্থিক বৎসরে জমাকৃত ও উত্তোলনকৃত অর্থের পরিমাণ (যদি থাকে) এবং

(গ) ৩০ জুন তারিখ পর্যন্ত সুদ ও বিনিয়োগ বাবদ জমার পরিমাণ এবং উক্ত তারিখে সমাপনী স্থিতি।

(৩) চাঁদাদাতা উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত বিবরণীর শুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চিত করিবেন এবং উহাতে কোনো ত্রুটি থাকিলে, বিবরণী প্রাপ্ত হইবার ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে, ট্রেজারারকে অবহিত করিবেন।

২২। তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ।-(১) ব্যবস্থাপনা বোর্ড হইতে প্রাপ্ত কম্পিউটার ভিত্তিক তথ্যের ভিত্তিতে কাউন্সিলের হিসাব শাখা কম্পিউটার জেনারেটেড ব্রডশীট রেজিস্টারের মাধ্যমে প্রত্যেক চাঁদাদাতার তহবিলের হিসাব সংরক্ষণ করিবে।

(২) ট্রেজারার সংশ্লিষ্ট কম্পিউটার জেনারেটেড ব্রডশীট রেজিস্টার যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) ট্রেজারার প্রচলিত বিধিবিধান অনুসরণপূর্বক প্রতি আর্থিক বৎসর তহবিলের হিসাব নিরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) চাঁদাদাতার অনুকূলে তহবিলের হিসাবের কম্পিউটার জেনারেটেড ব্রডশীট রেজিস্টারে তারিখ উল্লেখপূর্বক মাসিক চাঁদা প্রাপ্তি ও কর্তনের নিম্নবর্ণিত হিসাব যথাযথভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে, যথাঃ

(ক) চাঁদাদাতার চাঁদার অংশ;

(খ) গৃহীত অগ্রিমের পরিমাণ (যদি থাকে)

(গ) অগ্রিমের কিস্তি কর্তন (যদি থাকে) এবং

(ঘ) অগ্রিমের সুদ আদায় (যদি থাকে)।

(৫) তহবিল নিরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয় কাউন্সিল বহন করিবে।

২৩। আনুতোষিক (গ্র্যাচুইটি)।- (১) নিম্নোক্ত যে কোনো কর্মচারী আনুতোষিক পাইবার অধিকারী হইবেন, যথা:-

(ক) যিনি কাউন্সিলে কমপক্ষে পাঁচ বৎসর অব্যাহতভাবে চাকুরী করিয়াছেন এবং শাস্তি স্বরূপ চাকুরী হইতে বরখাস্ত বা অপসারিত হন নাই; অথবা

(খ) যিনি কমপক্ষে পাঁচ বৎসর চাকুরী করিবার পর কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে চাকুরী হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন; অথবা

(গ) পাঁচ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে নিম্নরূপ যে কোন কারণে তাঁহার চাকুরীর অবসান হইয়াছে, যথা:-

(অ) তিনি যে পদে নিযুক্ত রহিয়াছেন সেই পদ বিলুপ্ত হইয়াছে অথবা সেই পদের জনবল হ্রাসের কারণে তিনি চাকুরী হইতে ছাঁটাই হইয়াছেন;

(আ) সম্পূর্ণ বা আংশিক শারীরিক অথবা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে তাহাকে চাকুরী হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে; অথবা

(ই) চাকুরীতে থাকাকালে তিনি মৃত্যুবরণ করিয়াছেন।

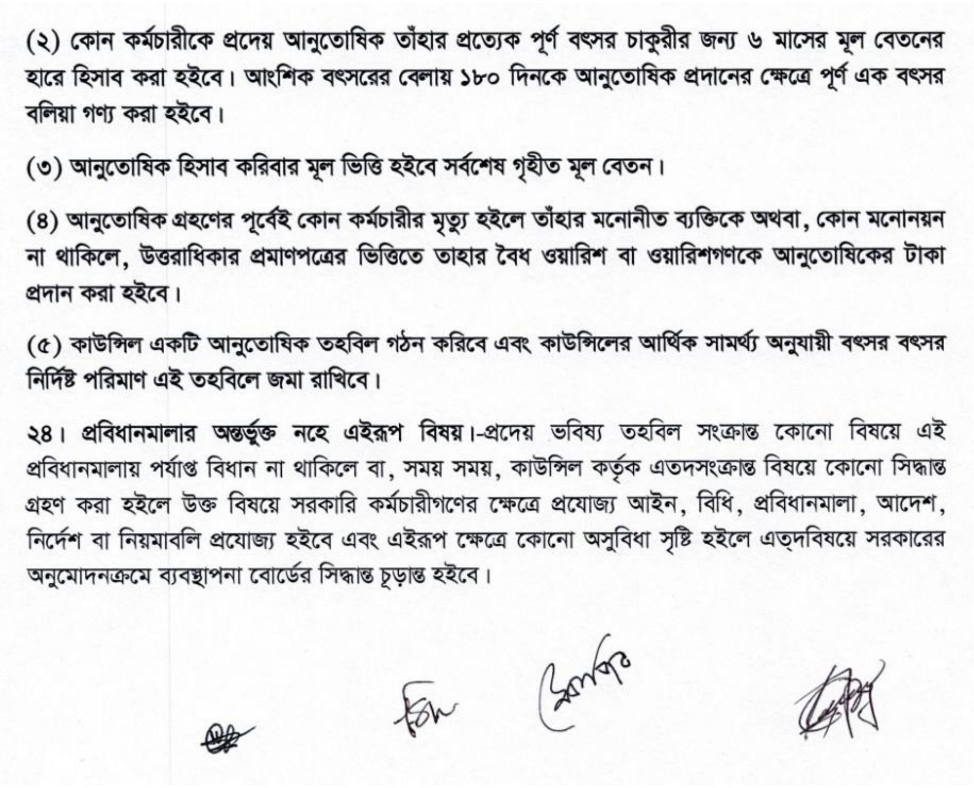

(২) কোন কর্মচারীকে প্রদেয় আনুতোষিক তাঁহার প্রত্যেক পূর্ণ বৎসর চাকুরীর জন্য ৬ মাসের মূল বেতনের হারে হিসাব করা হইবে। আংশিক বৎসরের বেলায় ১৮০ দিনকে আনুতোষিক প্রদানের ক্ষেত্রে পূর্ণ এক বৎসর বলিয়া গণ্য করা হইবে।

(৩) আনুতোষিক হিসাব করিবার মূল ভিত্তি হইবে সর্বশেষ গৃহীত মূল বেতন।

(৪) আনুতোষিক গ্রহণের পূর্বেই কোন কর্মচারীর মৃত্যু হইলে তাঁহার মনোনীত ব্যক্তিকে অথবা, কোন মনোনয়ন না থাকিলে, উত্তরাধিকার প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে তাহার বৈধ ওয়ারিশ বা ওয়ারিশগণকে আনুতোষিকের টাকা প্রদান করা হইবে।

(৫) কাউন্সিল একটি আনুতোষিক তহবিল গঠন করিবে এবং কাউন্সিলের আর্থিক সামর্থ্য অনুযায়ী বৎসর বৎসর নির্দিষ্ট পরিমাণ এই তহবিলে জমা রাখিবে।

২৪। **প্রবিধানমালার অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ বিষয়**।-প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে এই প্রবিধানমালায় পর্যাপ্ত বিধান না থাকিলে বা, সময় সময়, কাউন্সিল কর্তৃক এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইলে উক্ত বিষয়ে সরকারি কর্মচারীগণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রবিধানমালা, আদেশ, নির্দেশ বা নিয়মাবলি প্রযোজ্য হইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হইলে এতদ্‌বিষয়ে সরকারের অনুমোদনক্রমে ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

ফরম-১

[প্রবিধান ৭ এর উপ-প্রবিধান (১) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (কর্মচারী) অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে যোগদানের আবেদনপত্র

১।	নাম	
২।	পদবি	
৩।	আইডি নম্বর (যদি থাকে)	
৪।	জন্ম তারিখ	
৫।	দপ্তরের নাম	
৬।	পিতা/স্বামীর নাম	
৭।	মাতার নাম	
৮।	স্থায়ী ঠিকানা	
৯।	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	
১০।	নিয়মিত পদে চাকরিতে যোগদানের তারিখ ও পদবি	
১১।	বর্তমানে মাসিক মূল বেতন, গ্রেড এবং বেতন স্কেল	
১২।	কোনো মাস হইতে চাঁদা কর্তন আরম্ভ হইবে (সাল উল্লেখসহ)	

আমি উল্লিখিত তথ্যাদি বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (কর্মকর্তা-কর্মচারী) অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে যোগদানের জন্য উল্লেখ করিলাম এবং এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, তথ্যসমূহ আমার জ্ঞাতসারে সত্য ও সঠিক।

তারিখঃ

চাঁদাদাতার স্বাক্ষরঃ
পূর্ণ নামঃ
পদবিঃ

নং. ....
তারিখঃ ....

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সহকারী পরিচালক (অর্থ ও পরিকল্পনা), বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল এর নিকট প্রেরণ করা হইল।

দপ্তর প্রধানের স্বাক্ষর ও সীল
নং.
তারিখঃ ....

জনাব..পদবি............................দপ্তর...........

এই আবেদনে উল্লিখিত তথ্যাদি হিসাবে সদস্যভুক্ত করা হইল। তাহার অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল হিসাব নং. ....

পরিচালক (অর্থ, পরিকল্পনা ও আইসিটি)
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

ফরম-২

[প্রবিধান ৮ এর উপ-প্রবিধান (১) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (কর্মচারী) অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে অর্থ উত্তোলনের মনোনয়নপত্র

১।	চাঁদাদাতার নাম	
২।	চাঁদাদাতার পদবি	
৩।	আইডি নম্বর (যদি থাকে)	
৪।	দপ্তরের নাম	
৫।	পিতা/স্বামীর নাম	
৬।	মাতার নাম	
৭।	তহবিলের হিসাব নম্বর	
৮।	বৈবাহিক অবস্থা	
৯।	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	

আমি এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, মৃত্যুজণিত কারণে আমার অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের পাওনা অর্থ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের মধ্যে তাহার/তাহাদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত হারে বণ্টনযোগ্য হইবে। আমার মৃত্যুর সময় মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা নাবালক থাকিবেন তাহাদের প্রাপ্য অর্থ নিম্নবর্ণিত ছকের (৫) নম্বর কলামে বর্ণিত ব্যক্তির নিকট প্রদানযোগ্য হইবে, যথা:-

মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের নাম, ঠিকানা ও জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্ম নিবন্ধন নম্বর	চাঁদাদাতার সহিত সম্পর্ক	জন্ম নিবন্ধন/জাতীয় পরিচয়পত্র মোতাবেক জন্ম তারিখ	প্রাপ্যতার আনুপাতিক হার	নাবালকের পক্ষে অর্থ উত্তোলনকারীর নাম, ঠিকানা ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	(৫) নং কলামে বর্ণিত ব্যক্তির সহিত নাবালকের সম্পর্ক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)

	স্বাক্ষী	পদবি	দাপ্তরিক ঠিকানা	স্বাক্ষর
১।				
২।				

তারিখ:

চাঁদাদাতার স্বাক্ষর:
পূর্ণ নাম:
পদবি:
(দপ্তর প্রধানের স্বাক্ষর ও সীল)
....

[দ্রষ্টব্য: চাঁদাদাতার পরিবার থাকিলে পরিবারের সদস্য ব্যতীত অন্য কাহাকেও মনোনয়ন প্রদান করা যাইবে না]

[প্রবিধান ৮ এর উপ-প্রবিধান (১) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (কর্মচারী) অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে অর্থ উত্তোলনের মনোনয়নপত্র

১।	চাঁদাদাতার নাম	
২।	চাঁদাদাতার পদবি	
৩।	আইডি নম্বর (যদি থাকে)	
৪।	দপ্তরের নাম	
৫।	পিতা/স্বামীর নাম	
৬।	মাতার নাম	
৭।	তহবিলের হিসাব নম্বর	
৮।	বৈবাহিক অবস্থা	
৯।	জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	

আমি এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, মৃত্যুজণিত কারণে আমার অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলের পাওনা অর্থ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের মধ্যে তাহার/তাহাদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত হারে বণ্টনযোগ্য হইবে। আমার মৃত্যুর সময় মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের মধ্যে যাহারা নাবালক থাকিবেন তাহাদের প্রাপ্য অর্থ নিম্নবর্ণিত ছকের (৫) নম্বর কলামে বর্ণিত ব্যক্তির নিকট প্রদানযোগ্য হইবে, যথা:-

মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণের নাম, ঠিকানা ও জাতীয় পরিচয়পত্র/ জন্ম নিবন্ধন নম্বর	চাঁদাদাতার সহিত সম্পর্ক	জন্ম নিবন্ধন/জাতীয় পরিচয়পত্র মোতাবেক জন্ম তারিখ	প্রাপ্যতার আনুপাতিক হার	নাবালকের পক্ষে অর্থ উত্তোলনকারীর নাম, ঠিকানা ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর	(৫) নং কলামে বর্ণিত ব্যক্তির সহিত নাবালকের সম্পর্ক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)

স্বাক্ষী পদবি দাপ্তরিক ঠিকানা স্বাক্ষর

১।

২।

তারিখ:

চাঁদাদাতার স্বাক্ষর:
পূর্ণ নাম:
পদবি:
(দপ্তর প্রধানের স্বাক্ষর ও সীল)
....

[দ্রষ্টব্য: চাঁদাদাতার পরিবার থাকিলে পরিবারের সদস্য ব্যতীত অন্য কাহাকেও মনোনয়ন প্রদান করা যাইবে না]

ফরম-৩

[প্রবিধান ৮ এর উপ-প্রবিধান (৩) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (কর্মচারী) অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে অর্থ উত্তোলনের মনোনয়ন বাতিল সংক্রান্ত নোটিশ

চেয়ারম্যান
প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল ব্যবস্থাপনা বোর্ড
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

বিষয়: মনোনয়ন বাতিলের নোটিশ।

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (কর্মচারী) অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে আমার পাওনা অর্থ উত্তোলনের জন্য প্রদত্ত বিগত.........................তারিখের মনোনয়নটি (কপি সংযুক্ত) অবিলম্বে বাতিলের জন্য নোটিশ প্রদান করিতেছি।

	স্বাক্ষী	পদবি	দাপ্তরিক ঠিকানা	স্বাক্ষর
১।				
২।				

তারিখ:

চাঁদাদাতার স্বাক্ষর:
পূর্ণ নাম:
পদবি:
আইডি নং:

ফরম-৪

[প্রবিধান ১৪ এর উপ-প্রবিধান (৩) দ্রষ্টব্য]

বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল (কর্মচারী) অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল হইতে অগ্রিম উত্তোলনের আবেদন পত্র

চেয়ারম্যান
প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল ব্যবস্থাপনা বোর্ড
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল

বিষয়: অগ্রিম উত্তোলনের আবেদনপত্র।
জনাব,

আমার অংশ প্রদেয় ভবিষ্য তহবিলে জমাকৃত অর্থ হইতে ....(কথায়.......................) টাকা অগ্রিম গ্রহণের জন্য আবেদন করিতেছি। এতদুদ্দেশ্যে আমি নিম্নের প্রশ্নগুলির জবাব প্রদান করিলাম, যথা:-

ক্রমিক নং	প্রশ্ন	
১।	গত ৩০ শে জুন,................ খ্রি. এর পূর্বে আপনার তহবিল খাতে কত জমা ছিল। (বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল হইতে প্রাপ্ত হিসাব বিবরণীর মূল কপি পরীক্ষান্তে সংযুক্ত করিতে হইবে)।	
২।	কী কারণে অগ্রিমের প্রয়োজন?	
৩।	আপনার বর্তমান মূল বেতন কত?	
৪।	(ক) পূর্বে কোনো অগ্রিম গ্রহণ করিয়াছেন কিনা? (খ) যদি কোনো অগ্রিম গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহা সম্পূর্ণ পরিশোধ হইয়াছে কি? (গ) যদি পরিশোধ করা হইয়া থাকে তাহা হইলে শেষ কিস্তি সুদসহ কখন পরিশোধ করা হইয়াছে? (ঘ) যদি পূর্বে গৃহীত অগ্রিম সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর কত কিস্তি বাকী আছে?	
৫।	প্রস্তাবিত অগ্রিম আপনি সুদসহ কত কিস্তিতে পরিশোধ করিতে ইচ্ছুক?	
৬।	(ক) আপনার জমাকৃত অর্থ সুদমুক্ত কিনা? কেবল মুসলমান কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য) (খ) প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল হিসাব নম্বর	

স্বাক্ষর, তারিখ:
পূর্ণ নাম:
পদবি:
আইডি নং (যদি থাকে):
দাপ্তরিক ঠিকানা:

৭। উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সুপারিশ ....
তারিখ:......................................

চেয়ারম্যান
প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল ব্যবস্থাপনা বোর্ড
বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল